চিরবিশ্বস্ত
চিরনূতন
শ্যাম সুন্দর কোং
জুয়েলার্স
আগরতলা • খোয়াই • উদয়পুর
ধর্মনগর • কলকাতা

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক
জাগরণ
THE FIRST DAILY OF TRIPURA
গৌরবের ৬৬ তম বছর
অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

সিস্টার Sister masala
নিশ্চিন্তের প্রতীক
গুঁড়া মশলা
অল্পতেই যথেষ্ট
সিস্টার
স্বাদ ও গুনমানে প্রতি ঘরে ঘরে

JAGARAN ■ 5 December, 2019 ■ আগরতলা, ৫ ডিসেম্বর , ২০১৯ ইং ■ ১৮ অগ্রহায়ণ ১৪২৬ বঙ্গাব্দ, বৃহস্পতিবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

সিএবি ঃ কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভায় পেল ছাড়পত্র, শিঘ্রই পেশ সংসদে

পূর্বোত্তরে এডিসি ও ইনার লাইনকে ছাড়

।। **অভিজিৎ রায় চৌধুরী**।। **নয়াদিল্লি, ৪ ডিসেম্বর** ।। সংসদে পেশ করার লক্ষ্যে নাগরিকত্ব সংশোধনী বিলে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা ছাড়পত্র দিয়েছে। এই বিল নিয়ে ২০১৬ সাল থেকে সারা দেশে প্রতিবাদ আন্দোলন চলছে। তবে, সারা দেশের নজর ছিল উত্তর পূর্বাঞ্চলের দিকে। কারণ, এই অঞ্চলই নাগকিত্ব সংশোধনী বিলের বিরোধীতায় সবচেয়ে বেশী সোচ্চার হয়েছে। পরিস্থিতি এমন পর্য্যায়ে গিয়ে ঠেকেছে বিভিন্ন রাজ্যে বিজেপি জোট শরিকরাও প্রতিবাদী হয়েছে। তাই, উত্তর পূর্বাঞ্চলের এডিসি এলাকা এবং ইনার লাইন পারমিট যুক্ত এলাকাকে নাগরিকত্ব সংশোধনী বিলের বাইরে রাখা হয়েছে।

অরুণাচল প্রদেশ, নাগাল্যান্ড এবং মিজোরাম যেখানে ইনার লাইন পারমিট চালু রয়েছে সেই রাজ্যগুলিকে ওই বিলের আওতার বাইরে রাখা হয়েছে। শুধু তাই নয়, ষষ্ঠ তপশীল আওতাধীন এলাকাগুলিকেও ওই বিলের বাইরেই রাখা হয়েছে। প্রসঙ্গত, সংবিধানের ষষ্ঠ তপশীল মোতাবেক অসম, মেঘালয়, মিজোরাম এবং ত্রিপুরায় স্ব-শাসিত পরিষদ ও স্ব-শাসিত জেলা পরিষদ গঠন করা হয়েছিল। সেখানে স্ব-শাসন এবং সাংবিধানিক শাসন ক্ষমতা বলবৎ রয়েছে।

কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার বৈঠকে ছাড়পত্র পেল নাগরিকত্ব সংশোধনী বিল। আগামী সপ্তাহে সংসদের চলতি শীতকালীন অধিবেশনে এই বিলটি পেশ করা হবে। ধর্মের কারণে পাকিস্তান, বাংলাদেশ, আফগানিস্তানে নিপীড়িত হয়ে ভারতে আসা অ-মুসলমান উদ্বাস্তুদের নাগরিকত্ব দেওয়ার প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে এই বিলে।

উল্লেখ করা যেতে পারে, মন্ত্রিসভায় এই বিলকে ছাড়পত্র দেওয়ার আগে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ উত্তর-পূর্বাঞ্চলের বহু সমাজকর্মী, রাজনীতিবিদদের সঙ্গে দেখা করার পাশাপাশি মণিপুর, নাগাল্যান্ড, অসমের মুখ্যমন্ত্রীদের সঙ্গেও বৈঠক করেন।

অন্যদিকে, সংসদে বিলটি পেশ করার আগেই এর বিরোধিতায় সরব হয়েছে কংগ্রেস। এই প্রসঙ্গে কংগ্রেসের পাশে দাঁড়িয়েছে তৃণমূল কংগ্রেস, সিপিআই(এম)-এর মতো দলগুলি। আবার বিজেপির শীর্ষ নেতৃত্ব জম্মু ও কাশ্মীর থেকে ৩৭০ বিলুপ্তির সঙ্গে এই বিলের তুলনা করেছে। গত লোকসভায় বিলটি পাশ হলেও রাজ্যসভায় সরকার পক্ষের সংখ্যাগরিষ্ঠতা না থাকায় বিলটি পেশই করা হয়নি। ফলে লোকসভা মেয়াদ শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই বিলটি খারিজ হয়ে যায়। সে সময় অসমে বিরোধীরা তো বটেই, বিজেপির জোট শরিক এনপিপি প্রধান তথা মেঘালয়ের মুখ্যমন্ত্রী কনরাড সাংমার নেতৃত্বে নেডা জোটের অন্য দলগুলিও বিলের বিরোধিতায় নামে। মন্ত্রিসভার বৈঠকে পেশ করার আগে বিষয়টি নিয়ে নর্থ-ইষ্ট ফোরাম ফর ইন্ডিজেনিয়াস পিপলের সদস্যদের সঙ্গেও বৈঠক করেন। এদিন প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে এই বৈঠক হয়েছে। উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ।

প্রসঙ্গত, সম্প্রতি কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ ত্রিপুরা সহ পূর্বোত্তরের রাজ্যের উপজাতি সংগঠনগুলির নেতৃত্বেদের সাথে আলোচনা করেছেন। পাশাপাশি ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রীকেও ওই বৈঠকে ডাকা হয়। নাগরিকত্ব সংশোধনী বিল নিয়ে ত্রিপুরার সমস্ত রাজনৈতিক ও অরাজনৈতিক প্রতিনিধি কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের সঙ্গে বৈঠকে বিষয়টি নিয়ে আপত্তি জানিয়েছেন। কিন্তু, গত শনিবারের বৈঠকে ওই বিল কারোর কোন ক্ষতি করবে না বলে, তাঁদেরকে আশ্বস্থ করার চেষ্টা করেছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। সেই সঙ্গে ওই বিলে আপত্তি থাকলে শান্তিপূর্ণ গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে আন্দোলনের পরামর্শ দিয়েছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। কারণ, ওই বিলের প্রতিবাদে ত্রিপুরা সহ উত্তর পূর্বাঞ্চলের আইন-শৃঙ্খলা বিঘ্নিত হোক, চাইছেন না তিনি।

এদিকে, অসমে ইতিমধ্যেই এই সংশোধনী বিল জাতি-উপজাতির মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করবে বলে সমালোচনা শুরু হয়ে গিয়েছে।

আজ জাতীয় সড়ক ও রেল লাইন অবরোধ আইএনপিটির

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৪ ডিসেম্বর।। নাগরিকত্ব সংশোধনী বিলের বিরোধিতায় বৃহস্পতিবার সকাল পাঁচটা থেকে বিকেল পাঁচটা পর্যন্ত অসম-আগরতলা জাতীয় সড়ক ও রেলপথ অবরোধ করবে ইন্ডিজিনিয়াস ন্যাশনালিস্ট পার্টি অব তুইপ্রা (আইএনপিটি)। দলের সাধারণ সম্পাদক জগদীশ দেববর্মা জানিয়েছেন, বড়মুড়ার পাদদেশে খামতিংবাড়ি এলাকায় ব্রিজের ওপর অসম-আগরতলা জাতীয় সড়ক অবরোধ করা হবে। এছাড়া বড়মুড়ায় ভৃগুদাসপাড়া এলাকায় রেল অবরোধ করবে আইএনপিটি।

বুধবার জগদীশবাবু জানিয়েছেন, পূর্ব ঘোষণা অনুযায়ী জাতীয় সড়ক ও রেল অবরোধের কর্মসূচি পালন করা হবে আগামীকাল। তাই, আজ রাতের মধ্যেই খামতিংবাড়ি ও ভৃগুদাসপাড়া এলাকায় দলীয় কর্মী-সমর্থকরা এসে যাবেন। তিনি ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

নির্ভয়া তহবিল খরচে চরম ব্যর্থ ত্রিপুরা, আংশিক সফল অসম ও অরুণাচল প্রদেশ

নয়াদিল্লি, ৪ ডিসেম্বর (হি.স.) : মহিলা ও শিশু কল্যাণে ত্রিপুরা সরকারের আন্তরিকতা নিয়ে প্রশ্ন ওঠা অস্বাভাবিক নয়। কারণ, নির্ভয়া তহবিল ব্যবহারে ত্রিপুরা সরকারের চরম উদাসীনতা প্রকাশ পেয়েছে। কেন্দ্রীয় মহিলা ও শিশু কল্যাণমন্ত্রী সংসদে জানিয়েছেন, নির্ভয়া তহবিলে বিভিন্ন মন্ত্রকের বরাদ্দ অর্থ খরচই হয়নি ত্রিপুরায়। শুধু ওয়ান স্টপ সেন্টার প্রকল্পে বরাদ্দ অর্থ সামান্য খরচ করা হয়েছে। অবশ্য এই তালিকায় উত্তর পূর্বাঞ্চলের অন্যান্য রাজ্যও রয়েছে। কেবলমাত্র অসম ও অরুণাচল প্রদেশ নির্ভয়া তহবিলের অর্থ খরচে দারুণ কাজ করেছে। তবে, ওই দুই রাজ্যে প্রচুর অর্থ অব্যয়িতও রয়েছে। অবশ্য মণিপুর, মিজোরাম, মেঘালয়, নাগাল্যান্ড এবং সিকিম ওই তহবিল খরচে হাত দিলেও প্রচুর অর্থ তাদেরও অব্যয়িত রয়েছে। নির্ভয়া তহবিল গঠনের সাত বছর পর এই হাল উদ্বেগজনক বলে মনে করা হচ্ছে।

২০১৩ সালে কেন্দ্রীয় সরকার নির্ভয়া তহবিল গঠন করেছিল। সে-মোতাবেক বিভিন্ন মন্ত্রক রাজ্যগুলিকে অর্থ বরাদ্দ করেছে। কিন্তু, সেই অর্থ বছরের পর বছর অব্যয়িত রয়ে গেছে। এতে উদ্দেশ্য কতটা সফল হয়েছে, তা নিয়ে যথেষ্ট সন্দেহের সৃষ্টি হয়েছে। নির্ভয়া তহবিল নিয়ে তারকাচিহ্নবিহীন প্রশ্নের জবাবে কেন্দ্রীয় মহিলা ও শিশু কল্যাণমন্ত্রী স্মৃতি ইরানি জানিয়েছেন, ওই তহবিলে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক রাজ্যগুলিকে অর্থ বরাদ্দ করেছে। তিনি জানান, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের বরাদ্দ অর্থে অরুণাচল প্রদেশ ৭ কোটি ৬৮ লক্ষ ৮৬ হাজার টাকার মধ্যে ২ কোটি ২৪ লক্ষ ৩ হাজার টাকা, অসম ২০ কোটি ৭২ লক্ষ ৬৩ হাজার টাকার মধ্যে ৩ কোটি ৫ লক্ষ ৬ হাজার টাকা, মিজোরাম ৮ কোটি ৮৩ লক্ষ ৫৭ হাজার টাকার মধ্যে ৫ কোটি ৪৩ লক্ষ ৬৮ হাজার টাকা এবং নাগাল্যান্ড ৬ কোটি ৮৯ লক্ষ ৫৫ হাজার টাকার মধ্যে ৩ কোটি ৫৭ লক্ষ ৮৪ হাজার টাকা খরচ করেছে। কিন্তু মণিপুর ৮ কোটি ৭৮ লক্ষ ৭৮ হাজার টাকা, মেঘালয় ৬ কোটি ৭৫ লক্ষ ৩৯ হাজার টাকা, সিকিম ৬ কোটি ১৩ লক্ষ ৩৩ হাজার টাকা এবং ত্রিপুরার জন্য ৭ কোটি ৬৬ লক্ষ ৫৯ হাজার টাকা বরাদ্দ করা হলেও ওই রাজ্যগুলি কোনও অর্থ খরচ করেনি।

এদিকে, বিচার দফতরের অধীনে মণিপুর ৬৭ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা, নাগাল্যান্ড ৩৩ লক্ষ ৭৫ হাজার টাকা এবং ত্রিপুরার জন্য ১ কোটি ১ লক্ষ ২৫ হাজার টাকা বরাদ্দ হলেও ওই তিনটি রাজ্য কোনও অর্থ খরচ করেনি। অন্যদিকে, কেন্দ্রীয় মহিলা ও শিশুকল্যাণ মন্ত্রকের বরাদ্দ মিজোরামে ৩৫ লক্ষ ৮৫ হাজার টাকা, নাগাল্যান্ডে ৯ লক্ষ ৪০ হাজার টাকা এবং ত্রিপুরার জন্য বরাদ্দকৃত ৩০ লক্ষ ১৬ হাজার টাকার কোনও অর্থ খরচ করা হয়নি। তাছাড়া, মহিলা হেল্পলাইনের জন্য ত্রিপুরার জন্য বরাদ্দ ৪৯ লক্ষ ৭০ হাজার টাকাও খরচ হয়নি। মহিলা হেল্পলাইনের জন্য ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

গ্রামোন্নয়নের জন্য প্রচুর অর্থ রয়েছে, সঠিক ভাবে কাজে লাগাতে আহ্বান উপমুখ্যমন্ত্রীর

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৪ ডিসেম্বর।। গ্রামই একটি রাজ্য এবং দেশকে জগৎসভায় শ্রেষ্ঠ আসনে বসাতে পারবে। কারণ, গ্রামই এর মূল ভিত্তি। বুধবার এ-কথা বলেছেন ত্রিপুরার পঞ্চায়েত তথা উপমুখ্যমন্ত্রী জিষ্ণু দেববর্মা।

আগরতলা পঞ্চায়েতরাজ ট্রেনিং ইনস্টিটিউটের কনফারেন্স হল-এ পশ্চিম ত্রিপুরা জেলা পরিষদ ও সিপাহিজলা জেলা পরিষদের সভাধিপতি, সহকারী সভাধিপতি এবং সংশ্লিষ্ট জেলা পরিষদের সদস্য-সদস্যাদের ত্রিস্তরীয় পঞ্চায়েত ব্যবস্থার বিভিন্ন কর্মসূচি রূপায়ণের বেসিক ফাউন্ডেশন কোর্সে পাঁচদিনের প্রশিক্ষণ আজ শুরু হয়েছে। প্রদীপ প্রজ্বলনের মধ্য দিয়ে আজ এই প্রশিক্ষণ কর্মসূচির উদ্বোধন করেন উপমুখ্যমন্ত্রী জিষ্ণু দেববর্মা। উদ্বোধনী ভাষণে তিনি বলেন, ত্রিপুরাকে শ্রেষ্ঠ ত্রিপুরায় পরিণত করতে হলে প্রথমে রাজ্যের গ্রামগুলিকে মডেল গ্রামে পরিণত করতে হবে।

তাঁর কথায়, গ্রাম স্বরাজ ও গ্রামোন্নয়নই রাজ্যকে শ্রেষ্ঠ আসনে বসানোর মূল ভিত্তি। তাঁর বক্তব্য, একটি বহুতল ভবন তৈরি করতে এর পিলারগুলিকে যেমন আগে মজবুত করে তৈরি করতে হয়, তেমনি পঞ্চায়েতরাজ ব্যবস্থায় নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিগণও ঠিক সেইরূপ পিলার। যাঁদের সুষ্ঠু ও নিয়ত কর্মযজ্ঞ পরিচালনার মধ্য দিয়ে গ্রাম ও গ্রামীণ মানুষের জীবনযাত্রার মান উন্নত হবে।

উপমুখ্যমন্ত্রী বলেন, গ্রামস্তর থেকে রাজ্যের উন্নয়নকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার মূল ভিত্তি হলেন নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিগণ। প্রধানমন্ত্রীর গ্রাম স্বরাজের স্বপ্নের প্রসঙ্গ উল্লেখ করে তিনি বলেন, গ্রামোন্নয়নের মাধ্যমে গ্রামের জনপ্রতিনিধিগণই প্রধানমন্ত্রীর এই স্বপ্নকে সফল করতে পারেন। তাঁর দাবি, রাজ্যে গ্রামোন্নয়ন খাতে ব্যয় করার জন্য প্রচুর অর্থ রয়েছে। সেই অর্থ যথাযথভাবে কাজে লাগাতে তিনি আহ্বান জানান। তিনি বলেন, এখানে আয়োজিত ৫ দিনের এই প্রশিক্ষণে ত্রিস্তর পঞ্চায়েতের কাজের পদ্ধতি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হবে। এই প্রশিক্ষণ কার্যক্ষেত্রে সফল রূপায়ণ করতে এবং নিজেদের আধুনিক প্রযুক্তির সাথে সম্পৃক্ত করতেও তিনি পরামর্শ দেন।

অনুষ্ঠানে স্বাগত ভাষণ দেন পঞ্চায়েতরাজ ট্রেনিং ইনস্টিটিউটের ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

শিক্ষা দপ্তরে নতুন প্রকল্প সুপার-৩০

জনজাতিদের উন্নয়নে ৮৮০২ কোটি ৭৪ লক্ষ টাকার বিশেষ প্রকল্পে মন্ত্রিসভার অনুমোদন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৪ ডিসেম্বর।। রাজ্যের শিক্ষা দপ্তরে সুপার-৩০ নামক একটি নতুন প্রকল্পের অনুমোদন দিয়েছে রাজ্য

মন্ত্রিসভা। সেই সাথে জনজাতি এলাকায় সঠিক উন্নয়নে রাজ্য সরকার ৮৮০২ কোটি ৭৪ লক্ষ টাকার একটি বিশেষ প্যাকেজ কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে পাঠানোর জন্যও মন্ত্রিসভা অনুমোদন দিয়েছে। মন্ত্রিসভার বৈঠক শেষে মহাকরণে সাংবাদিক সম্মেলনে শিক্ষামন্ত্রী রতন লাল নাথ এ সংবাদ জানান।

শিক্ষামন্ত্রী বলেন, শিক্ষাকে রাজ্য সরকার সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়েছে। রাজ্যের ছাত্রছাত্রীরা দ্বাদশের পর সর্বভারতীয় বিভিন্ন প্রবেশিকা পরীক্ষায় যোগ্যতা অর্জন করে যেন সর্বভারতীয় বিখ্যাত কলেজগুলিতে পঠনপাঠনের সুযোগ পেতে পারে তার জন্যই এই প্রকল্পটি নেওয়া হয়েছে। এতে ত্রিপুরা মধ্যশিক্ষা পর্ষদ পরিচালিত মাধ্যমিক পরীক্ষায় উর্ত্তীর্ণ প্রতিবছর ৩০ জন করে ছাত্রছাত্রীকে এই প্রকল্পের সুযোগ দেওয়া হবে। ২০২০-২১ বছর থেকে এই প্রকল্পটি কার্যকর হবে। মেধার ভিত্তিতে ছাত্রছাত্রীদের নির্বাচন করা হবে। রাজ্য সরকারের সংরক্ষণ নীতিও মানা হবে এক্ষেত্রে। একাদশ শ্রেণীতে শুধুমাত্র বি'ান বিভাগে পড়ুয়া ছাত্রছাত্রীরাই এই প্রকল্পের সুযোগ পাবে। নির্বাচনের পর ছাত্রছাত্রীরা তাদের ইচ্ছে অনুযায়ী বহির্রাজ্যে কোচিং নিতে পারবে। সাথে সাথে একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণীর পঠনপাঠনও ঐ রাজ্যেই চালিয়ে যেতে পারবে। শুধুমাত্র দুই বছর অর্থাৎ একাদশ ও দ্বাদশ পড়ার সময় রাজ্য সরকার তাদের এই সুযোগ প্রদান করবে। এতে প্রতি ছাত্র প্রতি বছর ২ লক্ষ ৪০ হাজার টাকা করে পাবে। রাজ্য সরকারের প্রথম বছর ব্যয় হবে ৭২ লক্ষ টাকা এবং পরের বছর থেকে ১ কোটি ৪৪ লক্ষ টাকা করে ব্যয় হবে।

মন্ত্রী শ্রীনাথ আরও জানান, রাজ্য ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

এনআরসি নিয়ে আমরা বাঙালীর গণঅবস্থান

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৪ ডিসেম্বর।। ভারতের বুকে বাঙালী জাতিসত্ত্বা আজ এক চরম বিপদের সম্মুখীন। অসম, ত্রিপুরা তথা ভারতবর্ষ বাঙালীদের জন্মস্থান বা স্বদেশ হলেও, স্বাধীনতা আন্দোলনে বিশাল ত্যাগ তিতিক্ষা ও দেশ গঠনে বিরাট অবদান থাকা সত্ত্বেও এদেশে এখন বাঙালীদের স্থান হচ্ছেনা।

রাঙালীর শৌর্যবীর্যের কাছে বার ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

চুড়াইবাড়ি থানায় ঘুঘুর বাসা, নালিশ জানালেন হেলদোল নেই কর্তৃপক্ষের

নিজস্ব প্রতিনিধি, চুড়াইবাড়ি, ৪ ডিসেম্বর।। চুরাইবারি থানার এক গুণধর সিনিয়র কনস্টেবলের উৎপাতে অতিষ্ঠ তার সহকর্মীরা। নিজের ইচ্ছেমতো ডিউটি বন্টন ও ভাগ বাটোয়ারা করে চলছে সে। সবাই তার বয়সে জুনিয়র হলেও কাউর কথা সে মানতে রাজি নয়। এমনকি নিজেদের অফিসারদেরও অবহেলা করে চলছে সে। থানার সিনিয়র দারোগাবাবুদের কথা অমান্য করে নিজের ইচ্ছেমতো ডিউটি করে চলছে সে।

এদিকে চুরাইবারি থানাতে জয়েন্ট করার পর থেকেই নিজের কোয়াটারে প্রতি রাতেই মদ মাংসের আসর বসাচ্ছে ওই পুলিশকর্মী বলেও অভিযোগ। তার কোয়াটারের আশেপাশে থাকা অন্যান্য পুলিশকর্মীরা অতিষ্ঠ হয়ে সেই বিষয়টি থানার উর্ধতন কর্তৃপক্ষের নিকট জানালেও কাজের কাজ কিছুই হচ্ছে না। কে শুনে কার কথা। তাছাড়াও তিনি আবার সকল পুলিশকর্মীদের বিপদের বন্ধু হয়ে দাঁড়িয়েছেন।

উনার সামান্য সরকারি মাইনে হলেও প্রতি মাসে বিভিন্ন পুলিশকর্মী ও অন্যান্য সাধারণ মানুষদের বিপদে অর্থ সাহায্য করেন। তাও আবার বিনা সুদে। এখানেই প্রশ্ন দেখা দিয়েছে কি করে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

সামিয়িক রদ করা হয়েছে রাজ্যের ২০টি ঔষধের দোকানের লাইসেন্স

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৪ ডিসেম্বর।। ড্রাগস এণ্ড কসমেটিক রুল-১৯৪৫ ভঙ্গ করার দরুন রাজ্যের বিভিন্ন জেলার মোট ২০টি ঔষধের দোকানের লাইসেন্স সাময়িক রদ করা হয়েছে।

ডেপুটি ড্রাগস কন্ট্রোলার এর কার্যালয় থেকে এক বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয় যে, ঊনকোটি জেলার কাঞ্চনবাড়ি বাজারের নীলিমা মেডিকেল হল, বিশালগড় হাসপাতাল সংলগ সুপ্রভাত মেডিকেল হল, খোয়াই হাসপাতাল সংলগ সতী মেডিকেল হল, মেলারমাঠের সিন্ধ ড্রাগস এবং সার্জিক্যালস, উত্তর ত্রিপুরা জেলার কাঞ্চনপুরের উবাতী মেডিকেল হল ৫ ডিসেম্বর থেকে ৭ ডিসেম্বর পর্যন্ত বন্ধ থাকবে।

একই কারণে আগামী ১৬ ডিসেম্বর থেকে ১৮ ডিসেম্বর পর্যন্ত বন্ধ থাকবে বণিক্য চৌমুহনীর নিরাময় মেডিকেল হল, দক্ষিণ ত্রিপুরার বড় পাথরীর সত্যনারায়ণ মেডিকেল হল, নিহারনগরের দে মেডিকেল হল, চোত্তাখলার দাস মেডিকেল হল, পশ্চিম ত্রিপুরার মেলারমাঠের মা সার্জিক্যাল, হাঁপানিয়ার নিউ লোকনাথ মেডিকেল হল, দক্ষিণ ত্রিপুরার শান্তিরবাজারের সবিতা মেডিকেল হল, পশ্চিম ত্রিপুরার চম্পকনগরের রাম মেডিকেল হল এবং নতুননগরের সুমন মেডিকেল হল, দক্ষিণ ত্রিপুরার কলাছড়া বাজারের শ্যাম মেডিকেল হল, উত্তর ত্রিপুরার কদমতলার প্রবীর মেডিকেল হল এবং বনমালীপুরের জগন্নাথ মেডিকেল হল।

তাছাড়া দক্ষিণ ত্রিপুরার রাজনগরের সাহা মেডিকেল হল ও সাবমের চক্র মেডিকেল হল এবং ঊনকোটি জেলার ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

সুপ্রিম কোর্টে স্বস্তি পেলেন চিদম্বরম ইডি'র মামলাতেও জামিন মঞ্জুর

নয়াদিল্লি, ৪ ডিসেম্বর (হি.স.): সুপ্রিম কোর্টে স্বস্তি পেলেন প্রাক্তন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী তথা প্রবীণ কংগ্রেস নেতা পালানিয়াপ্পন চিদম্বরম। আইএনএক্স মিডিয়া অর্থ তছরুপের দায়ে এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি)-এর দায়ের করা মামলায় পি চিদম্বরমকে জামিন প্রদান করেছে সুপ্রিম কোর্ট। ফলে বুধবার জেল থেকে মুক্তি পেলেন পি চিদম্বরম। তবে, শর্তসাপেক্ষে পি চিদম্বরমকে জামিন প্রদান করেছে সর্বোচ্চ আদালত। শর্ত অনুযায়ী-শীর্ষ আদালতের কাছ থেকে অনুমতি না নিয়ে বিদেশে যেতে পারবেন না প্রবীণ এই

কংগ্রেস নেতা। এছাড়াও সাক্ষীদের প্রভাবিত করতে পারবেন না তিনি।

আইএনএক্স মিডিয়া অর্থ তছরুপ মামলায় (ইডি-র মামলা) পি চিদম্বরমের জামিনের আর্জি নিয়ে বুধবার রায় ঘোষণা করেছে সুপ্রিম কোর্ট। শীর্ষ আদালতের বিচারপতি আর ভানুমতী, এ এস বোপান্না ও হৃষিকেশ রায়ের বেঞ্চ ২ লক্ষ টাকার ব্যক্তিগত বন্ড এবং ওই একই মূল্যের দু'টি নিশ্চয়তায় পি চিদম্বরমকে শর্তসাপেক্ষে জামিন প্রদান করেছে। সর্বোচ্চ আদালত জানিয়ে দিয়েছে, শীর্ষ আদালতের কাছ থেকে অনুমতি না নিয়ে বিদেশে যেতে পারবেন না পি চিদম্বরম। এছাড়াও তথ্য-প্রমাণ ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

ফঁড়েদের দাপটেই বাজারে পেঁয়াজের অগ্নিমূল্য, খোলসা করলেন এসডিএম

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৪ ডিসেম্বর ।। পেঁয়াজের ঝাঁজে গৃহস্থের নাভিশ্বাস উঠলেও আদৌ দাম নাগালের মধ্যে আসবে কি না তা নিয়ে যথেষ্ট সন্দেহ দেখা দিয়েছে। আজ রাজ্যে বিভিন্ন বাজারে পেঁয়াজ সর্বোচ্চ ১২৫ টাকা দরে বিক্রি হয়েছে। তবে, ফঁড়েদের দাপটেই বাজারে পেঁয়াজের অগ্নিমূল্য, তার খোলাসা করলেন সদর মহকুমা শাসক অসিম সাহা। আজ তিনি বাজার পরিদর্শনে গিয়ে জানিয়েছেন, পাইকারী ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে পেঁয়াজ বিভিন্ন লোকের মারফত ক্রেতাদের কাছে পৌছাচ্ছে। তাতে, দামে ফারাক হচ্ছে। এই অব্যবস্থার বিরুদ্ধে কোনও দাওয়াই দিলেন না মহকুমা শাসক। ফলে, পেঁয়াজের দাম কবে নিয়ন্ত্রণে আসবে তা বলা মুশকিল। খাদ্য মন্ত্রী মনোজ কান্তি দেবও নায্য মূল্যের দোকানের মাধ্যমে পেঁয়াজ সরবরাহের পরিকল্পনা বাতিল করা হয়েছে বলে জানিয়েছেন। কারণ, পরিবহণ খরচ মিটিয়ে নায্য মূল্যের দোকানে পেঁয়াজ সরবরাহ করা লাভজনক হচ্ছে না।

মহারাজগঞ্জ বাজারে পাইকারি বিক্রেতাদের সাথে কথা বলেন সদরের মহকুমা শাসক অসিম সাহা।

আজ রাজ্যের বিভিন্ন বাজারে পেঁয়াজের অগ্নিমূল্য নিয়ে মানুষের মধ্যে চরম অসন্তোষ দেখা গেছে। মহকুমা প্রশাসন বাজার পরিদর্শন করেছে। এদিন সদর মহকুমা শাসক অসিম সাহা সদলবলে মহারাজগঞ্জ বাজারে পরিদর্শন করার পাশাপাশি পেঁয়াজ ব্যবসায়ীদের সাথে বৈঠক করেছেন। শুধু পেঁয়াজ নয়, আলু ব্যবসায়ীদের সাথেও তিনি কথা বলেছেন। এ বিষয়ে সদর মহকুমা শাসক জানান, পেঁয়াজের খুচরো ও পাইকারী দরে যথেষ্ট ফারাক দেখা যাচ্ছে। শুধু তাই নয়, একেক বাজারে পেঁয়াজের বিক্রয়মূল্য ভিন্ন রয়েছে। তিনি বলেন, পেঁয়াজের মূল্য আড়ৎগার মহারাজগঞ্জ বাজারে রয়েছে। পেঁয়াজ ব্যবসায়ীরা বহিঃরাজ্য থেকে কিনে আনছেন। তিনি জানান, আজ পাইকারী ব্যবসায়ীরা ৯২ থেকে ৯৫ কেজি দরে খুচরো ব্যবসায়ীদের কাছে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

পৃথক দুটি দূর্ঘটনায় নিহত তিন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৪ ডিসেম্বর।। ত্রিপুরা ও আসাম সীমান্তের লোয়াইরপোয়ায় দুটি পৃথক দূর্ঘটনায় তিন জন নিহত এবং আটজন গুরুতর আহত। আহতদের উদ্ধার করে হাসপাতালে ভর্ত্তি করা হয়েছে। বুধবার দিনটি অপয়া হয়ে থেকে গেল বৃহত্তর অসম ত্রিপুরা সীমান্তের লোয়াইরপোয়া বাসির কাছে। এদিন সকালে লোয়াইরপোয়া এলাকায় পৃথক পৃথক ভাবে দুটি মর্মান্তিক যান দুর্ঘটনায় চালক সহ চালক সহ তিন ব্যক্তি নিহত হয়েছেন। এতে আহত হয়ে অন্য সাতজন বর্তমানে বিভিন্ন হাসপাতালে মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা পড়ছে।

সমুহ ঘটনায় এলাকা জুড়ে শোকের ছায়া নেমে এসেছে। ঘটনার পর বাজারিছড়া পুলিশ তদন্তে নেমে আহতদের চিকিৎসার পাশাপাশি নিহতদের ময়না তদন্তের বস্যগ্যবস্থা সহ দুর্ঘটনাগ্রস্ত গাড়িগুলোকে নিজেদের জিম্মায় নিহতে সক্ষম হয়েছে। প্রথম ঘটনাটি সংঘটিত হয়েছে স্থানীয় সলগই বাজার লাগোয়া আট নং জাতীয় সড়কের এবিসিঅঅই ক্যাম্প সংলগ্ন এলাকায়। এতে লঙ্কা থেকে ত্রিপুরার কৈলাসহরের উদ্দেশ্যে পাড়ি দেওয়া টিআর ০৫ বি ১৯০৩ নম্বরের একটি সবজি বোজাই মিনি ট্রাক দুর্ঘটনার কবলে পড়লে একজনের মৃত্যু সহ আহত হন অন্য দুজন।

এ মর্মে প্রত্যক্ষদর্শী জনগণ জানান ঘটনাটি ঘটেছে বুধবার কাকভোর পছোঁটা নাগাদ। লরিটি সলগই বাজার এলাকায় প্রবেশের মুখে কুয়াশার জন্য মরিচিকায় আচ্ছন হয়ে সড়কের পাশে দাঁড়িয়ে থাকা অন্য এক লরিতে সজোরে ধাক্কা দিলে সবজি বোঝাই লরিটির সামনের অংশ দুমড়ে মুচড়ে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে সড়কের পাশের খাদে গড়িয়ে পড়ে। এতে ঘটনাস্থলেই মৃত্যু ঘটে লরির সহ-চালকের। তার নাম সমসু মিয়া (১৮)। পিতার পিতার নাম মহরম আলী। বাড়ি ত্রিপুরার কৈলাসহরে। এতে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

জাগরণ আগরতলা ◘ বর্ষ-৬৬ ◘ সংখ্যা ৫৮ ◘ ৫ ডিসেম্বর ২০১৯ ইং ◘ ১৯ অগ্রহায়ণ ◘বৃহস্পিবার ◘১৪২৬ বঙ্গাব্দ

কলংকের দীর্ঘ ছায়া পুলিশে

পুলিশ অফিসারের খুনীদের দশ দিন অতিক্রান্ত হইবার পরও গ্রেপ্তার করিতে না পারার ঘটনায় সাধারণ মানুষের তো আতংকিত হইবারই কথা। সাব ইনস্পেক্টর দুর্গা দেববর্মাকে পাচারকারীরা পরিকল্পিতভাবে গাড়ী চাপা দিয়া হত্যা করে। প্রকৃত খুনীদের যদি পুলিশ জালে তুলিতে না পারে তাহা হইলে তো সাধারণ মানুষও পুলিশ কর্মীদের নিরাপত্তা প্রশ্নের মুখে দাঁড়াইয়া যাইবে। সোনামুনার কলমচৌড়া থানা মূল অপরাধীদের পাকড়াও করিতে না পারার ব্যর্থতা কিন্তু পুলিশ প্রশাসনের উপর মানুষের আস্থাহীনতাই প্রকট হইবে। একথা ঠিক যে, পাচারকারীদের সঙ্গে একশ্রেণীর অসাধু পুলিশ অফিসার কর্মীদের যোগ সাজস থাকে। পাচারের ভাগ বাটোয়ারায় ওই পুলিশকর্মী অফিসারদের পকেট ভারী হয়। পুলিশ ভাল করিয়াই জানেন যে, রাজ্যে পাচারকারী কাহারা। বাম আমলে তো পুলিশ পাচারকারী ছিল হরিহর আত্মা। ফেন্সি পাচারকারীর বাড়ীতে আসা যাওয়া ছিল সিপিএম নেতাদেরও। বিজেপি জমানায় এই সব পাচারের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ায় কিছু পাচারকারী হাত গুটাইলেও বড় চাইরা এখনও পাচার সাম্রাজ্যেও দুর্দান্ত ভাবে আছেন। আর তাহার প্রমাণ হইল সাব ইনস্পেক্টর দুর্গা দেববর্মাকে নৃশংস ভাবে খুনের ঘটনা। এই খুনের বিরুদ্ধে পুলিশের তো কঠোর পদদক্ষেপ নেওয়াই স্বাভাবিক হইত। কিন্তু, পুলিশী ভূমিকা নিয়াও আজ প্রশ্ন উঠিয়াছে। এখনও খুনীদের সনাক্ত করিতে না পারার ঘটনায় তো পাচারকারীরা আস্কারাই পাইয়া গেল। পুলিশ নিজেরাই অরক্ষিত তাহারা সাধারণ মানুষের নিরাপত্তা দিবে কি করিয়া? এই প্রশ্ন আজ বড় হইয়া দেখা দিয়াছে।

পাচারের স্বর্গরাজ্য হিসাবে একসময় ত্রিপুরার খুব খ্যাতি ছিল। বিএসএফ কর্মীরাও এই পাচার বাণিজ্যের কল্যাণে ফুলিয়া ফাঁপিয়া উঠিতেন। এইসব জওয়ানরা ত্রিপুরা বাংলাদেশ সীমান্তে পোস্টিং নিতে উৎসাহী হইতেন। একসময় তাহাদের বর্ডার সিকিউরিটি ফোর্স না বলিয়া স্মাগলিং সিকিউরিটি ফোর্স বলিতেন অনেকেই। বিএসএফের একশ্রেণীর জওয়ানদের সেই সুবর্ণ যুগ হয়তো এখন নাই। কিন্তু, পাচার সগৌরবে চলিতেছে। আর এই পাচারের সঙ্গে বিএসএফ ও রাজ্য পুলিশের সংযোগের অভিযোগ উড়াইয়া দেওয়া যায় না। এসআই দুর্গা দেববর্মার খুনের ঘটনা চোখে আঙুল দিয়া দেখাইয়া দিল পুলিশ কত বেশী অকর্মণ্যও দায়িত্বহীন হইতে পারে। আধুনিক প্রযুক্তির সাহায্য নিয়া পুলিলশ অনেক জটিল ঘটনারও রহস্য উদঘাটন করিতে পারে। এ বিষয়ে প্রমাণের অভাব নাই। পুলিশ সাব ইনস্পেক্টরের খুনের ঘটনার পর বিভিন্ন মহল হইতে শোক প্রকাশ করা হইয়াছে। শহীদ এসআই'র প্রতি শেষ শ্রদ্ধা জানান শিক্ষামন্ত্রী রতন লাল নাথ। বিরোধী দলনেতা তথা প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মানিক সরকার নিহত এসআই দুর্গা দেববর্মার বাড়ীতে গিয়া গভীর শোক ও সমবেদনা জানাইয়াছেন। ত্রিপুরা পুলিশের মধ্যে আদর্শের দৈন্যতা আছে। রাজ্যের প্রতিটি থানাগুলির মদত পায় পাচারকারীরা। এই পাচারকারীরা যখন কর্তব্যরত পুলিশ কর্মীকে হত্যা করে তখনও পুলিশ হত্যাকারীদের জালে তুলিতে পারে না। এই লজ্জার হাত হইতে ত্রিপুরার পুলিশ মুক্ত হইতে পারিবে?

ছোট্ট পার্বতী রাজ্যে একসময় কঠিন পরিস্থিতিতে কাটাইতে হইয়াছে। সাধারণ আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতির চাইতে ভয়ংকর ছিল উগ্রপন্থীদের তান্ডব। সারা রাজ্যে রক্তের বিভিষিকা কায়েম হইয়াছিল। বহু মানুষকে অপহরণ করিয়া হত্যা করা হইয়াছে। হামলা, গৃহদাহ, অপহরণ ঘটনায় ত্রিপুরার অন্ধকার যুগ কায়েম হইয়াছিল। এখানে উপদ্রুত আইন জারী করিয়া উগ্রপন্থীদের মোকাবিলা করিয়াছে সেনা আধা সেনা বাহিনী। বাম আমলের সেই ভয়ংকর পরিস্থিতির সামনেও তো রাজ্যের মানুষকে লড়াই করিতে হইয়াছে। আজ সাধারণ আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি ভয়াবহ অবস্থায় নাই। অন্যদিকে পাহাড় তো শান্তই। উগ্রপন্থী সমস্যা নাই। যদিও বিএসএফ সূত্রে জানা গিয়াছে রাজ্যে এনএলএফটি জঙ্গী গোষ্ঠীর অস্তিত্ব এখনও আছে। এই উগ্রপন্থীদের হাতে বাম আমলে কত জওয়ানকে প্রাণ বলি দিতে হইয়াছে। সেই সব জওয়ানরা তাহার সমুচিত জবাব দিয়াছে। ভাঙ্গিয়া দিয়াছে উগ্রপন্থীদের বিষ দাঁত। আজ শান্তির ত্রিপুরাকে রক্ষা করার দায়িত্ব তো আরক্ষা প্রশাসনের। কিন্তু, পুলিশ অফিসারকে খুন করিবার পরও পাচারকারীরা বহাল তবিয়তে থাকিতে পারে? নেশার বিরুদ্ধে পাচারের বিরুদ্ধে অভিযানে পুলিশ সাব ইনস্পেক্টরের খুন হইবার ঘটনা এবং দোষীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে না পারার ব্যর্থতা পুলিশের কলংককেই আরও প্রকট করিয়া তুলিল।

দুর্বল অধীর একটি মাত্র পরিবারের হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছেন, কটাক্ষ পুনমেব

নয়াদিল্লি, ৪ ডিসেম্বর (হি.স.) : কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মালা সীতারমনের বিরুদ্ধে কুরুচিকর মন্তব্যের জের। কংগ্রেস সংসদ অধীর রঞ্জন চৌধুরীর নিন্দায় মুখর বিজেপি সাংসদ পুনম মহাজন। কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মালা সীতারমনকে কটাক্ষ করে সোমবার সংসদে দাঁড়িয়ে তাঁকে নির্বলা বলে অবিহিত করেছিলেন অধীর। অধীরের নিন্দায় সরব হয়ে পুনম পাল্টা কটাক্ষ করে বলেন যে, সেই ব্যক্তিই দুর্বল যিনি গোটা দেশের মহিলাদের জন্য না দাঁড়িয়ে কেবল মাত্র একটি পরিবারের মহিলার জন্য দাঁড়িয়ে রয়েছেন।

মঙ্গলবার পুনম দাবি করেন যে, যারা মহিলাদের যথাযথ সম্মান দেয় না, তাদের সংসদে দাঁড়িয়ে বক্তব্য রাখার কোনও অধিকার নেই। মহিলারা দুর্বল নয়, সবল। কংগ্রেস নেতার বিরুদ্ধে আক্রমণ জারি রেখে পুনম বলেন, অধীর তাঁর ধীরতা হারিয়ে ফেলেছেন। তাই দেশের প্রথম মহিলা অর্থমন্ত্রীর বিরুদ্ধে আপত্তিজনক মন্তব্য করে চলেছেন। বিজেপির স্বপক্ষে সওয়াল করে পুনম বলেন, একমাত্র ভারতীয় জনতা পার্টিই মহিলাদের গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রকের দায়িত্ব দিয়েছেন।

পুনমের দাবি করেন যে নির্মলা সীতারমণ কংগ্রেস নেতার বক্তব্যকে অত্যন্ত "নির্মল" ভাবে প্রতিক্রিয়া দিয়েছেন এবং দেশকে জানিয়েছেন যে সরকার কীভাবে দেশের জনগণের পক্ষে কাজ করছে। পুনমের দাবি কংগ্রেস নেতা অধীর রঞ্জন চৌধুরী চৌধুরী আসলে দুর্বল। কংগ্রেস দল কেবল মাত্র একটি পরিবারের পক্ষে কাজ করে চলেছে। পুনম মহাজন জানিয়েছেন যে, অধীর রঞ্জন চৌধুরী দেশের প্রধানমন্ত্রীকে অনুপ্রবেশকারী বলেছেন। আসলে অধীর দুর্বল। দেশকে অপমান করছেন এবং দেশপ্রেমিক প্রধানমন্ত্রীকে অনুপ্রবেশকারী হিসাবে অভিহিত করেছেন।

মিতালি রাজের ভূমিকায় এবার তাপসী পান্নু

কলকাতা,৪ ডিসেম্বর (হি.স.):ভারতীয় মহিলা ক্রিকেট দলের অধিনায়ক মিতালি রাজ নামটা অচেনা নয় কারুরু ঊ এবার সেই মিতালি রাজের বায়োপিক 'সাব্বাস মিতু'-ছবিতে মিতালি রাজের চরিত্রে দেখা যাবে অভিনেত্রী তাপসী পান্নুকে ঊ আজ মঙ্গলবার টুইটারে মিতালি রাজের সঙ্গে কেক কাটার ছবি পোস্ট করে অভিনেত্রী নিজেই জানান সে কথা।

ছবি পোস্ট করে অভিনেত্রী তাপসী লিখেছেন, 'ছবির চিত্রনাট্য এখনও আঁতুড় ঘরে। ছবির জন্য হোমওয়ার্ক শুরু হয়েছে ঊ"

বর্তমানে খেলোয়াড়দের নিয়ে ছবি মানেই একটা আলাদা উত্তেজনাঊ আর সেখানে মিতালি রাজের বায়োপিক ঊ তাই ছবির জন্য তাপসী ইতিমধ্যেই ক্রিকেট প্র্যাকটিস করতে শুরু করে দিয়েছেন ঊ কভার ড্রাইভও শিখছেন ঊ তবে ছবি মুক্তি বা ছবিতে আর করা আছেন ছবির পরিচালকের নাম কি তা নিয়ে অবশ্য এখনও ধোঁয়াশা কাটেনিঊ

অর্থনীতি ডুবছে, দেউলিয়া হয়ে যাবে দেশ

সঞ্জয় মুখোপাধ্যায়

লাগাতার জিডিপি পতনে দেশ উদ্বিগ্ন। তবু মনে হচ্ছে সরকার বেশ আশ্বস্তই আছে। অর্থনীতিবিদরা যখন উদ্বিগ্নতার সঙ্গে বিশ্লেষণ করছেন, সরকারের অর্থমন্ত্রী তখনও সংসদে দাঁড়িয়ে বলছেন, চিন্তার কোনও কারণ নেই। তাঁর পিছনে বসে তখন তিনজন মন্ত্রী ঘুমোচ্ছেন। কেনই বা ঘুমোবেন না। তাঁদেরই বা কী করার আছে? আর প্রধান অর্থনৈতিক উপদেষ্টা সুব্রহ্মমণিয়ম বলে চলেছেন, আর তিনটে ত্রৈমাসিক পরেই ঘুরে দাঁড়াবে অর্থনীতি। কিন্তু কীসের ভিত্তিতে? তার কোনও ব্যাখ্যা তিনি দিতে পারছেন না। এ প্রসঙ্গে আলোচনা শুরু করার আগে একটা অত্যন্ত জরুরি তথ্য জানিয়ে রাখি। রাশিবিজ্ঞান নিয়ে যাঁরা কাজ করেন তেমন কিছু দেশের প্রথম সারির কয়েকজন অধ্যাপক একসঙ্গে সকলে মিলে গত মাসে সরকারের কাছে আবেদন কারে জানিয়েছিলেন সরকারের তরফ থেকে যে সমস্ত অর্থনৈতিক তথ্য দেওয়া হচ্ছে সেগুলো ঠিকঠাক মিলছে না। আসলে তাঁরা দেখছেন যে সরকারের তথ্য আর বাস্তবের চিত্র ঠিকঠাক মেলানো যাচ্ছে না। কিছু তথ্য পাওয়া যাচ্ছে না। কিছু তথ্য মনে হচ্ছে মক বা বেশি। এ মতো পরিস্থিতিতে সরকার দয়া করে সঠিক তথ্য পরিবেশন করুক, যাতে করার কাজটি সঠিকভাবে করা সম্ভব হয়। সরকারের তরফ থেকে উত্তরে জানানো হয়েছে, তাদের পক্ষে সেটা জানানো সম্ভব নয়। কেন? এ কেমন অজগুবি ব্যাপার? ন্যাশনাল সার্ভে ছাড়াও সেন্ট্রাল স্ট্যাটিসটিক্যাল অর্গানাইজেশনের তথ্য বিশেষভাবে প্রয়োজন অর্থনৈতিক গতিপ্রকৃতিকে বুঝে নেওয়ার জন্য। সরকার কি তাহলে সেটা রাজনৈতিক কারণে বা কোনও বিশেষ প্রশাসনিক কারণে চেপে রেখেছে? প্রশ্ন উঠবেই। এবং এমন অভিযোগ নিয়ে ওই রাশিবিজ্ঞানী ও অর্থনীতিবিদরা মিডিয়ার কাছে উষ্মা প্রকাশের পরেও সরকার আশ্চর্যজনকভাবে নীরব।

জিডিপি এমন পতনের সঙ্গে এই সঠিক তথ্য না পাওয়ার ঘটনাটির অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি সম্পর্ক আছে। সেন্টার ফর মনিটরিং রিসার্চ অ্যান্ড পলিসির কাজ হল সরকারের সমস্ত গৃহীত নীতি এবং পদক্ষেপের বাস্তবিক সমীক্ষা করে তার যথার্থতা যাচাই করা। সরকার পরিচালনা করার জন্য অর্থনীতির সূত্র ধরে অর্থনীতির সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা আবশ্যিক কাজের মধ্যে পড়ে, এদেশে সেটা করার জন্য প্রচুর দক্ষ বিশ্বমানের অর্থনৈতিবিদ আছেন, কিন্তু তাঁদের পরামর্শ খুব কমই গ্রাহ্য হয়। এখানে দেশ চালান শাসক দলের রাজনীতিবিদরা যাঁরা অর্থনীতির বিশেয়ে সাধারণত বেশিরভাগই বিশেষভাবে অজ্ঞ। তাদের ইচ্ছেতে ভোটের অঙ্কে অর্থনীতি সাজানো হয় যার ফলে অর্থনীতি মুখ থুবড়ে পড়ে রাজনীতির সমীকরণ মেলাতে গিয়ে। নরেন্দ্র মোদির জমানায় লাগাতার অর্থনৈতিক বৃদ্ধির হার কর্মে যাওয়ার অন্যতম বড় কারণ এটাই। তাঁকে বারবার বারণ করেছিলেন রঘুরাম রাজন, উর্জিত প্যাটেল অমর্ত্য সেন। কিন্তু প্রত্যেককে তিনি ভেবেছিলেন এঁরা কংগ্রেসের ঘোষিত সংস্কার ও অর্থনৈতিক নীতির প্রচারক। এদেশের অর্থনীতিক শিকড়টা যে আজও কৃষি এবং অসংগঠিত ক্ষেত্রে আটকে সেখানে দেশের ৯০ শতাংশ মানুষের জীবিকা নির্বাহ হয়। কোথায় অর্থনীতির ভিত সেটা না চিনে আগা ধরে টান মারলে যা হয় মোদির সংস্কারে তাই হয়েছে। ৯০ শতাংশ মানুষের হাতে টাকার জোগান কমে গেছে। তাই পণ্য ও পরিষেবার জন্য চাহিদা কমে গেছে। ক্রেতা নেই বলে নতুন লগ্নির কমে গেছে। কর্মসংস্থান কমে গেছে। সব মিলিয়ে জিডিপি আগের জমানা থেকে প্রায় ৪০ শতাংশের বেশি কমে গেছে। সরকার ভাবছে, ব্যাঙ্ক থেকে ঋণ নেওয়ার সুদটা কমিয়ে দিলেই লোক ঋন নেবে আর শিল্পপতিরা দৌড়বে লগ্নি করার জন্য। কিন্তু ব্যাঙ্কের থেকে সেই ঋণ নেওয়ার কেউ নেই। কারণ, শোধ দেওয়ার ক্ষমতা কমে গেছে, কারণ আয় কমছে। এসব হিসেবনা কষে যারা ঋণ নিয়েছিল, তাদের অনেকেই দেউলিয়া, ইতিমধ্যে অনেকে আবার নিয়ে দেশ ছেড়ে পালিয়ে গেছে। এসবের চরম ক্ষতিকারক প্রভাব পড়ছে আর্থিক ক্ষেত্রে। এখম তাই ঘুরে দাঁড়ানোই দায়।

আসলে বর্তমান সরকার অর্থনীতির নীতিমালা বহির্ভূত একটি সরকার পরিচালনা করে। দেশের পাবলিক ফাইন্যান্স আর বিজনেস ইকনমিক্স এক নয়। বর্তমান সরকারের অর্থনীতি সংক্রান্ত সিদ্ধান্তে এই পার্থক্যের ছাপ নেই। বাজেট ঘাটতি নিয়ন্ত্রণের সঙ্গে সঙ্গে দেশের অর্থনৈতিক ভিত্তি শক্ত রাখতে গেলে প্রথম দরকার মানুষের হাতে অর্থের জোগান, অভ্যন্তরীণ বাজারে চাহিদা বৃদ্ধি ও সঞ্চয়কারী বদ্ধির মাধমে সর্বস্তরে লাগাতার পুঁজি গঠন। এই তিনটি ঠিক ঠিক না করে শুধু ব্যবসা করতে গেলে অর্থনীতির ভারসাম্য নষ্ট হবে। নরেন্দ্র মোদির প্রথমত নোটবন্দির কারণেষ দ্বিতীয়ত জিএসটি ভুলভাল প্রয়োগে এবং তৃতীয়ত আর্থিক ক্ষেত্রে ব্যাপক নয়ছয় জালিয়াতির কারণে। নোটবন্দির জন্য অর্থের জোগান কমে গেছে মানুষের হাতে। অসংগঠিত ক্ষেত্রে বহু মানুষের কাজ হারিয়েছে শুধুমাত্র অল্প পুঁজির বেসরকারি সংস্তাগুলিতে কাজের অর্ডার কমে গেছে বলে। এই সংকটে কর্মহীনতা বৃদ্ধি পেয়েছে বহু ছোট সংস্থা গুটিয়ে যাওয়ার ফলে। এর ফলে ৫০ লক্ষ মানু,রে রুটিরুজিতে টান পড়েছে। মানুষের হাতে টাকা না থাকলে যা হয়, তারা বাজারে এসে জিনিসপত্র কেনা কমিয়ে দিয়েছে। কনজিউমার, স্পেন্ডিং কমে গেছে অনেকখানি, যে বিষয়টি এই আর্থিক সংস্কারের প্রাণভোমরা সেই ভোগ্যপণ্য শিল্পে চাহিদা কমে গেল। মনমোহনের সাধের সংস্কারের গোড়ার শিকড়ে এভাবেই মোক্ষম আঘাত করলেন নরেন্দ্র মোদি, তাঁর অর্থনৈতিক উন্নয়নের বিকল্প রুট ছিল, মেক ইন ইন্ডিয়া এবং মুদ্রা ঋণের মাধ্যমে সংযুক্তি প্রকল্পে কর্মসংস্থান বৃদ্ধির ভাবনা, কৃষিক্ষেত্রে কৃষিপণ্যের বিপণনের উপর জোর দিয়ে দেশের কৃষিপণ্যের বাজারটি বিস্তৃত করা, যাতে ক্ষুদ্র কৃষক থেকে কৃষিপণ্যের ব্যবসায়ী লাভের পরিমাণ বাড়তে পারে। কৃষকের আয়ও দ্বিগুণ হবে।

কিন্তু মোদ এই তিনটি রুটে পুরোপুরি ব্যর্থ হলেন শুধুমাত্র অর্থনীতির সূত্র না মেনে প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে নিজের মতো অর্থনীতিকে সাজাতে গিয়ে। চাহিদা এবং জোগানের ভারসাম্য কমে গেলে উদ্বৃত্তের ঘাটতির যে জোয়ারভাঁটা চলেতা থেকে অর্থনীতির বৃদ্ধির হার ত্বরান্বিত করতে হলে সময় সময় পরিস্থিতি বুঝে অর্থনীতির নানা ক্ষেত্রে, বিশেষত আর্থিক ক্ষেত্রে সরকারি হস্তক্ষেপ, নিয়ন্ত্রণ এবং সরাসরি লগ্নি বৃদ্ধির কাজটি নিয়ম করে লাগাতার চালিয়ে যেতে হয়। মোদি মিনিমাম গভর্নেন্স নীতি নিয়ে সরকারকে পিছনের বেঞ্চিতে বসিয়ে রেখেছিলেন এগিয়ে দিয়েছিলেন দেশি বিদেশি শিল্পপতিদের ভেবেছিলেন তাদের লগ্নির ডানায় ভর করে দেশের উন্নয়নের পাখি আকাশে উড়বে। সেটা হল না, বরং উল্টোটা হয়েছে। একশ্রেণির পেটোয়া শিল্পপতি ব্যাঙ্কের টাকায় নিজেদের প্রজেক্ট ফাইন্যান্স করে পরে সুযোগ বুঝে দেউলিয়া ঘোষণা করে পাবলিক মানি পকেটে পুরেছে। দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের পরিবর্তে এক একজন শিল্পপিত একশো, দেড়শো, তিনশো শতাংশ পর্যন্ত বৃদ্ধিকে আত্মস্থ করেছে সরকারের টাকায়। মুকেশ আম্বানি, গৌতম আদনিদের মতো শিল্পপতি এণ প্রকৃষ্ট উদাহরণ। ফলে মোদির বিরুদ্ধে সঙ্গতভাবে অভিযোগ উঠেছে।

দেশের অর্থনীতির সবচাইতে বড় সমস্যা হল অর্থনৈতিক দফতরগুলি সহ অর্থমন্ত্রক এবং রিজার্ভ ব্যাঙ্কের কাজকর্মে লাগাতার রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ। সেটা এতটাই যে অর্থমন্ত্রী নিজেই সমস্ত সিদ্ধান্ত নিতে পারেন না। সেখানে চাপ থেকে আরএসএসর। চাপ থাকে প্রধানমন্ত্রীর। অর্থনীতিবিদের পরামর্শ নিয়ে প্রধানমন্ত্রী দেশের অর্থনৈতিক কাঠামো ও অর্থনীতির নিয়ম মেনে সিদ্ধান্ত নিয়ে চলেন না। নোটবন্দির পর তিনি প্রকাশ্যে বলতেও দ্বিধা করেননি যে এই সিদ্ধান্ত ছিল একমাত্র প্রধানমন্ত্রীর নিজেরই। জিএসটি রূপায়ণের সময়েও নরেন্দ্র মোদি একইভাবে জিএসটি কাউন্সিলের সুপারিশকে কার্যত অস্বীকার করে তড়িঘড়ি তা চালু করার নির্দেশ দেন, পলে পরবর্তীকালে দেখা যাচ্ছে ঠিকঠাক মাশুল ধার্য না হওয়ার ফলে অর্থনীতিতে বহু পণ্যের চাহিদা কমে গেছে। সবচাইতে বড় উদাহরণ গাড়ি শিল্পে ধস। গাড়ি শিল্পে ধস নামা মানেই হল সংশ্লিষ্ট নানা ক্ষেত্রে চাহিদা কমে যায়। এদিকে কৃষিক্ষেত্রে সরকারি বিনিয়োগ কমিয়ে দেওয়ার ফলে পরিকাঠামোগত শিল্পে মন্দা ও মানুষের হাতে টাকা কমে যাওয়ার ফলে বিভিন্ন ক্ষেত্রে বেসরকারি লগ্নি সফল হতে পারেনি। দেশ জুড়ে লাখ লাখ ফ্ল্যাট পড়ে আছে, খরিদ্দার নেই রিয়েল এস্টেটে। সুদ কমলেও ঋণ নেওয়ার লোক নেই। কারণে আসলে মানুষের ক্রমক্ষমতা নেই। সঞ্চয় কমে গেছে। এভাবে নানা ক্ষেত্রে চাহিদা কমে যাওয়ার ফলে কর্মসংস্থান তলানিতে এসে ঠেকেছে। এর পরিণামও আরও মারাত্মক। আরও চাহিদা কমে যাবে। আরও সরকারের ঘরে কম টাকা আসবে, কর আদায় কমবে আরও।

সব মিলিয়ে অর্থনীতিতে একটা জট পাকিয়ে গেছে। এই জট ছাড়াতে গেলে যেটা করা দরকার সেটা হল প্রথমেই অর্থনীতিতে আমজনতা স্বার্থে অভিমুখ ঘোরানো। সরকারি নেতৃত্বে ম্যাক্সিমাম গভর্নেন্স মিনিমাম প্রাইভেটাইজেশন। আবার এখানেও সরকার ভুল করছে। যে নবরত্ন সংস্থাগুলি সরকাকে লক্ষ লক্ষ কোটি টাকা এখনও লাভ দিয়ে যাচ্ছে, সেগুলি বিক্রি করে সেই টাকায় খরচের ঘাটতি মেটানোর চেষ্টা করছে। এভাবে কতদিন? এরপর? এভাবে নিজেই অর্থনীতিতে সরকার আনছে আঘাত। বিক্রি করে দিচ্ছে নিজের অমূল্য সম্পদ। মাত্র ৬৫ হাজার কোটি টাকার জন্য ভারত পেট্রোলিয়ামকে বিক্রি করে দিচ্ছে, যে দরুণ লাভজনক সংস্থাটি এক বছরেই ১৫ থেকে ২০ হাজার কোটি টাকার রাজস্ব দেয় সরকারকে। তার মানে জলের দরে তুলে দেওয়া হচ্ছে বেসরকারি মালিকের হাতে কেন? এই সব সংস্থা চালিয়ে তো সরকারের কোটি কোটি লাভ হয়, এমন কোনও অদক্ষতা নেই যে এটাকে রাখা মানে মনে হবে সরকারি অর্থের অপচয় করদাতার কাছে বোঝা। উল্টো ঠিক যেভাবে বিএসএনএলকে সরকার লগ্নি না করেরে ইচ্ছাকৃতভাবে রুগ্ণ করে দিয়েছে এবং পরে সেটাকেই সরকার 'দায়' বলে দেখানোর চেষ্টা করছে, এখন সেইভাবে, এরকম পরপর বেশ কয়েকটি অত্যন্ত লাভঝনক সংস্থা নিজে হাতে ধ্বংস করছে কেন্দ্র। কীসের জন্য? কার স্বার্থে? উত্তর সরকারকে দিতেই হবে। আজ নয় কাল।

বুঝতে হবে কেন? গত ৪৫ বছরের মধ্যে সবচাইতে বেশি বেকারত্ব এখন। গত ছয় বছরে প্রায় ৯০ লক্ষ মানুষ কর্মহীনতার শিকার জানাচ্ছে আজিম প্রেমজি ইউনিভার্সিটির নিরপেক্ষ সমীক্ষা রিপোর্ট। সে সমীক্ষা রিপোর্ট প্রস্তুত করেছেন ভারতের অন্যতম দুই সেরা অর্থনীতিবিদ।

গত ৪৫ বছরের মধ্যে সবচাইতে বেশি অপুষ্টি এখন। ইউনেস্কোর রিপোর্ট অনুযায়ী, শুধু ২০১৮ সালে এদেশে ৮ লক্ষ ৩৪ হাজার শিশুমারা যায় অপুষ্টিতে।

দেশের ব্যাঙ্কগুলোয় অনুদায়ী ঋণ ও ইচ্ছাকৃত ঋণখেলাপির পরিমাণ সব চাইতে বেশি। শুধু ২২০টি অ্যাকাউন্টে ৭৭ হাজার কোটি টাকা ঋণ মকুবে বাদা হল এসবিআই গত মাসে। এইসব অ্যাকাউন্ট কোন কোন শিল্পপতির তা নিয়ে কিন্তু তদন্ত হল না।

গত ৪৫ বছরের গ্যাস থেকে সবচেয়ে বেশ দাম পেট্রোল ও ডিজেলের। এরপরেও দেশের তৈলখনি বিদেশি সংস্থার হতে তুলে দেওয়ার জন্য সরকারি নীতি ঘোষণা করা হচ্ছে। তাতে দাম আরও বাড়বে।

রান্নার গ্যাস থেকে সব্জির বাজার এমনকী বিমান এত বেশি বেড়েছে যে মধ্যবিত্তের হাঁসফাঁস অবস্থা, গরিব মানুষের কাছে বিভীষিকাময় এই সময়।

এভাবে দেশের সাধারণ মানুষকে বিপন্ন রেখে কোনওদিন অর্থনীতিকে ঘুরে দাঁড় করানো যায়? এই মূল উত্তর না খুঁজে দেশের অর্থনীতির সংস্কার করতে গেলে আরও বিপদ। আরও দরজা খুলে দিলে আরও অসাম্য ও সংকট অনিবার্য। আটটি কোর সেক্টরে অর্থনৈতিক বৃদ্ধির হার যেখানে নেগেটিভ থেকে ৩ শতাংশ মাত্র এবং আর্তিক ক্ষেত্রে বৃদ্ধির হার যেখানে ক্রমশ কমছে, সাড়ে ৯ থেকে ৫.৮ শতাংশ এসে দাঁড়িয়েছে, ম্যানুফ্যাকচারিং গ্রোথ যেখানে ১ শতাংশ সেখানে না আছে কৃষ বা রফতানি বা অন্য কোনও ক্ষেত্রে বৃদ্ধি সেখানে এখনই প্রয়োজন মানুষের হাতে সঞ্চয় বাড়াতে সরকারি বিনিয়োগ বাড়ানো। দরকার কৃষির সংস্কার ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের বিকাশ। রফতানি বৃদ্ধি। আর্থিক ক্ষেত্রে নিয়ন্ত্রণ। সরকারের খরচ কমানো। কর সংগ্রহ বাড়ানো। সরকারের অবস্থা এমনই যে খরচ মেটাতে রিজার্ভ ব্যাঙ্কে জমানো ১ লক্ষ ৭৬ হাজার কোটি টাকা হাতে পেতে না পেতেই অদৃশ্য এলআইসিরি পুঁজি রাষ্ট্রায়ত্ত পেনশন ফান্ডের পুঁজি এখন সবই সরকারের টার্গেট। এভাবে চললে দেশটাই তো দেউলিয়া হয়ে যাবে বৃদ্ধির হার তো দূরঅস্ত।

(সৌজন্যে-দৈ :স্টেটসম্যান)

সুভাষচন্দ্রের ভাবনায় চিত্তরঞ্জন দাশ

ইছামুদ্দিন সরকার

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাসের সার্ধশতবর্ষ গত ৫ নভেম্বর, ২০১৯-এ শুরু হয়েছে। আমরা জানি, ১৮৭০ -এর ৫ নভেম্বর প্রখ্যাত অ্যাটর্নি ভুবনমোহন দাস ও নিস্তারিণী দেবীর পুত্র চিত্তরঞ্জন দাসের জন্ম হয়েছিল। রাজনৈতিক ভাবদার্শে চিত্তরঞ্জন দাস ছিলেন উদার জাতীয়তাবাদের প্রবক্ত। মাতৃভূমির জন্য তাঁর ত্যাগ স্বীকার, তথা হিন্দু মুসলমানের মধ্যে সুসম ক্ষমতা বন্টনের উদ্দেশ্যে তাঁর 'বেঙ্গল প্যাক্ট' (১৯২৩) আজও বিভিন্ন মহলে আলোচিত হয়। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের সাথে সুভাষচন্দ্র বসুর সম্পর্কের কথা আমরা বহুভাবে জেনেছি। দু'জনের রাজনৈতিক মতাদর্শ অভিন্ন ছিল সন্দেহ নেই, এবং বলতে গেলে সুভাষচন্দ্র বসু দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের কাছেই রাজনীতির দক্ষা গ্রহণ করেছিলেন, প্রসঙ্গত, নেতাজি সুভাষ বসুর জীবনে স্বামী বিবেকানন্দের প্রভাবও কম ছিল না। তবে তা সুভাষচন্দ্রে রাজনৈতিক জীবনে তেমন কোনও ছাপ ফেলেনি বলা যেতে পারে। যা হোক, আজকের আলোচনার বিষয়বস্তু হল, সুভাষচন্দ্রে চিন্তা ও চেতনায় দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের স্থান কেমন ছিল এরকম একটি প্রবন্ধের উপস্থাপনা। এ বিষয়ে খুব বেশি তথ্য আছে বলে জানা নেই। তবে ইতঃস্তত বিক্ষিপ্তি কিছু লেখা আমাদের সংগ্রাহে আছে যার আলোকে আমরা দেখব সুভাবচন্দ্র দেশবন্ধুকে কীভাবে চরিত্র চিত্রণ করেছেন।

এ প্রসঙ্গে প্রখমেই স্মরণে আছে চিত্তরঞ্জনের মৃত্যুর পর নেতাজি সুভাষ ৬.৭.২৫ তারিখে যে চিঠিটি বাসন্তী দেবীকে লিখেছিলেন তার কথা। চিঠিটির এক জায়াগায় নেতাজি লিখেছেন। ("Deshbandhu has departed, He has passed away at the height of blessed one of the Gods, he has left the great land of labours that was India for his heavenly home with the crown of victory on his head") পরেই দেশবন্ধুর স্ত্রীকে এরকম ভাষায় চিঠি লিখে অদ্যাবদি ক'জন কোন মহান মানুষকে সম্মান জানিয়েছেন, আমাদের জানা নেই। একদিকে দেশবন্ধুকে ('Blessed one of the Gods' 'Crown of victory') নিয়ে মৃত্যুবরণকে সুভাষবাবু বিষয়টিকে সাধারণভাবে দেখেননি। দেশবন্ধুর ব্যক্তিত্ব, কর্মসাধনা তাঁকে (সুভাষ বসুকে) এমনই শ্রদ্ধাবোধে অভিষিক্ত করেছিল যে, সুভাষ বসুর কাছে সেদিন এই সোনার বাংলা যেন এক মহা সম্মানে রূপান্তরিত হয়েছিল। সুভাষ বসু সেদিন দেশবন্ধুর অনুপস্থিতিতে বাসন্তী দেবীর কাছে অনুপ্রেরণা ও আশীর্বাদ কামনা করেছিলেন যাতে আগামী দিনগুলি যেন তাঁর পক্ষে দেশমাতার কাজে আত্মনিয়োগ সহজতর হতে পারে।

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাসের জীবনী বিষয়ক গ্রন্থাদি সম্বন্ধে সুভাষ বসু অবহিত ছিলেন। পৃথ্বীশ রারে লেখা (Life & Times of C.R. Das) হতে শুরু করে আরো বহু গ্রন্থাদি তিনি অধ্যয়ন করেছিলেন। তার এ সমস্ত গ্রন্থাদি ছাড়াও চত্তিরঞ্জনকে কীভাবে আরো ভালোভাবে লেখা যেতে পারে, সেকথা তিনি একটি লেখায় 'শর্ট নোটিস' শিরোনামে প্রকাশ করেছেন। বিভিন্ন ছত্রে যেভাবে লিখেছেন, তা নিঃসন্দেহ প্রমাণ করে যে একজন জীবনী লেখক হিসেবে অন্য কোনও লেখকের থেকে তিনি নগণ্য ছিলেন না। প্রথমেই দেখা যায় দেশবন্ধুকে তিনি ইতিহাসের অন্যতম নায়ক de Vale -র সাথে তুলনা করেছেন এবং একজন আদর্শবাদী রাজনীতিক তথা বাস্তবুদ্ধি সম্পন্ন রাজনীতিবিদ হিসেবে দেখিয়েছেন। ব্যক্তিত্ব আলোচনায় এবং রাজনৈতিক ভাবনায় তাকে তিনি 'স্বভাবসিদ্ধ বিদ্রোহী (Born Rebel) বলেও অখ্যায়িত করেছেন।

সুভাভচন্দ্রের আত্মজীবনীর প্রথম খণ্ডের দশম পরিচ্ছেদের তিনি তাঁর (দেশবন্ধুর) নিজস্ব ধর্ম সম্পর্কে অনেক কথাই লিখেছেন। (Absolute Truth, Doctrine of may) সম্বন্ধে বিশদ আলোচনা করেছেন এবং পরিশেষে তিনি (দেশবন্ধু) কীভাবে নিজেকে pragmatist বলে আখ্যায়িত করেছেন তার উল্লেখ করেছেন। এ প্রসঙ্গে, বলা হয়েছিল যে, দেশবন্ধুর বৈষ্ণব দর্শনের প্রতি অগাধ বিশ্বাস সুভাষকে বিমোহিত করেছিল এবং গান্ধিজীর চরিত্র বিচার, তিনি অর্থাৎ গান্ধিজি কেন ছিলেন এবং এই ভাবনা গান্ধিজি এবং দেশবন্ধুর অন্তঃস্থল থেকে উৎসারিত এমন ব্যাখ্যা সুভাষ বসু তাঁর লেখনিতে লিপিবদ্ধ করেছেন চিত্তরঞ্জানের বাকশক্তি এবং তাঁর বক্তৃতায় দেশের জনগণ কীভাবে অনুপ্রাণিত হত, এই গুণের কথা দেশবন্ধুর জীবনীগ্রন্থে উল্লেখ করা দরকার। একথা সুভাষচন্দ্রবসু বিশেষভাবে স্বীকার করেছেন, চিত্তরঞ্জনের সঙ্গে শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জির সম্বন্ধে তথা সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জি ও বিপিনচন্দ্র পালের আক্ষরিক অর্থে মতাদর্শগত মিল ও অমিলের কথা আলোচনায় রাখা প্রয়োজন বলে তিনি মনে করেছেন। চিত্তরঞ্জনের সাথে মুসলিম সমাজের সম্বন্ধ, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সঙ্গে বন্ধুত্ব ইত্যাদি দেশবন্ধুর ব্যক্তি চরিত্রকে বিভিন্নভাবে দিক নির্দেশ করতে পারে। এছাড়া স্বরাজ পার্টির বিশেষত্ব এবং এই রাজনৈতিক দলেরসাতে সাধারণ মানুষের সংযোগ ইত্যাদি বিষয়ে কীভাবে চিত্তরঞ্জনের ব্যক্তিত্বকে সঠিকভাবে তুলে ধরা যায়, এ বিষয়ের উপর সুভাষ গুরুত্ব দিয়েছেন। **চলবে**

(সৌজন্যে-দৈ :স্টেটসম্যান)

বুধবার ক্রিকেটার মিঠু দেববর্মাকে শেষ শ্রদ্ধা জানান ক্রীড়া মন্ত্রী মনোজ কান্তি দেব। ছবি- নিজস্ব।

তেলেঙ্গানা বেঙ্গলি ফিল্ম ফেস্টিভালে উদ্বোধনী ছবি অপর্ণার ঘরে বাইরে আজ

কলকাতা,৪ ডিসেম্বর (হি.স.) :সিনে প্রেমীদের জন্য সুখবর উ ৬ ডিসেম্বর থেকে শুরু হতে চলেছে চলেছে তেলেঙ্গানা বেঙ্গলি ফিল্ম ফেস্টিভাল উ এবার তেলেঙ্গানা বেঙ্গলি ফিল্ম ফেস্টিভালের উদ্বোধনী ছবি হিসাবে দেখানো হবে অপর্ণা সেনের "ঘরে বাইরে আজ"উ

রবি ঠাকুরের উপন্যাস 'ঘরে বাইরে'-কে আধুনিক সময়ের প্রেক্ষাপটে ফুটে উঠেছে অপর্ণা সেন পরিচালিত ছবির কাহিনি 'ঘরে বাইরে আজ' উ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের লেখা উপন্যাস 'ঘরে বাইরে' মূলত স্বদেশি আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে রচিতউ এই উপন্যাসে একদিকে যেমন রয়েছে জাতি প্রেম ও সংকীর্ণ স্বদেশিয়ানার সমালোচনা, তেমনই রয়েছে সমাজ ও প্রথা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত নারী,পুরুষের সম্পর্কউ উপন্যাসের নায়িকা বিমলা তাঁর স্বামী নিখিলেশের প্রতি অনুরাগ থাকা সত্ত্বেও তীব্রভাবে আকর্ষিত হয় বিপ্লবী সন্দীপের দ্বারা, তা তুলে ধরা হয়েছে উপন্যাসেউ তবে এই উপন্যাস অবলম্বনে সত্যজিৎ রায় যে ছবিটি বানিয়েছিলেন, এবারের ছবি তার রিমেক নয় উ বরং কাহিনিকে নিয়ে আধুনিক সময়ের প্রেক্ষাপটে 'ঘরে বাইরে আজ' ছবিটি তৈরি করেছেন অপর্ণা সেনউ আজকের সময়ে দাঁড়িয়ে নিখিলেশ-বিমলা ও সন্দীপের সম্পর্কের সমীকরণ, পরস্পরের প্রতি আকর্ষণ-বিকর্ষণের প্রতিবিম্ব উঠে আসবে এই ছবিতে উ তবে,ছবির কাহিনিতে আধুনিকতার ছোয়ার পাশাপাশি বদলেছে চরিত্রের নামও উ এখানে বিমলার নাম বৃন্দা উ নিখিলেশ হয়েছে অনিমেষ। সন্দীপের নাম অপরিবর্তিতই রয়েছে উ

ছবির গল্প অনুযায়ী,আধুনিক যুগের নিখিলেশ, বিমলা ও সন্দীপের সম্পর্কের সমীকরণ। তবে, ট্রেলার শুরু হয়েছে বৃন্দার গল্প দিয়ে উ বৃন্দা যখনকার গল্প বলছেন, তখন তিনি বিবাহিত। অনিমেষের স্ত্রী উ অনিমেষ তাকে বলে ছোটবেলার বন্ধু সন্দীপ আসছে। ২০ বছর পর তাদের দেখা হবে। সে এমনই একজন ছেলে যার প্রতি মেয়েরা সহজেই আকর্ষিত হয় উ অনিমেষের কথায় ঠোঁট ওলটায় বৃন্দা। যেন ভারী সহজ ব্যাপার। কিন্তু সন্দীপকে দেখে ভাল লাগেনি বৃন্দার উ কিন্তু ধীরে ধীরে বদলাতে থাকে ধারণা। বৃন্দার সন্দীপকে মনে শুরু করে। ভালবাসার বন্ধনে জড়িয়ে পড়ে তারা উ এদিকে আড়ালে থেকেও অনিমেষ বুঝতে পারে বৃন্দা আর সন্দীপের রসায়ণ। কিন্তু ততদিন হাত থেকে তির বেরিয়ে গিয়েছে উ এদিকে বন্ধুদের যখন আড্ডা বসে তখন সন্দীপ ও অনিমেষের মধ্যে ভালমন্দ আলোচনা হয় উ ওঠে বৃন্দার কথাও। এর মাঝেই আবার ঘটনাক্রমে গর্ভবতী হয়ে ওঠে বৃন্দা।এভাবেই এগোবে ছবির গল্পউনিখিলেশের চরিত্রে অভিনয় করছেন অনির্বাণ ভট্টাচার্য উ সন্দীপের ভূমিকায় দেখা যাবে যীশু সেনগুপ্তকে। বিমলার চরিত্রে রয়েছেন তুহিনা দাস উ

উলেখ্য,উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকবেন বনমন্ত্রী ব্রাত্য বসু ও উৎসবের ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসেডর অভিনেতা শাশ্বত চট্টোপাধ্যায় উ এছাড়াও থাকবেন রাখি গুলজার, অপর্ণা সেন, অরিন্দম ভট্টাচার্য, তুহিনা দাস, আবির চট্টোপাধ্যায় সহ আরও অনেকে উ "ঘরে বাইরে আজ" ছাড়াও তিনদিন ব্যাপী এই চলচ্চিত্র উৎসবে দেখানো হবে "নির্বান", "আমি জয় চ্যাটার্জি", "সামসারা", "বহমান", "পূর্ব পশ্চিম দক্ষিণ উত্তর আসবেই", " কলকাতায় কোহিনূর", "সহবাসে", "মিতিন মাসি", "রাজলক্ষ্মী ও শ্রীকান্ত" ও "হৃদমাঝারে"-র মতো ছবিগুলি

বড়দিনের ছুটিতে বিভিন্ন ট্রেনের কোচ বাড়াবে

কলকাতা, ৪ ডিসেম্বর (হি.স): আর কিছুদিন পর স্কুল কলেজেও পড়বে লম্বা ছুটি। ডিসেম্বরে পড়বে বড়দিন ও ইংরেজি নববর্ষের ছুটি। ইতিমধ্যেই রাজ্য জুড়ে হালকা শীতের আমেজ। পর্যটকদের কথা মাথায় রেখে পূর্ব রেল একগুচ্ছ কোচ বাড়ানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

বাড়তি কোচ যোগ করা হবে ১২৩১৯/১২৩২০ কলকাতা-আগ্রা ক্যান্টনমেন্ট উইকলি এক্সপ্রেসের সঙ্গে একটি এসি থ্রি-টায়ার কোচ যোগ করা হবে। কলকাতা থেকে ট্রেন যে ট্রেনগুলো ৪ ডিসেম্বর থেকে ২৫ ডিসেম্বরের মধ্যে ছাড়বে সেগুলিতে ও আগ্রা থেকে ৫ ডিসেম্বর থেকে ২৬ ডিসেম্বরের মধ্যে যে ট্রেনগুলো ছাড়বে তাতে এই কোচ যোগ করা হবে। ১২৩৫৭/১২৩৫৮ কলকাতা অমৃতসর বাই উইকলি এক্সপ্রেস ট্রেনটি সাথে একটি এসি থ্রি টায়ার কোচ লাগানো হবে। ৩ ডিসেম্বর থেকে ২৮ ডিসেম্বর পর্যন্ত অমৃতসরগামী ও ৫ ডিসেম্বর থেকে ৩০ ডিসেম্বর কলকাতা আসার ট্রেনগুলো সাথে এই কোচটি যুক্ত করা হবে। ১৩১৩৫/১৩১৩৬ কলকাতা জয়নগর উইকলি এক্সপ্রেস ট্রেনের সাথে একটিএসি থ্রি কোচ লাগানো হবে । ৭ ডিসেম্বর থেকে ২৮ ডিসেম্বর জয়নগর ট্রেন ও ৮ ডিসেম্বর থেকে ২৯ ডিসেম্বর জয়নগর থেকে কলকাতা আসার ট্রেন গুলির সাথে এই কোচটি লাগানো হবে।

১৩১৪৯/১৩১৫০ শিয়ালদা আলিপুরদুয়ার কাঞ্চনকন্যা এক্সপ্রেসের সাথে একটি এসি থ্রি টায়ার যোগ করা হবে। কোচ লাগানো হবে ১ ডিসেম্বর থেকে ৩১ জানুয়ারি ২০২০ আলিপুরদুয়ারগামী ট্রেনগুলোর সাথে ও ২ ডিসেম্বর থেকে ১ ফেব্রুয়ারি ২০২০ কলকাতায়ে আসার ট্রেনগুলোর সাথে এই কোচটি যুক্ত করা হবে। ১৩০২৩/১৩০২৪হাওড়া-গয়া এক্সপ্রেসের এর সাথে একটি এসি থ্রি টায়ার কোচ যুক্ত করা হবে। ১৬ ডিসেম্বর থেকে ৩১ জানুয়ারি ২০২০ গয়াগামী ট্রেন ও ১৭ ডিসেম্বর থেকে ১ ফেব্রুয়ারি ২০২০ পর্যন্ত কলকাতায় আসার ট্রেনগুলোর সাথে এই কোচটি যুক্ত করা হবে।

১৩০২৩/১৩০২৪ হাওড়া গয়া এক্সপ্রেস এক্সপ্রেসের সাথে একটি এসি প্রথম শ্রেণি। যুক্ত করা হবে আমি আগামী ১ জানুয়ারি থেকে ৩১ মার্চ ২০২০ পর্যন্ত গয়াগামী ট্রেন ও ২ জানুয়ারি থেকে ১ এপ্রিল ২০২০ পর্যন্ত হাওড়ায় আসার ট্রেনগুলির সঙ্গে এই কোচ যোগ করা হবে।

১৩১৬৭/ ১৩১৬৮ কলকাতা আগ্রা ক্যান্টনমেন্ট উইকলি এক্সপ্রেসের সাথে একটি স্লিপার ক্লাস ও একটি এসি থ্রি টায়ার কোচ যুক্ত করা হবে। পরিষেবাটি ৫ ডিসেম্বর ও ১ ফেব্রুয়ারি ২০২০ তে পাওয়া যাবে। ১৩১৮১/১৩১৩১২কলকাতা শিলঘাট টাউন উইকলি এক্সপ্রেসের সাথে একটি স্লিপার ক্লাস ও একটি এসি থ্রি টায়ার কোচ যোগ করা হবে। পরিষেবাটি ২ ডিসেম্বর ও ৪ ফেব্রুয়ারি ২০২০তে পাওয়া যাবে। ১৩০৪৩/১৩০৪৪হাওড়া রক্সৌল বাই উইকলি এক্সপ্রেসের সাথে একটি স্লিপার ক্লাস ও একটিএসি থ্রি টায়ার কোচ যুক্ত করা হবে । পরিষেবাটি ৪ ডিসেম্বর ও ২৮ ডিসেম্বর পাওয়া যাবে। ৩৪১৩/১৩৪১৪ মালদা টাউন দিল্লি ফারাক্কা এক্সপ্রেস এর সাথে একটি এসি থ্রি টায়ার কোচ যোগ করা হবে । পরিষেবাটি ২ ডিসেম্বর ও ৩০ ডিসেম্বর পাওয়া যাবে।

১৩০১৯/১৩০২০ হাওড়া কাঠগোদাম বাগ এক্সপ্রেসের এর সাথে একটিএসি থ্রি টায়ার কোচ যোগ করা হবে। পরিষেবাটি ১ ডিসেম্বর ও ২ ফেব্রুয়ারি ২০২০ তে দেওয়া হবে।

১৩৯২১/১৩০২২ হাওড়া রাসাউল মিথিলা এক্সপ্রেসের সাথে একটি এসি থ্রি টায়ার কোচ যোগ করা হবে পরিষেবাটি ১ ডিসেম্বর থেকে ১ ফেব্রুয়ারি ২০২০ পর্যন্ত দেওয়া হবে। ১২৩২৭/১২৩২৮ উপাসনা এক্সপ্রেসের সাথে একটি স্লিপার ক্লাস কোচ যুক্ত করা হবে। পরিষেবাটি ১৭ ডিসেম্বর থেকে ২৫ জানুয়ারি ২০২০ পর্যন্ত দেওয়া হবে। ১২৩৬৯/১১২৩৭০হাওড়া হরিদ্বার কুম্ভ এক্সপ্রেসের সাথে একটি স্লিপার ক্লাস কোচ যুক্ত করা হবে। পরিষেবাটি ১৮ডিসেম্বর থেকে ২৪ জানুয়ারি ২০২০ পর্যন্ত দেওয়া হবে। ১৩১৫১/১৩১৫২ কলকাতা জম্মু তাওয়াই এক্সপ্রেস এর সাথে একটি স্লিপার ক্লাস যোগ করা। ১৬ ডিসেম্বর থেকে ২৭ জানুয়ারি ২০২০ পর্যন্ত পরিষেবাটি দেওয়া হবে।

অপদস্থ করার চেষ্টা হলেও কর্তব্য পালনে অবিচল থাকব, হুঙ্কার রাজ্যপালের

কলকাতা, ৪ ডিসেম্বর (হি.স.): কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সেনেট বৈঠক স্থগিত হয়েছিল গতকালইউ তবু আজকের সেই বৈঠকে আচার্য্য হিসেবে পৌঁছে গিয়েছিলেন রাজ্যপাল জগদীপ ধনকরউ আর সেখানেই শুরু হল ফের রাজ্য-রাজ্যপালের সংঘাতউ ফের বিতর্কে জড়ালেন রাজ্যপাল জগদীপ ধনকর। প্রসঙ্গত বুধবার কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় সর্বোচ্চ নীতি নির্ধারক কমিটি বা সেনেটের বৈঠক হওয়ার কথা ছিল। তাতে আসার কথা ছিল রাজ্যপাল জগদীপ ধনকরের। মঙ্গলবার বিশ্ববিদ্যালয়ের তরফে জানিয়ে দেওয়া হয় অনিবার্য কারণবশত ওই বৈঠক স্থগিত করা হল।

তা সত্ত্বেও বুধবার কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাসে হাজির হন রাজ্যপাল। উপাচার্য, রেজিস্ট্রার সহ কর্তৃপক্ষের তরফে কেউ তাঁকে স্বাগত জানানোর জন্য উপস্থিত না থাকায় তীব্র উষ্মা প্রকাশ করেন রাজ্যপালউ এদিন সকালে বিশ্ববিদ্যালয়ে পৌঁছে তিনি দেখেন আধিকারিক শূন্য গোটা বিশ্ববিদ্যালয়। উপাচার্য, সহউপাচার্য, রেজিস্ট্রেশন কেউই উপস্থিত ছিলেন না এদিন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের মত এহেন মর্যাদাপূর্ণ বিশ্ববিদ্যালয়ে এই ঘটনা কার্যত নজিরবিহীনউ

সেখানে পৌঁছে এহেন অবস্থা দেখে ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন, "এমন ঘটনা দেশের আর কোথাও কখনও ঘটেনি। আচার্য হিসেবে উপাচার্যের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেবার অধিকার আছে আমার"। এমনকি বসার চেয়ার মেলেনি বলেও অভিযোগ করেন তিনিউ ফলে বাধ্য হয়েই নিরাপত্তারক্ষীর চেয়ারে বসেই চা খান তিনিউ ঘুরে দেখেন বিশ্ববিদ্যালয়ের লাইব্রেরিতে ঘুরে সেখানকার বইপত্রও নিয়েও নাড়াচাড়া করেন কিছুক্ষণ। তবে কেন লাইব্রেরিয়ান নেই সেই প্রশ্নও করেন তিনিউ রাজ্য সরকারের কোন মন্ত্রক থেকে উপাচার্যকে আজকের নির্ধারিত সেনেট বৈঠক বাতিল করার নির্দেশ দেওয়া হয় বলেও রাজ্যপাল জানতে চানউ তাঁকে অপদস্থ করার যত চেষ্টাই হোক, কর্তব্য পালনে তিনি অবিচল থাকবেন বলেই হুঁশিয়ারী দেন রাজ্যপাল।

অন্যদিকে, রাজ্যপালের অভিযোগ, তিনি আজ দুপুর দুটোয় কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে যাচ্ছেন বলে বার বার বার্তা পাঠানোর চেষ্টা করেছেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও কোন এক অজ্ঞাত কারণে সেখানকার মোবাইল, ল্যান্ড লাইন, ইমেল কিছুই কাজ করেনি।

ঝাড়গ্রামে শিশু কন্যাকে খুন করে আত্মঘাতী মা, চাঞ্চল্য এলাকায়

ঝাড়গ্রাম, ৪ ডিসেম্বর (হি. স.) : নিজের শিশু কন্যাকে খুন করে আত্মঘাতী হয়েছেন মা। এই ঘটনার পরেই গোটা ঝাড়গ্রামের রোহিনী এলাকায় নেমে এসেছে শোকের ছায়া। বুধবার মা ও মেয়ের ময়নাতদন্ত করা হয় ঝাড়গ্রাম জেলা সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে। এদিন ময়নাতদন্তের পর মৃতার ভাই ও তার আত্মীয় পরিজনদের হাতে মৃতদেহ তুলে দেন পুলিশ।

উল্লেখ্য মঙ্গলবার সন্ধ্যায় সাঁকরাইল ব্লকের রোহিণীতে নিজের চার বছরের শিশু কন্যাকে দেবলীনা মন্ডলকে শ্বাস রোধ করে খুন করার পর মা মিতা মন্ডল (৩২) গলায় ফাঁস লাগিয়ে আত্মঘাতী হয়।

পুলিশ ও স্থানীয় সুত্রে জানা গিয়েছে মৃতার স্বামী বুদ্ধদেব মন্ডল স্থানীয় লাউদহ স্কুলের শিক্ষক। বুদ্ধদেব মন্ডল এর বাড়ি বর্ধমানের মঙ্গলকোট গ্রামে। তিনি সাঁকরাইল ব্লকের লাউদহ হাই স্কুলের শিক্ষক। বুদ্ধদেব বাবু এবং তার স্ত্রী মিতা ও তাদের চার বছরের কন্যা সন্তানকে নিয়ে রোহিনীতে ভাড়া থাকতেন। একটি দোতালা বাড়িতে তারা বেশ কয়েক বছর ধরে ভাড়ায় থাকতেন। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে বুদ্ধদেব মন্ডলের বাড়ি পূর্ব বর্ধমানের মঙ্গলকোটে।মিতা দেবীর বাড়ি বীরভূমের মহম্মদবাজারে।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে মঙ্গলবার বুদ্ধদেব বাবু স্বপরিবারে কোথায় নিমন্ত্রনে গিয়ে বাড়ি ফিরেছিলেন। তিনি এদিন বিদ্যালয়েও গিয়েছিলেন।

পুলিশের একটি সূত্রে জানা গিয়েছে এদিন বিদ্যালয় থেকে বাড়ি আসার আগে তার স্ত্রী তাকে ফোন করেছিলনে।তিনি সন্ধ্যা বেলায় বাড়ি ফিরে দেখেন ঘরের দরজা বন্ধ।ডাকাডাকি করেও কোন আওয়াজ না পেয়ে প্রতিবেশীদের খবর দেন।প্রতিবেশীদের সাহায্যে দরজা ভেঙে ভিতরে গিয়ে দেখা যায় শিশু কন্যাটি নিথরভাবে বিছানায় পড়ে রয়েছে এবং তার মা সিলিং থেকে গলায় দড়ি নিয়ে ঝুলছে। এরপরেই পুলিশে খবর দেওয়া হলে পুলিশ এসে মৃতদেহ উদ্ধার করে নিয়ে যায়।স্থানীয় প্রতিবেশীরা জানান স্বামী এবং স্ত্রীর মাধ্যে প্রায়শই ঝামেলা গেলে থাকত। অন্যদিকে পুলিশ জানিয়েছে আত্মঘাতী ওই মহিলা মানসিকভাবে ভারসাম্যহীন ছিলেন। তবে পুলিশ পুরো ঘটনা জানার জন্য তদন্ত শুরু করেছে। পুলিশ জানিয়েছে এখনো পর্যন্ত থানায় কোনও লিখিত অভিযোগ দায়ের হয়নি।

আফগানিস্তানে ভয়াবহ সন্ত্রাসবাদী হামলা জাপানি এনজিও প্রধান-সহ মৃত ৭

কাবুল, ৪ ডিসেম্বর (হি.স.): ভয়াবহ সন্ত্রাসবাদী হামলায় ফের রক্তাক্ত হল আফগানিস্তানউ আফগানিস্তানের নানগারহার প্রদেশে বন্দুকবাজদের এলোপাথাড়ি গুলিতে প্রাণ হারিয়েছেন জাপানি স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন (এনজিও)-এর প্রধান-সহ ৭ জনউ মৃত ৭ জন হলেন-জাপানি এনজিও প্রধান ডা. টি নাকামুরা, পাঁচজন আফগান নিরাপত্তা রক্ষী এবং আফগান গাড়ির চালকউ বুধবার সকাল আটটা নাগাদ নানগারহার প্রদেশের জালালাবাদ শহরে জাপানি এনজিও (জাপান মেডিক্যাল সার্ভিসেস) প্রধান ডা. টি নাকামুরার গাড়ি লক্ষ্য করে এলোপাথাড়ি গুলি চালায় আততায়ীরাউ আচমকা হামলায় ঘটনাস্থলেই প্রাণ হারান পাঁচজন আফগান নিরাপত্তা রক্ষী এবং গাড়ির চালকউ হামলা চালানোর পরই আততায়ীরা পালিয়ে যায়উ রক্তাক্ত ও অত্যন্ত আশঙ্কাজনক অবস্থায় এনজিও প্রধানকে উদ্ধার করে জালালাবাদ বিমানবন্দরে নিয়ে যাওয়া হয়উ সেখান থেকে বাগরাম বায়ুসেনা ঘাঁটিতে নিয়ে যাওয়ার কথা ছিল নাকামুরাকে, কিন্তু জালালাবাদ বিমানবন্দরেই মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েন নাকামুরাউ প্রাদেশিক গভর্নরের মুখপাত্র আত্তাউল্লাহ খোগ্যানি জানিয়েছেন, আচমকা হামলা চালানোর পরই আততায়ীরা পালিয়ে যায়উ পুলিশ হামলার তদন্ত শুরু করেছে।

এদিনের হামলার নেপথ্যে তালিবানের কোনও হাত নেই, টুইট করে এমনই দাবি করেছে তালিবান মুখপাত্র জাবিউল্লাহ মুজাহিদউ যদিও, অন্য কোনও জঙ্গি সংগঠনও হামলার দায় স্বীকার করেনিউ পুলিশ মুখপাত্র সেদিক সিদিক্কি হামলার তীব্র নিন্দা করে ও নাকামুরাকে 'আফগানিস্তানের প্রিয় বন্ধু' আখ্যা দিয়ে জানিয়েছেন, আফগান নাগরিকদের জীবনে পরিবর্তন, জল ব্যবস্থাপনা, বাঁধ এবং কৃষির উন্নয়নের জন্য নিজের জীবন উতর্গ করেছেন ডা. নাকামুরাউ নানগারহার-এর গভর্নর শাহ মাহমুদ মেয়াখাইল জানিয়েছেন, নাকামুরার প্রয়াণে শোকস্তব্ধ নানগারহার প্রদেশের প্রতিটি মানুষউ আফগানিস্তানের নানগারহার প্রদেশে এক দশকেরও বেশি সময় ধরে কাজ করেছেন জাপানি এনজিও প্রধান ডা. নাকামুরাউ সম্প্রতি আফগান প্রেসিডেন্ট তাঁকে সম্মানিত করেছিল।

ভূপেন্দ্র সিং হুডাকে জিজ্ঞাসাবাদ ইডির

চণ্ডীগড়, ৪ ডিসেম্বর (হি.স.) : হরিয়ানার প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী ভূপেন্দ্র সিং হুডাকে জিজ্ঞাসাবাদ ইডির। মানেসরে জমি দুর্নীতি সংক্রান্ত বিষয়ে তাঁকে বুধবার ইডির আঞ্চলিক অফিসে ডেকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়।

ইডির তরফে জানানো হয়েছে যে ভূপেন্দ্র সিং হুডা মুখ্যমন্ত্রী থাকাকালীন ক্ষমতার অপব্যবহার করে মানেসরের জমি বাজার মূল্য থেকে কম দামের বিনিময় অ্যাসোসিয়েট জার্নালস লিমিটেডের কাছে বিক্রি করে দেয়। এই জমিটির বাজার দর যেখানে ছিল ৬৪.৯৩ কোটি টাকা। সেখানে তা মাত্র ৫৯ লক্ষ টাকায় ওই সংস্থাকে বিক্রি করে দেওয়া হয়। এই অ্যাসোসিয়েট জার্নালস লিমিটেডের অধীনেই রয়েছে ন্যাশনাল হেরল্ড সংবাদপত্র। ইডির পাশাপাশি সিবিআইও ভূপেন্দ্র সিং হুডার বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করেছে। চলতি বছরের মে মাসে আর্থিক জালিয়াতি দমন আইন প্রিভেনশন অফ মানি ল্যান্ডারিং ধারায় মামলা রজু করা হয়েছ। ২০১৮ সালের ডিসেম্বরে ভূপেন্দ্র সিং হুডা এবং মোতিলাল ভোঁরার ২০০৫ সালে পাঁচকুলায় জমি দুর্নীতি মামলায় চার্জশিট গঠন করা হয়।

একাধিক শ্রমিক ও গণ সংগঠনের শিল্প বাঁচাও আন্দোলনের শিল্পাঞ্চল থেকে কৃষি অঞ্চলের পথে লং মার্চ

দুর্গাপুর, ৪ ডিসেম্বর(হি.স.): শিল্পাঞ্চলের বন্ধ কারখানা ছুঁয়ে লং মার্চ ঢুকল কৃষি অঞ্চলে। বুধবার বুদবুদ থেকে লং মার্চ বর্ধমানের উদ্দেশ্য রওনা দেয়। এদিন নেতৃত্বে ছিলেন সিপিএমের কৃষক সভার রাজ্য সম্পাদক নেতা অমল হালদার, সিটুর রাজ্য সম্পাদক সুভাষ মুখোপাধ্যায়, অঞ্জু কর, আইএনটিইউসির স্বপন ভট্টাচার্য্য।

উল্লেখ্য, গত ৩০ নভেম্বর কেন্দ্রীয় একাধিক শ্রমিক সংগঠন ও গনসংগঠনের ডাকে চিত্তরঞ্জন থেকে লং মার্চ শুরু করে। সিটুর রাজ্য সম্পাদক সুভাষ মুখোপাধ্যায় জানান,' আগামী ১১ ডিসেম্বর কোলকাতা পৌঁছাবে লং মার্চ। মোট ২৮৩ কিলোমিটার পথ অতিক্রম করবে। ইতিমধ্যে ১৮০ কিলোমিটার পেরিয়ে এসেছে।' এদিন বুদবুদের সভা থেকে তিনি কেন্দ্র সরকারকে কড়া ভাষায় আক্রমন করে বলেন,' গোটা দেশে এনআরসির নামে ভয়ের আবহ তৈরী করেছে কেন্দ্র সরকার। দুর্গাপুরে একের পর এক রাষ্ট্রায়ত্ত কারখানা বন্ধ হয়েছে। বিলগ্নিকরনের পথে অ্যালয় ষ্টীল।' তিনি বলেন,' রাষ্টায়ত্ত পেট্রোলিয়াম লাভজনক সংস্থাগুলিকে বেসরকারীর হাতে তুলে দেওয়া হচ্ছে। বেসরকারী ওই সংস্থাগুলি মাছের তেলে মাছ ভাজবে। রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থা কিনবে, তাও আবার সরকারের কাছ থেকে ঋণ নিয়ে। তাই আমরা পথে হাঁটছি জীবিকার জন্য।' এদিন কৃষকসভার রাজ্য সম্পাদক অমল হালদার বলেন,' যেভাবে রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্প বিক্রি করছে তার প্রতিবাদেই লং মার্চ। আমরা ছেলেদের কাজ চাই, মানুষের মজুরী চাই, কৃষকের লাভজনক দর চাই। এছাড়াও এনআরসি বাতিল করতে হবে।

দুই হাজার টাকার সামগ্রী কিনলে এক কিলো পেঁয়াজ বিনামূল্যে দেবে করিমগঞ্জের 'সহচরী'

করিমগঞ্জ (অসম), ৪ ডিসেম্বর (হি.স.) : দুই হাজার টাকার সামগ্রী ক্রয় করলে এক কিলো পেঁয়াজ বিনামূল্যে দেওয়া হবে। পেঁয়াজের আকাশছোঁয়া মূল্যের পরিপ্রেক্ষিতে গ্রাহকদের রেহাই দিতে করিমগঞ্জ হোলসেল কো-অপারেটিভ এই অভিনব পন্থা অবলম্বন করেছে। আকাশছোঁয়া মূল্যবৃদ্ধি রোধে প্রায়সই অভিনব পন্থা অবলম্বন করে আসছে করিমগঞ্জ হোলসেল কো অপারেটিভ স্টোর্স এর সহচরী।

গত চার বছর আগে যখন পেঁয়াজের মূল্য ৮০ টাকা কিলোয় পৌঁছেছিল, সে সময় পেঁয়াজের কালোবাজারি নিয়ন্ত্রণে ৪০ টাকা কিলোয় বিক্রি করেছিল সহচরী। সাম্প্রতিককালে পেঁয়াজের মূল্য কিলোপ্রতি ১২০ টাকায় পৌঁছে গেছে। মানুষকে কাঁদাচ্ছে পেঁয়াজ। এমতাবস্থায় কালোবাজারিরাও সুযোগ বুঝে পুরনো মাল নতুন দামে বিক্রি শুরু করে দিয়েছে। তাই শর্তসাপেক্ষে বিনামূল্যে গ্রাহকদের পেঁয়াজ দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে সহচরী। এর প্রধান শর্ত হল, যাঁরা দু হাজার টাকার সামগ্রী ক্রয় করবেন, কেবল তাঁরাই বিনামূল্যে এক কিলো পেঁয়াজের সুবিধা পাবেন। শর্তগুলো কী কী তা অবশ্য পরিষ্কার করে জানাননি কর্তৃপক্ষ। তবে জানা গেছে, গ্রাহকদের স্বস্তি দিতেই তাঁরা এই সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। এক প্রেস বার্তায় এ খবর জানিয়েছেন করিমগঞ্জ হোলসেল কো-অপারেটিভ স্টোর্সের চেয়ারম্যান সুব্রত দেব।

মেটিয়াবুরুজের ঘটনায় ২৪ ঘণ্টার মধ্যে অভিযুক্ত গ্রেফতার না হলে পথে নামবে বিজেপি

কলকাতা, ৪ ডিসেম্বর (হি.স): মেটিয়াবুরুজে বিজেপি কর্মী বীর বাহাদুর সিংয়ের গুলিবিদ্ধ হওয়ার ঘটনায় ২৪ ঘণ্টার মধ্যে অভিযুক্ত গ্রেফতার না হলে পথে নামবে বিজেপি। বুধবার অপরাধীদের গ্রেফতারির জন্য মুখ্যমন্ত্রীকে ২৪ ঘণ্টার সময়সীমা বেঁধে দিলেন বিজেপি নেতা কৈলাশ বিজয়বর্গীয়। বুধবার মুখ্যমন্ত্রীকে হুঁশিয়ারি দিয়ে কৈলাশ বলেন, ২৪ ঘণ্টার মধ্যে অভিযুক্ত গ্রেফতার না হলে পথে নামবে বিজেপি।

এদিন গুলিবিদ্ধ বিজেপি কর্মী বীর বাহাদুর সিংয়ের বাড়ি যান কৈলাশ বিজয়বর্গীয়। এরপর তিনি বলেন, 'কলকাতার মেয়র ফিরহাদ হাকিম বলেছিলেন, তাঁর বিধানসভা কেন্দ্র মিনি পাকিস্তান। আর সেই মিনি পাকিস্তানে গুলিবিদ্ধ হয়েছেন বিজেপির কর্মী। মেটিয়াবুরুজে ওই বস্তিতে ৫০০টি হিন্দু পরিবার থাকে। তাদের চারদিক থেকে ঘিরে বাস করে মুসলিমরা। হিন্দুদের ঘরছাড়া করার জন্য যাবতীয় চেষ্টা চালানো হচ্ছে। বীর বাহাদুর সিং নামে আমাদের যে কর্মী গুলিবিদ্ধ হয়েছেন তিনি ওখানে একটি টোলে পড়ান। কেউ যদি মনে করে থাকেন বিজেপি কর্মীদের ধমকে, ভয় দেখিয়ে বাগে আনা যাবে, তাহলে ভুল করছেন।'

সোমবার সকাল সাড়ে ৯ টা নাগাদ মেটিয়াবুরুজ থানা থেকে ১০০ মিটার দূরে গুলিবিদ্ধ হন বিজেপি কর্মী বীর বাহাদুর সিং। দুষ্কৃতীদের ছোড়া গুলি তাঁর পিঠ ফুঁড়ে ঢুকে যায়। এসএসকেএম-এ চিকিৎসাধীন বীর বাহাদুর। ঘটনায় এখনো গ্রেফতার হয়নি কেউ। কৈলাশ বিজয়বর্গীয়র দাবি, স্থানীয় কাউন্সিলর রহমত আনসারির বিরুদ্ধে একাধিক খুনের অভিযোগ রয়েছে। কিন্তু অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ঘনিষ্ঠ হওয়ায় তাঁকে জামাই আদরে রেখেছে পুলিশ। গ্রেফতার করা হচ্ছে না গুলিচালনায় অভিযুক্তদের।

ভারত হিন্দুরাষ্ট্র, দাবি রবি কিষণের

নয়াদিল্লি, ৪ ডিসেম্বর (হি.স.) : দেশের হিন্দু জনসংখ্যা ১০০ কোটি। আর সেই কারণেই ভারত হিন্দুরাষ্ট্র। বিশ্বে মুসলমান ও খ্রিষ্টান রাষ্ট্র থাকলে হিন্দুরাষ্ট্র কেন নয় বলে প্রশ্ন তুলেছেন বিজেপি সাংসদ।

বুধবার সংসদ চত্বরে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে বিজেপি সাংসদ রবি কিষণ জানিয়েছেন, দেশের জনসংখ্যার ১০০ কোটি হিন্দু হওয়ার কারণে ভারত হিন্দুরাষ্ট্র। প্রাচীন সংস্কৃতিকে এখনও বাঁচিয়ে রেখেছে ভারত। অন্যদিকে নাগরিকত্ব সংশোধনী বিলের বিরোধিতা করার জন্য কংগ্রেস সহ অন্যান্য বিরোধীদের নেতাদের মানসিক ভারসাম্যহীন বলে আখ্যা দিয়েছেন তিনি। বিরোধী দলগুলিকে কটাক্ষ করে রবি কিষণ প্রশ্ন তোলেন যে গোটা বিশ্বে মুসলমান ও খ্রিষ্টান রাষ্ট্র থাকলে হিন্দুরাষ্ট্র নয় কেন?

উল্লেখ করা যেতে পারে এদিন কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার বৈঠকে ছাড়পত্র পেল নাগরিকত্ব সংশোধনী বিল। আগামী সপ্তাহে সংসদের চলতি শীতকালীন অধিবেশনে এই বিলটি পেশ করা হবে।

ধর্মের কারণে পাকিস্তান, বাংলাদেশ, আফগানিস্তানে নিপীড়িত হয়ে ভারতে আসা অমুসলমান উদ্বাস্তুদের নাগরিকত্ব দেওয়ার প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে এই বিলে।

ঝাড়খন্ড থেকে গায়েব কংগ্রেস, দাবি নীতিনের

রাঁচি, ৪ ডিসেম্বর (হি.স.) : ঝাড়খন্ড বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপির জয় নিশ্চিত বলে জানিয়েছেন কেন্দ্রীয় সড়ক ও পরিবহনমন্ত্রী নীতিন গড়করি। রাজ্যজুড়ে কোনও প্রকারের প্রতিষ্ঠান বিরোধী হাওয়া নেই বলে দাবি করেছেন বিজেপির এই বর্ষীয়ান নেতা।

বুধবার ঝাড়খন্ডের রাঁচিতে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে বিজেপির প্রাক্তন জাতীয় সভাপতি নীতিন গড়করি জানিয়েছেন, রাজ্য থেকে গায়েব হয়ে গিয়েছে কংগ্রেস। আগামীদিনে ঝাড়খন্ডের উন্নয়নের জন্য জনসাধারণ মুখ্যমন্ত্রী রঘুবর দাসের উপরেই আস্থাশীল থাকবে। প্রতিষ্ঠান বিরোধী কোনও হাওয়াই বইছে না রাজ্যে। বিজেপি শক্তিশালী বলেই কংগ্রেসের সঙ্গে জোট বেঁধেছে ঝাড়খন্ড মুক্তি মোর্চা।

উল্লেখ করা যেতে এর আগে নির্বাচনী প্রচারে এসে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এবং কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ দাবি করেছেন যে শুধুমাত্র ক্ষমতার লোভে এই জোট বেঁধেছে দুই দল। ৭ ডিসেম্বর দ্বিতীয় দফার ভোটে ২০ আসনে হবে ভোটগ্রহণ।

হিন্দু অধ্যুষিত বস্তি উচ্ছেদ রুখতে গিয়েই দুষ্কৃতিদের গুলি খেয়েছেন বীরবাহাদুর সিং, দাবি মুকুলের

কলকাতা, ৪ নভেম্বর (হি.স.) : গার্ডেনরিচে হিন্দু অধ্যুষিত বস্তি উচ্ছেদ রুখতে গিয়েই দুষ্কৃতিদের গুলি খেয়েছেন বীরবাহাদুর সিংউ বুধবার রাজ্য বিজেপি সদর দফতরে সাংবাদিক সম্মেলনে এই অভিযোগ করেন মুকুল রায়উ তিনি বলেন, এর প্রতিবাদে আগামীকাল গার্ডেনরিচে সমাবেশের ডাক দিয়েছে বিজেপিউ

মুকুলবাবু বলেন, "বীরবাহাদুর সিং এখন এসএসকেএম হাসপাতালে মৃত্যুর সঙ্গে লড়াই করছেউ

কৈলাস বিজয়বর্গীয়, দলের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক (সংগঠন) শিবপ্রকাশ সিং প্রমুখের সঙ্গে আমরা ঘটনাস্থলে গিয়েছিউ কলকাতা পুরসভার ১৩৭ নম্বর ওয়ার্ডের অধীন ওই জায়গায় হিন্দু অধ্যুষিত বস্তি উচ্ছেদ করতে কী ধরণের চক্রান্ত হচ্ছে, আপনারা একবার দেখে আসুনউ বেআইনি নির্মাণ চলছে ওই জায়গায়উ বস্তি অঞ্চলে বিগ্রহ ছুড়ে ফেলে মন্দির ভেঙ্গে

ছয়ের পাতায়

দক্ষিণ এশিয়ান গেমস: দিল্লি পুলিশের ডিসিপি পেলেন রৌপ্যপদক

নয়াদিল্লি, ৪ ডিসেম্বর (হি.স.) : বহু শ্যুটিং প্রতিযোগিতায় পদক জয় করা স্পেশাল সেলের ডিসিপি সঞ্জীব যাদব দক্ষিণ এশিয়ান গেমস ২০১৯ সালে আবারও রৌপ্য পদক জিতলেন। ২৫ মিটারের শুটিং প্রতিযোগিতায়

ছয়ের পাতায়

হরেকরকম হরেকরকম হরেকরকম

গর্ভাবস্থায় কী কী খাবার খেলে আপনি বুদ্ধিমান সন্তানের মা হবেন ?

বিনোদন ডেস্ক : সন্তান মেধাবী ও বুদ্ধিমান হোক সব মায়েরাই তা চান। আর এটা নির্ভর করে অনেকটা মায়ের সঠিক খাদ্যাভ্যাসের ওপর। যদি একজন মা পুষ্টিকর খাবার না খান তাহলে তার শরীরে যে ঘাটাতি তৈরি হয় সেটা সন্তানের ওপর গিয়ে পড়ে। যেমন ফলিক অ্যাসিড, ভিটামিন ডি, লোহা ইত্যাদির অভাব হলে শরীরে কিছুটা ঘাটতি থেকে যাবে। আর এর প্রভাব সন্তানের ওপর এসে পড়বে।মায়ের সঠিক খাবারের অভাবে শিশুর মানসিক বিকাশে সমস্যা দেখা দিতে পারে। গর্ভাবস্থায় মা কী খায় সেটা সন্তানের শারীরিক ও মানসিক গঠনে বড় ভূমিকা পালন করে। গর্ভাবস্থায় আপনি এমন কিছু খাবার খেতে পারেন যা আপনার বাচ্চার আইকিউ (ইন্টেলিজেন্স কোশেন্ট) বাড়াতে পারে। বিশেষজ্ঞদের মতে, আপনার সন্তান যখন জন্মগ্রহণ করে ওর মস্তিষ্কের মাপ যে কোনও পূর্ণ বয়স্ক মানুষের ২৫ হয়। ২ বছর বয়সে সেটা বেড়ে হয় ৭৫ যা স্বাভাবিক মস্তিষ্ক। প্রথম দুই বছর সন্তানের জন্য দরকার মস্তিষ্কের সঠিক বিকাশ।আসুন জেনে নিই গর্ভাবস্থায় কী কী খাবার খেলে আপনি বুদ্ধিমান সন্তানের জন্মদিতে পারবেন।মাছ: স্যালমন, টুনা, ম্যাকারেল ইত্যাদি ওমেগা-৩ ফ্যাটি এ্যাসিড সমৃদ্ধ। এগুলো বাচ্চার মস্তিষ্কের বিকাশেরজন্য খুবই জরুরি। একটা গবেষণায় দেখা গেছে, যেসব মায়েরা গর্ভাবস্থায় সপ্তাহে দুবারের বেশি মাছ খায় তাদের সন্তানের বুদ্ধি বা আইকিউ বেশি হয়।ডিম: ডিম এ্যামিনো এ্যসিড কোলিন সমৃদ্ধ, যাতে মস্তিষ্কের গঠন ভাল হয় ও স্মরণশক্তি উন্নতি হয়। গর্ভবতী নারীদের দিনে অন্তত দুটো করে ডিম খাওয়া উচিত যার থেকে কোলিনের প্রয়োজনের অর্ধেক পাওয়া যায়। ডিমে থাকা প্রোটিন ও লোহা জন্মের সময় ওজন বাড়িয়ে দেয়।দই: সন্তানের স্নায়ু কোষগুলো গঠনের জন্য আপনার শরীর প্রচুর পরিশ্রম করে। এ জন্য আপনার বাড়তি কিছু প্রোটিন লাগবে। আপনাকে প্রোটিনযুক্ত খাবার বেশি করে খেতে হবে যেমন : দই। দইয়ে ক্যালসিয়াম আছে যেটা গর্ভাবস্থায় লাগে।আয়রন: আয়রন খুবই দরকারি একটি উপাদান। যা সন্তানকে বুদ্ধিমান হতে সাহায্য। এই খাবারগুলো গর্ভাবস্থায় অবশ্যই খাওয়া উচিত। আয়রন আপনার গর্ভের সন্তানের কাছে অক্সিজেন পৌঁছে দেয়। এছাড়াও চিকিতসকের পরামর্শে আপনার আয়রনের সাপ্লিমেন্ট খাওয়া উচিত।ব্লুবেরি: ব্লুবেরির মত ফল, আর্টিচোক (ডাটা গাছ), টমেটো ও লাল বিন্সে এ্যান্টি ওক্সিডেন্ট থাকে। তাই গর্ভাবস্থায় এই ফলগুলো আপনার সন্তানের মস্তিষ্কের টিস্যুকে রক্ষা করে ও বিকাশে সাহায্য করে।ভিটামিন-ডি: এটা শিশুর মস্তিষ্কের বিকাশের জন্য খুব দরকার। গবেষণায় দেখা গেছে, যেসব মায়েদের ভিটামিনের মাত্রা প্রয়োজনের চেয়ে কম থাকে তাদের বাচ্চার মস্তিষ্ক দুর্বল হয়। ডিম, চিজ, লিভার ইত্যাদি খাবারে ভিটামিন ডি পাওয়া যায়। এছাড়া ভিটামিন-ডি এর ভাণ্ডার সূর্য্যের আলো তো আছেই।আয়োডিন: আয়োডিনের অভাব, বিশেষ করে গর্ভাবস্থার প্রথম ১২ সপ্তাহে সন্তানের আইকিউ কম করে দিতে পারে। গর্ভাবস্থায় আয়োডিনযুক্ত লবণ খান। এছাড়া সামুদ্রিক মাছ, শামুক, ডিম, দই ইত্যাদি খেতে পারেন।সবুজ শাক-সবজী: পালং শাক, ডাল ইত্যাদি ফলিক এ্যাসিড সরবরাহ করে। এছাড়াও ফলিক এ্যাসিড সাপ্লিমেন্ট ভিটামিন বি-১২- এর সঙ্গে খাওয়া উচিত।মস্তিষ্কের কোষ গঠনে ফলিক এ্যাসিড খুব প্রয়োজনীয়। একটা গবেষণায় দেখা গেছে, যেসব নারীরা গর্ভবস্থায় সন্তান প্রসবের চার সপ্তাহ আগে ও আট সপ্তাহ পর অবধি ফলিক এ্যাসিড নিয়ে থাকে তাদের ৪০ শতাংশ অটিস্টিক সন্তান জন্ম দেয়ার আশংকা কম থাকে। তাই ফলিক এ্যাসিড খুবই গুরুত্বপূর্ণ খাবার।

হায়দরাবাদ গণধর্ষণ নিয়ে ফুঁসে উঠলেন হেমা মালিনী

ধর্ষকদের জেলের ভিতর বন্ধ করে রাখা হোক। জেল থেকে তাদের বের করার কোনও প্রয়োজন নেই। সারা জীবন জেলের মধ্যেই ধর্ষকদের বন্ধ করে রাখা হোক। হায়দরাবাদে (ছাত্মত্রন্খত্নথত্ম স্তুত্রণ্ঠ ন্খদ্মত্র-দ্বন্ডস্খত্রন) তরুণী পশু চিকিতসকের গণধর্ষণ এবং খুনের ঘটনায় এবার এভাবেই ফুঁসে উঠলেন বিজেপি সাংসদ হেমা মালিনি।সম্প্রতি হায়দরাবাদ গণধর্ষণ কাণ্ড নিয়ে সংসদে মুখ খোলেন (জ্বখাখ ক্ষখত্বত্ত্বস্তুদ্র) জয়া বচ্চন। সমাজবাদী পার্টির এই সাংসদ বলেন, ''সময় এসেছে, এবার ধর্ষকদের রাস্তায় ফেলে পিটিয়ে মারা উচিত।''তিনি আরও বলেন, ''ধর্ষকদের প্রকাশ্যে ভর্তসনা করা উচিত। তাদের রাস্তায় ফেলে পিটিয়ে মারা উচিত।'' একই সঙ্গে সরকারের ভূমিকা নিয়েও প্রশ্ন তোলেন তিনি।সমাজবাদী পার্টির রাজ্যসভার এই সাংসদ বলেন, ''ধর্ষণের ঘটনায় বিচার দিতে সরকার কী করছে তা জানাতে হবে। হায়দরাবাদের যে ঘটনায় শোরগোল পড়েছে তার আগের দিনও একই ধরনের ঘটনা ঘটেছে।'' জয়া বচ্চনের পর এবার হায়দরাবাদ কাণ্ড নিয়ে মুখ খুললেন বিজেপির অভিনেতা সাংসদ।জয়া বচ্চন এবং হেমা মালিনির পাশাপাশি তরুণী পশু চিকিতসক খুনের ঘটনায় সরব হন ছ্খনদ্বখদ্র জ্জস্তুদ্র সলমন খান, অজয় দেবগণরাও। সলমন বলেন, ধর্ষকদের মতো রাক্ষসদের বিরুদ্ধে লড়াই করতে, সবাইকে রুখে দাঁড়াতে হবে একসঙ্গে।বলিউড ভাইজান আরও বলেন, মানুষের মুখোশের আড়ালে সমাজে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে এইসব শয়তানরা। নির্ভয়া কিংবা হায়দরাবাদের পশু চিকিতসক তিল তিল করে যে মৃত্যু যন্ত্রণা ভোগ করেছেন, এবার তার বিরুদ্ধে লড়তে হবে। সমাজে যাতে দ্বিতীয় নির্ভয়া কিংবা হায়দরাবাদের ওই তরুণীর মতো কারও হাল না হয়, তার জন্য প্রত্যেকটি মানুষকে একযোগে লড়াই করতে হবে। শুধু তাই নয়, মেয়ের মৃত্যুর পর ওই সব পরিবারের প্রত্যেক সদস্য যে যন্ত্রণা ভোগ করছেন, এবার তা শেষ হওয়া উচিত। বেটি বাঁচাও বেটি পড়াও অভিযানকে বাক্স বন্দি করে রাখলে আর চলবে না। সমাজের প্রত্যেকটি বেটির জীবন রক্ষা করতে, মানুষকে এগিয়ে আসতে হবে। তবেই নির্ভয়া কিংবা হায়দরাবাদের পশু চিকিতসকের আত্মা শান্তি পাবে বলেও মন্তব্য করেন সলমন খান।

বনির চোখে জল, জড়িয়ে ধরলেন দীপিকা

কেটে গিয়েছে দীর্ঘ কয়েক বছর। আর কয়েকমাস পরেই মৃত্যুর দুই বছর পূর্ণ হবে বলিউডের এভারগ্রীণ অভিনেত্রী শ্রীদেবী। আজও তাকে ভুলতে পারেননি দর্শককূল। পর্দায় তার ছবি দেখলে আজও চোখের কোণটা ভিজে যায় অনেকেরই। তার স্মৃতি আজও অমলিন হয়ে আছে বনির মনে। সম্প্রতি শ্রীদেবীর জীবনী নিয়ে বই প্রকাশের অনুষ্ঠানে হাজির হয়েছিলেন বনি কাপুর এবং দীপিকা পাড়ুকোন। বই প্রকাশ অনুষ্ঠানে এসে হঠাতই কেঁদে ফেলেন বনি কাপুর। স্ত্রীর প্রতি ভালবাসা এখন মুছে ফেলতে পারেননি তা কিন্তু বেশ পরিষ্কার।সম্প্রতি অনুষ্ঠানের একটি ভিডিও প্রকাশ্যে এসেছে। যেখানে দেখা যাচ্ছে, বনিকে এমন পরিস্থিতিতে দেখে জড়িয়ে ধরে তাকে সান্ত্বনা দিচ্ছেন দীপিকা। দীপিকা এও জানিয়েছেন, আজও শ্রীদেবীকে মনে পড়ে তার। এমনকী তার কাজের পিছনেও কাপুরদের অবদানও রয়েছে যথেষ্ঠ। এখনও পর্যন্ত তার কোনও ছবি মুক্তি পেলে কাপুর পরিবারের পক্ষ থেকে শুভেচ্ছাবার্তা আসে। আর দীপিকার এই কথা শুনেই আবেগে কেঁদে ফেলেন বনি কাপুর।শ্রীদেবীর জীবনী নিয়ে বইটি লিখেছেন সত্যার্থ নায়ক। এবং এর মুখবন্ধ লিখেছেন কাজল। শ্রীদেবীর সুপারস্টারডম দেখেই তিনি বড় হয়েছেন এবং শ্রীদেবী ম্যাজিকে আজও মোহিত তিনি। আজও আইকন হিসেবে শ্রীদেবীকে মনে রেখেছেন। দীর্ঘদিন ধরেই শ্রীদেবীর বায়োপিক নিয়ে গুঞ্জন শোনা যাচ্ছিল। এও শোনা গিয়েছিল ছবিতে শ্রীদেবীর ভূমিকায় দীপিকা পাড়ুকোনকে দেখা যাবে।

কয়েকটি সহজ ঘরোয়া উপায় তাড়ান ছারপোকা !

বিনোদন ডেস্ক : ছারপোকা খুবই যন্ত্রণাদায় একটি পোকা। এই পোকা একবার যার ঘরে ঢুকেছে তার ঘুম হারাম। রক্তচোষা এই পতঙ্গটি একবার ঘরে ঢুকলে অশান্তির শেষ থাকে না। কারণ ছারপোকা রক্ত খেয়ে আপনার রাতের ঘুমকে হারাম করে।ছারপোকা উষ্ণ রক্তবিশিষ্ট অন্যান্য পোষকের রক্ত খেয়ে বেঁচে থাকে। পোকাটি বিছানা, মশারি, বালিশের এক প্রান্তে বাসা বাঁধলেও ট্রেন কিংবা বাসের আসনেও এদের দেখা মেলে। বিছানার পোকা হলেও এর অন্যতম পছন্দের আবাসস্থল হচ্ছে - ম্যাট্রেস, সোফা এবং অন্যান্য আসবাবপত্র। পুরোপুরি নিশাচর না হলেও ছারপোকা সাধারণত রাতেই অধিক সক্রিয় থাকে এবং মানুষের অগোচরে রক্ত চুষে নেয়। মশার মতো ছোট্ট কামড় বসিয়ে এরা স্থান ত্যাগ করে। তাই বলে যে দিনের বেলায় কামড়াবে না এমন না।তবে চলুন জেনে নেওয়া যাক জ্বালাতনকারী-অস্বস্তিকর এই পোকাটিকে কীভাবে সহজেই ঘর থেকে তাড়ানো যায়।ন্যাপথলিনঘরের ছারপোকা তাড়াতে ন্যাপথলিন খুবই কার্যকারী। পোকাটি তাড়াতে অন্তত মাসে দু''বার ন্যাপথলিন গুঁড়ো করে বিছানাসহ উপদ্রবপ্রবণ স্থানে ছিটিয়ে দিয়ে রাখুন। দেখবেন ঘরে ছারপোকা হবে না।কেরোসিনের প্রলেপছারপোকা তাড়াতে মাঝে মাঝে আসবাবপত্রে কেরোসিনের প্রলেপ দিন। এতে ছারপোকা সহজেই পালাবে।ঘর পরিষ্কার করুনসপ্তাহে একবার হলেও সারা ঘর ভালো করে পরিষ্কার করুন। ছারপোকা মোটামুটি ১১৩ ডিগ্রি তাপমাত্রাতে মারা যায়। ঘরে ছারপোকার আধিক্য বেশি হলে বিছানার চাদর, বালিশের কভার, কাঁথা ও ঘরের ছারপোকা আক্রান্ত জায়গাগুলোর কাপড় বেশি তাপে সিদ্ধ করে ধুয়ে ফেলুন। ছারপোকা এতে মারা যাবে।স্প্রে করুনঘরের যে স্থানে ছারপোকার বাস সেখানে ল্যাভেন্ডার অয়েল স্প্রে করুন। দুই থেকে তিন দিন এভাবে স্প্রে করার ফলে ছারপোকা আপনার ঘর ছেড়ে পালাবে।আসবাবপত্র ও লেপ-তোশকআসবাবপত্র ও লেপ-তোশক পরিষ্কার রাখার সঙ্গে সঙ্গে নিয়মিত রোদে দিন। এতে করে ছারপোকার আক্রমণ কমে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই ছারপোকা থাকলে সেগুলো মারা যাবে।অ্যালকোহলআপনার ঘরের ছারপোকা তাড়াতে অ্যালকোহল ব্যবহার করতে পারেন। ছারপোকাপ্রবণ জায়গায় সামান্য অ্যালকোহল স্প্রে করে দিন দেখবেন ছারপোকা মরে যাবে।বিছানা দেয়াল থেকে দূরেছারপোকার হাত থেকে রেহাই পেতে আপনার বিছানা দেয়াল থেকে দূরে স্থাপন করুন। শোয়ার আগে ও পরে বিছানা ভালো করে ঝেড়ে ফেলুন সঙ্গে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকুন।

১০০ বছর টিকবে পারমাণবিক ব্যাটারি

১০০ বছর টিকে থাকবে এমন ব্যাটারি তৈরি করেছেন রাশিয়ার বিজ্ঞানীরা। অবিশ্বাস্য এ ব্যাটারি দিয়ে হৃদরোগের চিকিৎসায় ব্যবহৃত পেসমেকার থেকে শুরু করে মঙ্গলগ্রহের মিশনে মহাকাশযান পর্যন্ত সবকিছুতে ব্যবহার করা যাবে। ব্যাটারিটি পারমাণবিক শক্তি দ্বারা নির্মিত এবং প্রচলিত ব্যাটারিগুলোর চেয়ে ১০ গুণ শক্তিশালী।

শটকি ডায়োড হিসেবে পরিচিত হীরের তৈরি সেমিকন্ডাক্টর দিয়ে ব্যাটারিটি তৈরি করা হয়েছে। শটকি ডায়োড একটি রেডিওঅ্যাকটিভ রাসায়নিক যা ব্যাটারির প্রধান জ্বালানি।

বিজ্ঞানীরা দাবি করছেন, স্থায়ী পেসমেকার থেকে শুরু করে মহাকাশ অভিযানেও এটা ব্যবহার করা যাবে। দৈনন্দিন কাজেও ব্যবহার করা যাবে। দৈনন্দিন কাজেও ব্যবহার করা যাবে বলে জানিয়েছেন তারা। ব্যাটারিটিতে ইলেক্টন ও পজিট্রন এই দুই ধরনের রেডিয়েশন ব্যবহার করা হয়েছে। তাই কোনো ক্ষতি ছাড়াই মানব শরীরের ভেতরেও এটি রাখা যাবে। ব্যাটারি গবেষণা প্রকল্পের পরিচালক মস্কোর টেকনোলজিক্যাল ইন্সটিটিউট ফর সুপারহার্ড অ্যান্ড কার্বন ম্যাটেরিয়ালসের অধ্যাপক ভ্লাদিমির ব্ল্যাঙ্ক বলেন, ব্যাটারি ব্যবহারে এরই মধ্যে উল্লেখযোগ্য ফলাফল পাওয়া গেছে এবং এটা এখন চিকিৎসা ও মহাকাশে প্রযুক্তিতে ব্যবহার করা যাবে।

বোতাম টিপলেই নেমে আসছে শয়তান

খ্রিস্টান ধর্মের সর্বোচ্চ গুরু পোপ ফ্রান্সিস বলেছেন, অস্বীকার করার কোনো সুযোগ নেই ইন্টারনেট হচ্ছে এই মুহূর্তে শয়তানবাদীদের অবাধ বিচারণক্ষেত্র। যেখানে সেখানে শয়তান উপাসনা, ডাকিনীবিদ্যা চর্চা ওকালো জাদু বিদ্যাচর্চার ওয়েবসাইট। আন্তর্জাতিক সংবাদমাধ্যমের খবর অনুযায়ী , পোপ ফ্রান্সিস সম্প্রতি এক বিবৃতিতে জানিয়েছেন, বিশ্বে শয়তান উপাসনা ও কালো জাদুর চর্চা সাংঘাতিক রকমে বেড়ে চলেছে। এর জন্য দায়ী ইন্টারনেট ।এই বিপদকে সামলানোর জন্য প্রয়োজন অনেক বেশি সংখ্যায় এগজরসিস্ট। পোপের এই বক্তব্য সমর্থন করেছেন খ্যাতনামা মার্কিন মনোবিদ রিচার্ড গ্যালাঘার।

তবে বিশ্বব্যাপী বিজ্ঞানবাদীরা এনিয়ে ঠাট্টা মশকরা করছেন। তাদের ভাষ্য,একবিংশ শতকে এমন আজগুবি কথা কী করে মেনে নেয়া যায়, তা তারা ভেবে পাচ্ছেন না।

কিন্তু বিজ্ঞানীরা একথা কিছুতেই বুঝতে চাইছেন না যে, রোমান ক্যাথলিক খ্রিস্টধর্মের গোড়াতেই রয়েছে শয়তান' এর উপস্থিতি। ঈশ্বর থাকলে শয়তানও থাকেন। না হলে লীলা পোস্টাই হয় না। একথা শত শতিনেক বছর ধরে বোঝাতে চাইলেও বিজ্ঞানবাদীরা বোঝেন না। তবে যে যাই বলুক, ইন্টারনেট যে শতয়ানের স্বর্গরাজ্য, তা আসলেই সত্যি। অন্তর্জালের আনাচকানাচ খাপ পেতে বসে রয়েছে শয়তান স্বয়ং। না, এর জন্য ডার্ক বা ডিপ ওয়েব পর্যন্ত যেতে হবে না। সারফেস ওয়েবেই শয়তানি জমজমাট।

পশ্চিমের বিখ্যাত 'চার্চ অফ স্যাটান' থেকে শুরু করে সে দেশের উইচক্র্যাফট শিক্ষা সব কিছুরই ওয়েবসাইট রয়েছে। যার যেখানে ইচ্ছে, সেখানেই ঝাঁপিয়ে পড়ছে। কোনো মানা নেই। আসলে নোট বিশ্বে কে কার গার্ডিয়ান?

চার্চ অব স্যাটান' জানায়, শয়তান আমাদের জাগতিক চাহিদাগুলো দ্রুত পূরণের আশ্বাস দেয়। ফলে দূরবর্তী, ধোঁয়াটে ঈশ্বরের চাইতে তিনি ঢের বেশি কাছের। ফলে শয়তানের উপাসনা ঈশ্বরের চাইতে অনেক বেশি জরুরি।

চার্চ অফ স্যাটান এর মেম্বারশিপ পেতে হলে অনেক টাকা গুণতে হবে। সে টাকা কোথায় যাবে, কী হবে তাদিয়ে, তা নিয়ে কোনো স্পষ্ট ইঙ্গিত নেই। টাকা যেখানেই যাক, চার্চ যে মেনস্ট্রিম খ্রিস্টধর্মকে ওপেন চ্যালেঞ্জ ছোড়ে, সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। ঈশ্বরের চাইতে অনেক বেশি জরুরি।

চার্চ অফ স্যাটান এর মেম্বারশিপ পেতে হলে অনেক টাকা গুণতে হবে। সে টাকা কোথায় যাবে, কী হবে তাদিয়ে, তা নিয়ে কোনো স্পষ্ট ইঙ্গিত নেই। টাকা যেখানেই যাক, চার্চ যে মেনস্ট্রিম খ্রিস্টধর্মকে ওপেন চ্যালেঞ্জ ছোড়ে, সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। ওয়ার্ল্ড অফ উইক্কা' আ্যারেকটি ওয়েবসাইট। যেখানে প্রাচীন উইক্কা দর্শনের চর্চা চলে নিরন্তর। 'উইক্কা' শব্দটি এসেছে 'উইচ' শব্দ থেকে। প্রাক খ্রিস্টান এই চর্চার অনেক কিছুকেই 'কালো জাদু' হিসেবে চিহ্নিত করেছিল রোমান চার্চ। প্রাচীণ যুগের শেষ থেকে মধ্যযুগজুড়ে চলে ইনকুইজিশন ও উইচ নিধরনের দাপট। রীতিমতো মন্ত্র তন্ত্র আউড়ে বশীকরণ, মারণ উচাটনের রমরমা। এসব সাইট।

শয়তান থেকে জিন, জিন থেকে প্রেতাত্মা সবাইকেই আনা সম্ভব, এ কথা জানাতে ঝাঁকে ঝাঁকে ওয়েবসাইট। তার ওপরে রয়েছে এই সব কালো জাদু সম্পাদনের জন্য প্রয়োজনীয় সামগ্রীর বাণিজ্য। খেলা যে দারুণ জমজমাট, এতে কোনো সন্দেহ নেই।

বাংলার জামাই অজয় কেন কলকাতার মিষ্টিকে ''দোষী'' ঠাওরালেন ! কী ঘটেছে তাঁর শ্যুটিং চলাকালীন

গত কয়েকদিন ধরে ''ময়দান'' ছবির শ্যুটিং নিয়ে ব্যস্ত ছিলেন অজয় দেবগন। ছবির শ্যুটিং এর বেশিরভাগটাই চলে চন্দননগরে। আর সেই ১৩ দিনের শ্যুটিং-এ বাংলার জামাই তথা কাজলের স্বামী অজয় প্রচুর মিষ্টি খেয়েছিলেন বলে খোদ জানান বলিউডের ''অ্যাংরি ইয়াংম্যান'' ।অজয় দেবগন কলকাতায় তাঁর আসন্ন ছবি ''তানহাজি''র প্রচারে আসেন। এই ছবি বলিউডের কেরিয়ারে অজয়ের ১০০ তম ফিল্ম। আর সেই ছবিতে অজয়ের সঙ্গে থাকছেন স্ত্রী কাজলও। তবে সেই প্রসঙ্গ থেকে সরে গিয়ে , কলকাতায় পৌঁছে অজয় জানান, গত কয়েকদিনে অজয় কলকাতায় শ্যুটিং করতে গিয়ে বেশ কয়েকবার মিষ্টি খেয়ে ফেলেছেন বাংলার! সেই প্রসঙ্গ তুলে অজয় জানান, তাঁর ওজন গত কয়েকদিনে ৪ কিলো বেড়েছে আর তার জন্য '' দোষী'' বাংলার মিষ্টি।কলকাতায় পা রেখেই অজয় ছবির প্রচার অনুষ্ঠানে খানিকটা নস্টালজিক হয়ে পড়েন। তিনি বলেন, এই শহরেই তিনি মনিরত্নমের ছবি ''যুবা'' ছবির শ্যুটিং করেন। আর তার আগে , ঋতুপর্ণ ঘোষের ''রেনকোট'' ছবিরও শ্যুটিং করেছেন। প্রসঙ্গত, কলকাতায় এসে অজয় কথা দেখা করেন প্রসেনজিত চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে।একাধিক সিনেমার কাজ নিয়ে ব্যস্ত অজয় দেবগণ। তাঁর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল ''ময়দান'' সিনেমাটি। ফুটবলের উপর এই প্রথম অজয় সিনেমা বানাতে চলেছেন। যেটি পরিচালনা করছেন জাতীয় পুরস্কার জয়ী পরিচালক কের্থি সুরেশ। কিন্তু অজয় এই সিনেমার মুক্তির তারিখ কিংবা বড়পর্দায় আসার দিনক্ষণ কিছুই জানাননি। গতকাল বলিউডের ট্রেড অ্যানালিসিস্ট তরণ আদর্শ জানান, আগামী ২০২০ সালের ২৭ নভেম্বর মুক্তি পাবে ''ময়দান'' ।অজয় ইতিমধ্যেই এই সিনেমার মুম্বইয়ের অংশের শ্যুটিং শেষ করে ফেলেছেন এবার কলকাতায় এসে সেই সিনেমার দ্বিতীয় পর্বের শ্যুটিং করবেন বলে ঠিক করছেন। মূলত ১৯৫২-১৯৬২-তে ভারতীয় ফুটবলের স্বর্ণযুগকেই তুলে ধরা হবে ''ময়দান'' সিনেমাতে। মুখ্য চরিত্রে অজয় অভিনয় করলেও এই সিনেমাতে অভিনয় করতে দেখা যাবে টলিপাড়ার অভিনেতা রুদ্রনীল ঘোষকে। ইতিমধ্যেই এই সিনেমার পোস্টারও বেড়িয়ে গিয়েছে সোশ্যাল মিডিয়াতে ।অজয় আপাতত ব্যস্ত তাঁর ১০০ তম সিনেমা ''তানহাজি'' নিয়ে যেখানে তাঁর বিপরীতে অভিনয় করতে দেখা যাবে সইফ আলি খানকে, অপরদিকে ''ভুজ: দ্য প্রাইড অফ ইন্ডিয়া''

স্টাইলিশ-অ্যাকশন ছবিতে সই করলেন শাহরুখ, অভিনেতাকে খোঁচা নেটিজেনের

বড়পর্দায় কার্যত কামব্যাক হতে চলেছে শাহরুখ খানের। সেই গত বছর ''জিরো'' ছবিতে দেখা গিয়েছিল তাঁকে। তারপর থেকে কোনও ছবি নেই তাঁর হাতে। কিছুদিন আগে শোনা গিয়েছিল অনুরাগ কাশ্যপ ও আনন্দ রাইয়ের ছবিতে নাকি তাঁকে দেখা যাবে। কিন্তু তা নিয়ে অভিনেতা বা নির্মাতা, কারওর তরফ থেকেই কোনও খবর প্রকাশ্যে আসেনি। আবারও সেই কথাই ছড়াচ্ছে বলিউডে। এবার শোনা যাচ্ছে, শাহরুখ একটি স্টাইলিশ অ্যাকশন ছবিতে সই করেছেন। এমন সুখবরের পর অনুরাগীমহলে খুশির হাওয়া। কিন্তু নিন্দুকরা খোঁচা দিতে ছাড়েননি। একজন তো বলেছেন, ''যাক! এতদিনে শান্তিতে ঘুমনো যাবে।''ছবিটি পরিচালনা করবেন রাজ নিদিমোরু ও কৃষ্ণ ডিকে। দেশ ও দেশের বাইরে ছবির শুটিং হবে ছবির। ছবিটি একটি স্টাইলিশ অ্যাকশন ফিল্ম। পরের বছর ছবির কাজ শুরু হবে। ছবির জন্য আন্তর্জাতিক মানের অ্যাকশন টিম আনা হয়েছে। খুব শীঘ্রই শুটিংয়ের লোকেশন ঠিক হয়ে যাবে। ছবিতে একজন প্রথম সারির অভিনেত্রীও কাজ করছেন। যদিও তাঁর নাম এখনও জানা যায়নি। বহুদিন পর পর্দায় আবার দেখা যাবে শাহরুখকে। এই নিয়ে আনন্দিত অনুরাগীরা। তাঁরা বলছেন, '' তবে নিন্দুকরা কিন্তু ছেড়ে দিতে নারাজ। নেটদুনিয়ায় একের পর এক মন্তব্য করছেন তাঁরা। কেউ কেউ তো এমনও বলছেন, ''যাক! এতদিনে শান্তিতে ঘুমনো যাবে।'''''জিরো''র পর থেকে আর শাহরুখ খানকে একসঙ্গে দেখা যায়নি। গত বছর ডিসেম্বর মাসে ছবিটি মুক্তি পায়। তারপর থেকে একাধিক ছবি নিয়ে কথা বলেও শেষ পর্যন্ত শিকে ছেঁড়েনি শাহরুখের। রাকেশ শর্মার বায়োপিকে অভিনয় করার কথা ছিল বাদশার। কিন্তু সেটি শেষ পর্যন্ত হাতছাড়া হয়। তারপর রাজকুমার হিরানির একটি ছবিতেও শাহরুখ থাকবেন বলে শোনা গিয়েছিল। তাও এখন বিশ বাঁও জলে। ব্যাপার বুঝে কার্যত ড্যামেজ কন্ট্রোলে নেমে পড়েন কিং খান। বলেন, একথা সত্যি যে তাঁর হাতে এখন কোনও ছবি নেই। সাধারণত একটি ছবি যখন শেষের দিকে চলে আসে তখন অন্য প্রজেক্ট নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়েন অভিনেতা-অভিনেত্রীরা। তিনি নিজে একটি ছবি শেষ হওয়ার তিন-চার মাসের মধ্যে অন্য ছবির কাজ শুরু করে দিতেন এতদিন। কিন্তু এখন আর সেটা হচ্ছে না। কারণ, মন সায় দিচ্ছে না। এখন তিনি সিনেমা দেখেন, গান শোনেন, গল্পের বই পড়েন।

সলমনের বাবার ধমক খেলেন জ্যাকলিন

আগে হিন্দি শিখে এসো, তারপর না হয় উর্দু ! সলমন খানের বাবা সেলিম খানের কাছে ধমক খেয়ে একেবারে ভ্যাবাচ্যাকা অবস্থা জ্যাকলিনের ! ভাবতে পারছিলেন না, ঠিক কী মন্তব্য করবেন। কী বললে, রাগি সেলিম খানের রাগ একটু হলেও গলবে। তবে কিছু বলার থেকে পুরো ব্যাপারটা হজম করে ফেললেন জ্যাকলিন।গপ্পোটা হল, ২০০৯সালে ''আলাদিন'' ছবিদিয়ে বলিউডে পারাখেন জ্যাকলিন।ছবিটি ফ্লপ করলেও, সুন্দরী জ্যাকলিন কিন্তুনজর কাড়েন।তারপর একে একে ''কিক'' ও ''রেস থ্রি''। সলমনের সঙ্গেজুটি বাঁধার পরথেকেই খান পরিবারের ঘনিষ্ঠে আসেন জ্যাকলিন। এমনকী, গুঞ্জনেছিল সলমনের সঙ্গেনাকি প্রেম প্রেমসম্পর্কও জ্যাকলিনের।তবে প্রথম থেকেই হিন্দি ভাষা নিয়ে সমস্যা রয়েছে জ্যাকলিনের। বহুবার সলমনেরবলার পরও নাকিহিন্দি ভালো করারব্যাপারে মন দেননিতিনি। শোনাগিয়েছে, জ্যাকলিনের হিন্দিনিয়েও কিছুটা বিরক্তসলমনের বাবা সেলিম। জ্যাকলিন যেইউর্দু শেখার ইচ্ছেপ্রকাশ করেছেন অমনি নাকি ক্ষেপে গিয়ে নায়িকাকে ধমক দিয়েছেন সেলিম !

চোখকে সুস রাখতে চান ?

কিভাবে ভালো রাখবেন আপনার চোখ তা জেনে নেওয়া যাক- ১) বেশিরভাগ অ্যান্ড্রয়েড ফোনে ''নাইট মোড'' বা ''ওয়ার্ম মোড'' বলে একটি অপশান থাকে।এই অপশনটি অন করলেই ফোনের স্ক্রিন হলদেটে হয়ে যায়।এর ফলে স্ক্রিন থেকে বের হওয়া ক্ষতিকর নীল রশ্মির পরিমাণ কম থাকে। কোনও কোনও কম্পিউটারের স্ক্রিনেও থাকে এই ওয়ার্ম মোড।২) ট্রেনে বাসে প্রতিদিন অনেকে যাতায়াত করেন।ট্রেন-বাসের হাতলে, সিটে প্রচুর পরিমাণে জীবাণু থাকে।সিট বা হাতলে হাত দেওয়ার পর সেই হাত ভুলেও চোখে দেবেন না।হ্যান্ড স্যানিটাইজার দিয়ে হাত মুছে অথবা বাড়ি ফিরে সাবান দিয়ে হাত ধুয়ে তবেই চোখে হাত দেবেন।৩) দিনে বেশ কয়েকবার চোখে ঠাণ্ডা জলের ঝাপটা দিন। বাইরে থেকে এসে অথবা কম্পিউটারে বসে একটানা কাজের করার ফাঁকে চোখে জলের ঝাপটা দিন। কয়েকদিন নিয়মিত করলেই উপকার টের পাবেন।৪) চোখ সুস্থ রাখতে নজর দিন আপনার খাদ্যাভ্যাসেও। রোজ খাবার পাতে রাখুন প্রচুর শাক-সবজি। ভিটামিন ঙ চোখের স্বাস্থ্যের জন্য খুবই উপকারী। প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন ঙ আছে এমন কয়েকটি খাবার হল- রাঙা আলু, গাজর, পালং শাক, ব্রকোলি, লাল শাক, ক্যাপসিকাম, কমলালেবু, টম্যাটো, পেঁপে, পাকা আম ইত্যাদি।

এনআরসি'র বিরোধীতায় বুধবার আগরতলায় আমরা বাঙালির গণঅবস্থান। ছবি- নিজস্ব।

ঢাকা-ঈশ্বরদী রুটে মালগাড়ির ইঞ্জিন বিকল, রেল যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন

ঢাকা, ৪ ডিসেম্বর (হি.স.): বাংলাদেশের ঢাকা-ঈশ্বরদী রুটে সিরাজগঞ্জের মুলিবাড়ি এলাকায় বিকল হয়ে গেল মালগাড়ির ইঞ্জিনঊ মালগাড়ির ইঞ্জিন বিকল হয়ে যাওয়ায় বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে উত্তর-দক্ষিণাঞ্চলের রেল যোগাযোগ ব্যবস্থাঊ বুধবার দুপুর ১.১৫ মিনিট নাগাদ ঘটনাটি ঘটেছে মুলিবাড়ি চেকপোস্ট এলাকায়ঊ বঙ্গবন্ধু সেতু পশ্চিম রেলওয়ে স্টেশনের মাস্টার ইসমাইল হোসেন জানিয়েছেন, ঈশ্বরদী থেকে আসা মালগাড়িটির আসার কথা ছিল বঙ্গবন্ধু সেতু পশ্চিম পাড়েঊ

ট্রেনটি মুলিবাড়ি চেকপোস্ট এলাকায় পৌঁছলে ইঞ্জিন বিকল হয়ে যায়ঊ এর ফলে উত্তর-দক্ষিণাঞ্চলের রেল যোগাযোগ ব্যবস্থা বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েঊ আটকে পড়ে পঞ্চগড়গামী 'একতা এক্সপ্রেস'ঊ দীর্ঘ সময় পর ঈশ্বরদী থেকে ওই স্থানে পৌঁছয় ইঞ্জিনঊ পরে রেল পরিষেবা স্বাভাবিক হয়ঊ

ঢাকা-ঈশ্বরদী শাখায় মালগাড়ির ইঞ্জিন বিকল, রেল যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন

ঢাকা, ৪ ডিসেম্বর (হি.স.): বাংলাদেশের ঢাকা-ঈশ্বরদী রুটে সিরাজগঞ্জের মুলিবাড়ি এলাকায় বিকল হয়ে গেল মালগাড়ির ইঞ্জিনঊ মালগাড়ির ইঞ্জিন বিকল হয়ে যাওয়ায় বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে উত্তর-দক্ষিণাঞ্চলের রেল যোগাযোগ ব্যবস্থা।

বুধবার দুপুর ১.১৫ মিনিট নাগাদ ঘটনাটি ঘটেছে মুলিবাড়ি চেকপোস্ট এলাকায়।

বঙ্গবন্ধু সেতু পশ্চিম রেলওয়ে স্টেশনের মাস্টার ইসমাইল হোসেন জানিয়েছেন, ঈশ্বরদী থেকে আসা মালগাড়িটির আসার কথা ছিল বঙ্গবন্ধু সেতু পশ্চিম পাড়ে।

ট্রেনটি মুলিবাড়ি চেকপোস্ট এলাকায় পৌঁছলে ইঞ্জিন বিকল হয়ে যায়ঊ এর ফলে উত্তর-দক্ষিণাঞ্চলের রেল যোগাযোগ ব্যবস্থা বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েঊ আটকে পড়ে পঞ্চগড়গামী 'একতা এক্সপ্রেস'ঊ দীর্ঘ সময় পর ঈশ্বরদী থেকে ওই স্থানে পৌঁছয় ইঞ্জিনঊ পরে রেল পরিষেবা স্বাভাবিক হয়।

ব্যালন ডি অরের মঞ্চে রিয়াল মাদ্রিদ ও বার্সেলোনা একে অপরের প্রতি সম্মান

বার্সেলোনা, ৪ ডিসেম্বর (হি.স.) : মাঠের লড়াইয়ে চিরশত্রু হলেও মাঠের বাইরে একে অপরের প্রতি অত্যন্ত শ্রদ্ধাশীল দুই স্প্যানিশ জায়েন্ট রিয়াল মাদ্রিদ ও বার্সেলোনা। দুই ক্লাবের ফুটবলাররাও তাদের প্রতিপক্ষ ফুটবলারদের কতটা সমীহ করেন, তার প্রমাণ পাওয়া যায় ব্যালন ডি অরের মঞ্চেই। বার্সেলোনা এফসি রিয়াল মাদ্রিদের পক্ষ থেকে ক্রোয়েশিয়ান মিডফিল্ডার লুকা মদ্রিচকে দরাজ সার্টিফিকেট দেয়। মদ্রিচের আচরণের জন্য ধন্যবাদ জানিয়ে বার্সেলোনা তাঁকে 'একজন যথার্থ ভদ্রলোক' আখ্যা দেয়। এবার মদ্রিচ এবার ব্যালন ডি'অর জয়ের দৌড়ে ছিলেন না। তিনি পুরস্কার পাচ্ছেন না জেনেও আয়োজকদের আমন্ত্রণ ফেরাননি মদ্রিচ। এমনকি মেসির হাতে পুরস্কার তুলে দেওয়ার আয়োজকদের অনুরোধও রক্ষা করেন মদ্রিচ। পুরস্কার পাচ্ছেন না জেনে ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডে এবারও ব্যালন ডি'অরের মঞ্চে হাজির হননি। যা নিয়ে ঘুরিয়ে সিআর সেভেনের সমালোচনাও করেন মদ্রিচ। তিনি বলেন, 'ফুটবলে পারস্পরিক সম্মানের বিষয়টা প্রাধান্য পায়। যদি পুরস্কার নাও জেতো, তবুও সম্মান জানানোর বিষয়টা ভুলে যাওয়া উচিত নয়। তোমার অবশ্যই অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকা উচিত। কারণ এটা শুধু পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান ন, ফুটবলের সেলিব্রেশন।'

দেবশ্রীর বিরুদ্ধে আর্থিক অনিয়মের প্রমাণ মুখ্যমন্ত্রীকে পাঠালেন কান্তি গঙ্গোপাধ্যায়

কলকাতা, ৪ ডিসেম্বর (হি. স.) : রায়দিঘির তৃণমূল বিধায়ক দেবশ্রী রায়ের বিরুদ্ধে আর্থিক অনিয়মের প্রমাণ মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাদ্যায়কে পাঠালেন কান্তি গঙ্গোপাধ্যায়। নিজের এলাকায় ঢুকতে পারছেন না বলে গতকাল দেবশ্রী অভিযোগ করেছেন খোদ মুখ্যমন্ত্রীর কাছে। এর প্রেক্ষিতেই কান্তিবাবু মুখ্যমন্ত্রীর গোচরে বিশদ আনলেন।

দেবশ্রী বিধানসভায় এসে মুখ্যমন্ত্রীর কাছে নিজের দুরবস্থার কথা জানিয়ে কাল অভিযোগ করেছেন, 'হুমকি ফোন আসছে নিয়মিত। নিজের এলাকাতেই ঢুকতে পারছেন না।' রায়দিঘিতে নিয়মিত যান না বলে সেখানকার সাধারণ মানুষ তো বটেই এমনকি তৃণমূলের নেতা-কর্মীরাও ক্ষুব্ধ দলের বিধায়কের প্রতি। আর তাতেই আশঙ্কিত দেবশ্রী। তাঁর আশঙ্কা, 'এলাকায় গেলেই সমস্যার মুখে পড়তে হতে পারে তাঁকে।' কাদের কাছ থেকে দেবশ্রী টাকা নিয়েছেন, সেই তালিকাও আজ মুখ্যমন্ত্রীকে পাঠিয়েছি। যদিও মুখ্যমন্ত্রী বিষয়টি জানেন। তিনি বিশদ তদন্ত করভে আরও অনেক কিছু ফাঁস হবে। সাংবাদিকদের কাছে দেবশ্রী বলেছেন, 'আমি কারও কাছ থেকে কোনও টাকা নিইনি। অথচ লোকজন ফোনে অকথ্য গালিগালাজ করার পাশাপাশি টাকা ফেরত দেওয়ার কথা বলছে। টাকা যখন নিইনি, তাহলে ফেরত দেওয়ার প্রশ্ন আসছে কোথা থেকে ?'

যাঁকে হারিয়ে তিনি দু-দুবার বিধায়ক হয়েছেন সেই দাপুটে সিপিএম নেতা কান্তি গঙ্গোপাধ্যায়েরও গোটা ঘটনার পিছনে হাত থাকতে পারে বলে অনুমান রায়দিঘির তৃণমূল বিধায়কের। অন্যদিকে কান্তিবাবু হিন্দুস্থান সমাচার-কে বলেন, "দেবশ্রী অটো দেওয়ার নাম করে বহু স্থানীয় ছেলের কাছ থেকে চার হাজার টাকা করে নিয়েছেন বলে দলের একাংশই অভিযোগ করেছে। এ নিয়ে শুরু হয়েছে গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব।" প্রমাণ হিসাবে ভিডিও দাখিল করে কান্তিবাবু বলেন, কংগ্রেসের প্রবীন নেতা সত্য বাপুলিও আমার রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন। কিন্তু এ রকম ভিত্তিহীন হাস্যকর অভিযোগ কখনও করেননি।

শুরু হচ্ছে বাংলা সঙ্গীত মেলা, উদ্বোধন করবেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়

কলকাতা, ৪ ডিসেম্বর (হি. স.) : সঙ্গীতপ্রেমীদের জন্য সুখবর। বুধবার শুরু হচ্ছে বাংলা সঙ্গীত মেলা। এদিন বিকালে নজরুল মঞ্চে মেলার আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করবেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

প্রত্যেক বছরের মতো এবারও এই মেলাকে ঘিরে থাকছে নানা আয়োজন। তবে ৫ ডিসেম্বর থেকে শহরবাসী মূল অনুষ্ঠান দেখা বা শোনার সুযোগ পাবেন। মেলা চলবে ১২ ডিসেম্বর পর্যন্ত। উদ্বোধনের দিন বেশ কয়েকজন বিশিষ্ট সঙ্গীতশিল্পীকে সঙ্গীত সম্মান জানাবে রাজ্য সরকার।মূল অনুষ্ঠানের পাশাপাশি পাড়ায় পাড়ায় বাংলা সঙ্গীত মেলার আয়োজন করা হবে। শহরের ৩২টি স্কুল, ১৬টি কলেজের ছাত্র-ছাত্রীরা অংশগ্রহণ করবে সঙ্গীত মেলায়। বাংলা ব্যান্ডের জন্যও মেলায় বিশেষ আয়োজন করা হয়েছে।

রবীন্দ্রসদনে সাংবাদিক সম্মেলনে মেলা সম্পর্কিত বিস্তারিত তথ্য আগেই দিয়েছিলেন রাজ্যের তথ্য ও সংস্কৃতি প্রতিমন্ত্রী ইন্দ্রনীল সেন। তিনি জানিয়েছিলেন, মেলা উপলক্ষ্যে শহরের দশটি মঞ্চে শ্রোতারা অনুষ্ঠান দেখতে পারবেন। দফতর সূত্রে জানা গিয়েছে, পাঁচ হাজারের বেশি সঙ্গীতশিল্পী এই মেলায় অংশগ্রহণ করবেন। পাশাপাশি বাংলাদেশ থেকেও শিল্পীরা এসে পৌঁছেছেন শহরে। রবীন্দ্রসদন, শিশির মঞ্চ, রবীন্দ্র-ওকাকুরা ভবন, ফণিভূষণ বিদ্যাবিনোদ যাত্রামঞ্চ, মোহর কুঞ্জ, হেদুয়া পার্ক, মধুসূদন মুক্তমঞ্চ-সহ দেশপ্রিয় পার্ক এবং রাজ্য সঙ্গীত অকাদেমি মুক্তমঞ্চেও অনুষ্ঠান চলবে। তথ্য ও সংস্কৃতি দফতরের তরফে জানা গিয়েছে, মেলায় গান শোনার পাশাপাশি 'মান্না দে'র নামে বিশেষ একটি প্রদর্শনীর আয়োজন করা হচ্ছে। যা দর্শকদের সমৃদ্ধ করবে।

বড়বাজার থেকে উদ্ধার প্রায় ২৭ লক্ষ টাকা, তদন্তে পুলিশ

কলকাতা, ৪ ডিসেম্বর (হি.স): এবার কলকাতার বড়বাজার এলাকা থেকে উদ্ধার হল প্রায় ২৭ লক্ষ টাকা। এই ঘটনায় গ্রেফতার করা হয়েছে একজনকে। ধৃতের নাম আনন্দ পাড়ুই । ধৃতের সঙ্গে বাংলাদেশের হাওয়ালা চক্রের যোগ আছে বলে মনে করছে তদন্তকারীরা। পুলিশের সন্দেহ উদ্ধার করা টাকা হাওয়ালার। ধৃতকে এ বিষয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে।

গোপন সুত্রে খবর পেয়ে পুলিশ মঙ্গলবার রাতে হেয়ার স্ট্রিট থানা এলাকার ক্যানিং স্ট্রিট-জ্যাকসন লেনের সংযোগস্থলে হানা দেয়। সেখানে আটক করা হয় আনন্দ পাড়ুইকে। তল্লাশি চালিয়ে তার কাছে উদ্ধার হয় ২৬ লক্ষ ৪৬ হাজার ৬০০ টাকা। ওই টাকার উৎস কী সে সম্পর্কে কোনও তথ্য পুলিশকে দিতে পারেনি আনন্দ পাড়ুই। তার বাড়ি বনগাঁর চন্দ্রভাগ এলাকায়।

কলকাতার বড়বাজার, জোঁড়াসাঁকো, জোড়াবাগান এবং সেন্ট্রাল এলাকার একাধিক জায়গায় পুলিশের অভিযান চলছে কয়েকদিন ধরে। উদ্ধার হয়েছে কয়েক কোটি টাকা। কিন্তু তারপরেও হাওয়ালা কারবার বন্ধ হয়নি। নোটবন্দির পর কেন্দ্রীয় সরকারের দাবি ছিল, ধসে গেছে হাওয়ালা কারবার। কিন্তু কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা এনআইএ-র রিপোর্ট অন্য কথা বলছে । তারা জানিয়েছে, পাকিস্তান থেকে এদেশে এখনও হাওয়ালার মাধ্যমে টাকা ঢুকছে। সেই টাকার একটা বড় অংশ আসছে কলকাতায়। গোয়েন্দাদের সন্দেহ, হাওয়ালার মাধ্যমে অর্থ জোগানো হচ্ছে জঙ্গিদের। আর তাই হাওয়ালা কারবারের ওপর কড়া নজর রাখছে কলকাতা পুলিশ।

গণপিটুনি রোধে আইপিসি ও সিআরপিসির সংশোধনের ভাবনা অমিতের

নয়াদিল্লি, ৪ ডিসেম্বর (হি.স.) : ভারতীয় আইনের আইপিসি এবং সিআরপিসির ধারাগুলিতে সংশোধন করা হবে বলে সংসদের উচ্চকক্ষে জানিয়েছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। গণপিটুনি রোধে এই বিধিগুলিতে পরিবর্তন করা হবে। এর জন্য প্রতিটি রাজ্যের রাজ্যপাল এবং কেন্দ্রীয়শাসিত অঞ্চলের উপ-রাজ্যপাল থেকে পরামর্শ চাওয়া হয়েছে। রাজ্য এবং কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলির পরামর্শের ভিত্তিতেই পরিবর্তন করা হবে বিধিগুলিতে বলে জানিয়েছেন তিনি। বুধবার রাজ্যসভায় দাঁড়িয়ে অমিত শাহ জানিয়েছেন, রাজ্য এবং কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলি থেকে আসা পরামর্শগুলি বিবেচনা করার জন্য একধিক কেন্দ্রীয় মন্ত্রীদের নিয়ে কমিটি তৈরি করা হবে। গণপিটুনি রোধে সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশকেও গুরুত্ব দেওয়া হবে। পরামর্শ চাওয়ার জন্য ইতিমধ্যেই চিঠি দেওয়া হয়েছে রাজ্যপাল এবং উপরাজ্যপালদের। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের রাজ্যমন্ত্রী নিত্যানন্দ রাই জানিয়েছেন, আইপিসি-তে 'গণ' কথাটির কোনও নির্দিষ্ট সঞ্জা নেই। বর্তমানে গণপিটুনির ঘটনাগুলির ক্ষেত্রে ৩০০ এবং ৩০২ ধারা প্রয়োগ করা হয়েছে। বিভ্রান্তকর খবর ছড়িয়ে যারা অপপ্রচার করছে তাদের বিরুদ্ধে যথাযথ আইনের ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

নতুন করে কলকাতা-সহ পূর্বাঞ্চলকে দেখতে চান আর কে মিশ্র

কলকাতা, ৪ ডিসেম্বর (হি. স.) : চলতি শতকের প্রথমার্দে উপমহাদেশের একটা বড় ঘটনা ছিল নেপালের রূপান্তর। আরও স্পষ্ট করে বলতে গেলে ওদেশে রাজতন্ত্র থেকে গণতন্ত্রে উত্তরণপর্ব। অল ইন্ডিয়া রেডিও-র সাংবাদিক হিসাবে খুব কাছ থেকে তার বিশদ দেখেছেন রবীন্দ্র কুমার মিশ্র। ২০০৪ থেকে প্রায় তিন বছর তিনি ছিলেন সেখানে। বিশ্বময় ইথারে ছড়িয়ে যেত তাঁর দৈনন্দিন এবং বিশেষ রিপোর্ট।

দেশ-বিদেশে বহু স্মরণীয় ঘটনার সাক্ষী রবীন্দ্রবাবু দায়িত্ব নিলেন কেন্দ্রীয় তথ্য ও সম্প্রচারমন্ত্রকের নয়া ডিজি হিসাবে। পূর্বাঞ্চলীয় 'আউটরিচ ব্যুরো' (আরওবি)-র মহানির্দেশক (ডিজি) হলেন তিনি। কলকাতার প্রেস ইনফরমেশন ব্যুরোর (পিআইবি) প্রধানের নামফলকে ১৯৪৪ সাল থেকে নির্দেশক, উপপ্রধান, তথ্য অধিকারী, অতিরিক্ত প্রধান তথ্য অধিকারী, উপ মহানির্দেশক, অতিরিক্ত মহানির্দেশক এই সব পদের আধিকারিকদের নাম। রবীন্দ্রবাবুর নাম বসবে মহানির্দেশক হিসাবে।

স্থানীয় আঞ্চলিক আরওবি-তে পশ্চিমবঙ্গ ছাড়াও আছে রাঁচি, পটনা ও ওড়িশা। পিআইবি-কে মাথায় রেখে পূর্বতন ডাইরেক্টোরেট অফ অডিওভিজ্যুয়াল পাবলিসিটি (ডিএভিপি), সঙ অ্যান্ড ড্রামা ডিভিশন, ডাইরেক্টোরেট অফ ফিল্ম পাবলিসিটি, ডাইরেক্টোরেট অফ পাবলিকেশন ডিভিশন মিশিয়ে কিছুকাল আগে তৈরি হয়েছে 'আউটরিচ ব্যুরো'। রবীন্দ্রবাবু ১৯৮৭ সালের ইন্ডিয়ান ইনফরমেশন সার্ভিসের অফিসার। এর আগে কেন্দ্রীয় তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রকে পশ্চিমাঞ্চলের ডিজি ছিলেন। তাঁর মতে, দেশগঠনে প্রচার ও সাংস্কৃতিক মাধ্যমের একটা বড় ভূমিকা আছে।

আবাস যোজনা, স্বচ্ছতা অভিযান, আয়ুস্মান ভারত, ইন্দ্রধনুষ প্রকল্প, কৃষক কল্যাণ পরিকল্পনা প্রভৃতি নানা ক্ষেত্রে কোটি কোটি টাকা বরাদ্দ করছে প্রধানমন্ত্রীর দফতর বা কেন্দ্রীয় সরকার। কিন্তু বহু মানুষের কাছে এই সব প্রকল্পের বা এ সবের সুফলের খবর পৌঁছোচ্ছে না। এগুলোর সার্থক রূপায়ণে দেশের অর্থনৈতিক এবং সামাজিক উন্নয়ণ একটা গতি পেতে বাধ্য।

তিন দশকের কর্মজীবনে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদে তিনি আসীন ছিলেন। এগুলোর মধ্যে আছে কাঠমাণ্ডুতে প্রসার ভারতীর সংবাদদাতা, অল ইন্ডিয়া রেডিওর বার্তা বিভাগ, দূরদর্শনের বার্তা বিভাগ, দিল্লি, রায়পুর ও শ্রীনগরের পিআইবি এবং তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রকের দায়িত্বপূর্ণ নানা পদ। তাঁর কভারেজে স্মরণীয় নানা খবরের আলোচনাপ্রসঙ্গে 'হিন্দুস্থান সমাচার'-কে জানালেন, ১৯৯৯-তে অমর্ত্য সেন যখন স্টকহোমে নোবেল পুরস্কার আনতে যান, একমাত্র সরকারি সাংবাদিক হিসাবে ভারত থেকে গিয়েছিলেন সেখানে। তাঁর খবরের ওপর ভিত্তি করে সংবাদ পরিবেশন করেছিল বিভিন্ন নামী দৈনিক। উল্লেখ করলেন দিল্লি সফররত হেনরি কিসিঞ্জারকে গরম প্রশ্নোত্তরের। খুব কাছ থেকে নানা সময় দেখেছেন অটল বিহারী বাজপেয়ী, গিরিজাপ্রসাদ কৈরালা প্রমুখকে।

জন্ম লখনউয়ে। এর পর বিহারের মধুবনী, পঞ্জাবের পাতিয়ালায় পড়াশোনা। কিন্তু ছেলেবেলা থেকেই বাবা-র কাছে শুনেছেন কলকাতার বহু কথা। এ শহরের ঐতিহ্য, সাংস্কৃতিক চেতনা সব মিলিয়ে একটা অন্য ধারণা তৈরি হয়েছিল রবীন্দ্রবাবুর। কিন্তু এ শহরে আসা হয়ে ওঠেনি মধ্যজীবন পর্যন্ত। প্রায় দু'দশক আগে প্রধানমন্ত্রী পিভি নরসিংহরাও বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তনে ভাষণ দিতে এলে তাঁর সফরসঙ্গী হিসাবে এক ঝলক প্রথম দেখেন শহরটাকে। বছর পাঁচ আগে আকাশবানীর কেন্দ্র-অধিকর্তাদের বৈঠকে যোগ দিতে আসেন। সেটাও ছিল ছোট্ট সফর।

কলকাতা তাই তাঁর কাছে প্রায় নতুন শহর। বললেন, "দায়িত্ব নেওয়ার পরেই দেখে এসেছি হাওড়া ব্রিজ। কত সিনেমা হয়েছে এই ব্রিজে। আর, এই যে অফিসঘরে বসে আছি, এই বাড়িটা ঐতিহ্যভবন। প্রধানমন্ত্রী তাঁর 'মন কী বাত' অনুষ্ঠানে ঐতিহ্য সংরক্ষণের ওপর জোর দিয়েছেন। কলকাতায় এত ঐতিহ্যস্থান আছে, দেখতে হবে একটা একটা করে।" পঞ্জাবে রবিন্দর নামটা খুব পরিচিত। বন্ধুদের বলি, আমি কিন্তু রবিন্দর নই, রবীন্দ্র।

জানেন, বাবা ছিলেন পাতিয়ালা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক। আমার নামটা রেখেছিলেন গুরুদেবের কথা মনে রেখে। দাদা দেবেন্দ্রনাথ। ভাই সুরেন্দ্রনাথ। বাবা একসময়ে বেনারসে পড়তেন। একবার সুভাষচন্দ্র বসু গিয়েছিলেন সেখানে। বিপ্লবী হিসাবে তখন তাঁর নাম ছড়িয়ে পড়েছে। পুলিশ-প্রশাসনের ফতোয়া ছিল কাছে না যাওয়ার। কৌতূহুলী ছাত্ররা বিভিন্ন বাড়ির ফাঁকফোকর দিয়ে নেতাজীকে দেখেছিলেন। ভাবতেও ভাল লাগছে এই সব বীরদের কর্মভূমিতে এসেছি।

নৌশেরা সেক্টরে পাকিস্তানি অনুপ্রবেশকারী গ্রেফতার

রাজৌরি(জম্মু ও কাশ্মীর), ৪ ডিসেম্বর (হি.স.) : জম্মু ও কাশ্মীরের রাজৌর জেলার নৌশেরা সেক্টরে এক পাকিস্তানি অনুপ্রবেশকারীকে আটক করেছে সেনাবাহিনী। ধৃতকে পরে রাজ্য পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে।

বুধবার রাজৌরি জেলার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার যুগল মহনাজ জানিয়েছেন, মঙ্গলবার দুপুরে সীমান্তের কাছে সন্দেহজনক অবস্থায় ঘোরাফেরা করতে দেখা যায় তারিক মাহমুদ নামে এক পাকিস্তানি নাগরিককে। সেই সময় টহলরত ভারতীয় সেনাবাহিনীর জওয়ানরা তাকে নিজেদের হেফাজতে নেয়। তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করে জানা গিয়েছে যে সে পাকিস্তান অধিকৃত কাশ্মীরের ভিম্বরের সমহানি তহশিলের চাইনালার গ্রামের বাসিন্দা। যুগল মহনাজ জানিয়েছেন ধৃতের কাছ থেকে কোনও রকমের স্বয়ংক্রিয় আগ্নেয়াস্ত্র বা নিষিদ্ধ কাগজপত্র পাওয়া যায়নি। ধৃতের স্বাস্থ্যের পরীক্ষাও করা হচ্ছে। চরবৃত্তি করার জন্য তার জম্মু ও কাশ্মীরে প্রবেশ কিনা, তাও খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

কেজরিওয়াল একজন বড় মিথ্যেবাদী, ওয়াইফাই চালু নিয়ে তোপ গম্ভীরেব

নয়াদিল্লি, ৪ ডিসেম্বর (হি.স.): আগামী ১৬ ডিসেম্বর থেকেই বিনামূল্যে ওয়াইফাই পরিষেবা পাবেন দিল্লিবাসীঊ নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি পূরণ করে বুধবার দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়াল ঘোষণা করেছেন, আগামী ১৬ ডিসেম্বর থেকে বিনামূল্যে ওয়াইফাই পরিষেবা প্রদান করা হবে দিল্লিতেঊ এ জন্য সরকারের খরচ হবে প্রায় ১০০ কোটি টাকাঊ অরবিন্দ কেজরিওয়ালের এই ঘোষণাকে 'মিথ্যা' আখ্যা দিয়েছেন বিজেপি সাংসদ গৌতম গম্ভীরঊ কেজরিওয়ালকে 'মিথ্যাবাদী' আখ্যা দিয়ে গৌতম গম্ভীর বলেছেন, 'জনগণকে ফের মিথ্যা কথা বলছেন দিল্লির মুখ্যমন্ত্রীঊ তিনি একজন বড় মিথ্যাবাদীঊ'

সংসদ চত্বরে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে বিজেপি সাংসদ গৌতম গম্ভীর বলেছেন, 'দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী ফের মিথ্যা কথা বলছেনঊ তিনি একজন বড় মিথ্যাবাদীঊ সাড়ে চার বছর আগে একই কথা বলেছিলেন তিনি, নির্বাচনের দুই মাস আগে ফের একই কথা বলছেনঊ' কেজরিওয়ালকে তীব্র আক্রমণ করে গৌতম গম্ভীর বলেছেন, 'নির্বাচন এগিয়ে আসায় তিনি এখন ভোট-ব্যাঙ্ক রাজনীতি করছেনঊ'

বুধবার সাংবাদিক সম্মেলনে অরবিন্দ কেজরিওয়াল জানিয়েছেন, '১১ হাজার হটস্পট বসানো হবে দিল্লিতে, বাসস্টপে ৪ হাজার, মার্কেটে ৭ হাজার প্রভৃতিঊ প্রথম ১০০টি হটস্পট বসানো হবে আগামী ১৬ ডিসেম্বরঊ এ জন্য ব্যয় হবে ১০০ কোটি টাকাঊ' কেজরিওয়াল আরও জানিয়েছেন, 'পরবর্তীকালে, প্রতি সপ্তাহে ৫০০ ওয়াইফাই হটস্পট বসানো হবে এবং ৬ মাসের মধ্যে ১১ হাজার হটস্পট বসানোর কাজ সম্পন্ন হবেঊ' কেজরিওয়ালের কথায়, হটস্পট নেটওয়ার্কের মাধ্যমে প্রতি মাসে ১৫ জিবি ডেটা পাবেন দিল্লিবাসী।

মার্কিন রাষ্ট্রপতির পদের নির্বাচন থেকে নাম প্রত্যাহার করে নিলেন কমলা হ্যারিস

ওয়াশিংটন, ৪ ডিসেম্বর (হি. স.) : ক্যালিফোর্নিয়ার ডেমোক্র্যাটিক সাংসদ কমলা হ্যারিস ২০২০ সালে মার্কিন রাষ্ট্রপতির পদে নির্বাচন থেকে তার নাম প্রত্যাহার করে নিয়েছেন। ভারতীয় বংশোদ্ভূত কমলা হ্যারিস বুধবার ঘোষণা করেছেন যে তিনি তার নির্বাচনী প্রচার শেষ করছেন। টুইটারে একটি ভিডিও পোস্ট করে তিনি জানিয়েছেন, প্রচারের জন্য পর্যাপ্ত টাকার অভাবেই এই সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য হয়েছেন তিনি।

এদিন নিজের টুইটে প্রকাশ করা ভিডিওটিতে সমর্থক ও নির্বাচনী পরিচারে তাঁর সহকর্মীদের ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন কমলা। তিনি বলেন, 'অনেক ভাবনাচিন্তা করেই আমি এই সিদ্ধান্ত নিয়েছি। আমি কোটিপতি নই, নির্বাচনী প্রচারে যে বিপুল খরচ হবে তা বহন করতে আমি অসমর্থ। তাই এখানেই প্রচার থামানোর সিদ্ধান্ত নিলাম। তবে প্রচার শেষ মানেই যে আমি লড়াইয়ের ময়দান ছেড়ে দিয়েছি তা নয়। সত্য ও ন্যায়ের পক্ষে আমার সংগ্রাম জারি থাকবে।' তার এই টুইটের পরই পালটা টুইটে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প লেখেন, 'খুব খারাপ। আমরা তোমার অভাব বোধ করব।' পালটা দিয়ে কমলা লেখেন, 'উদ্বিগ্ন হবেন না প্রেসিডেন্ট মহাশয়। আপনার বিচারে আমি থাকব।' ক্যালিফোর্নিয়ার সেনেটর কমলার এহেন প্রস্থানে ২০২০ -র প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে ধাক্কা খেয়েছে ডেমোক্র্যাটিক পার্টি। কারণ, দলে তিনিই একমাত্র অ-শ্বেতাঙ্গ প্রার্থী ছিলেন।

দিল্লিতে গাড়ি থেকে উদ্ধার মহিলা-সহ দু'জন চিকিতকের দেহ, তদন্তে পুলিশ

নয়াদিল্লি, ৪ ডিসেম্বর (হি.স.): রাজধানী দিল্লিতে গাড়ি থেকে উদ্ধার জোড়া মৃতদেহঊ বুধবার সকালে উত্তর-পশ্চিম দিল্লির রোহিণীতে একটি গাড়ির ভিতর থেকে রক্তাক্ত জোড়া মৃতদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশঊ পুলিশ সূত্রের খবর, দু'জনই পেশায় চিকিতকঊ মৃতদের নাম হল-ডা. কুকরেজা এবং ডা. সুদীপ্তা মুখোপাধ্যায়ঊ ডা. কুকরেজা রোহিণীর সেক্টর ১৩ এলাকায় অবস্থিত নির্বানা হাসপাতালের ফিজিশিয়ান এবং ডা. সুদীপ্তা মুখোপাধ্যায় নির্বানা হাসপাতালে এমডি হিসেবে কর্মরত ছিলেনঊ রক্তাক্ত মৃতদেহ দু'টি উদ্ধার করে ময়ানতদন্তের জন্য পাঠিয়েছে পুলিশঊ

রোহিণী-র ডিসিপি এস ডি মিশ্র জানিয়েছেন, বুধবার সকাল সাতটা নাগাদ রোহিণীতে গাড়ির ভিতর থেকে উদ্ধার করা হয় মহিলা ও পুরুষের রক্তাক্ত মৃতদেহঊ প্রাথমিকভাবে পুলিশের অনুমান, ওই মহিলাকে নিজের লাইসেন্সপ্রাপ্ত বন্দুক থেকে গুলি করে হত্যা করার পর ওই পুরুষও আত্মঘাতী হয়েছেঊ তদন্ত শুরু হয়েছে

দিল্লিতে বিনামূল্যেই মিলবে ওয়াইফাই, নতুন ঘোষণা অরবিন্দ কেজরিওয়ালের

নয়াদিল্লি, ৪ ডিসেম্বর (হি.স.): ইন্টারনেটের যুগে প্রতিটি মানুষের হাতেই স্মার্ট মোবাইল ফোনঊ আর স্মার্ট মোবাইল ফোন মানেই সর্বাগ্রে প্রয়োজন ইন্টারনেট পরিষেবাঊ প্রতিটি সাধারণ মানুষের কাছে তাই ইন্টারনেট পরিষেবা পৌঁছে দেওয়ার জন্য এবার নতুন ঘোষণা করলেন দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়ালঊ দিল্লিতে এবার থেকে বিনামূল্যেই মিলবে ওয়াইফাই পরিষেবাঊ দিল্লির সর্বত্র বিনামূল্যে ইন্টারনেট পরিষেবা প্রদান করার জন্য ১১

ছয়ের পাতায়

পেঁয়াজ এর মূল্যবৃদ্ধির নিয়ে বুধবার আগরতলায় সাংবাদিক সম্মেলনে গোপাল রায়। ছবি- নিজস্ব।

ফের পদোন্নতি, অ্যালফাবেটের সিইও পদে অভিষিক্ত সুন্দর পিচাই

মাউন্টেন ভিউ (ক্যালিফোর্নিয়া), ৪ ডিসেম্বর (হি.স.): পদোন্নতি হল গুগল গুগল এলএলসি-র চিফ এগজিকিউটিভ অফিসার (সিইও) সুন্দর পিচাইয়েরঊ গুগল এলএলসি-র সিইও এবার ওয়েব সার্চ জায়ান্টের পেরেন্ট সংস্থা অ্যালফাবেটেরও সিইও পদে অভিষিক্ত হলেনঊ ফলে আরও দায়িত্ব বাড়ল ভারতীয় বংশোদ্ভূত প্রযুক্তিবিদ সুন্দারাজান পিচাইয়েরঊ ২০১৫ সালে জন্ম হয় অ্যালফাবেটেরঊ অ্যালফাবেটের প্রধান হিসেবে দায়িত্ব নেন ল্যারি পেজ, প্রেসিডেন্ট হন সার্গেই ব্রিনঊ দীর্ঘ ২১ বছর পর সেই পদ থেকে সরে দাঁড়িয়েছেন অ্যালফাবেটের দুই সহ-প্রতিষ্ঠাতা ল্যারি পেজ ও সের্গেই ব্রিনঊ এরপরই অ্যালফাবেটেরও সিইও পদে অভিষিক্ত করা হয়েছে ভারতীয় বংশোদ্ভূত প্রযুক্তিবিদ সুন্দারাজান পিচাইকে।

মঙ্গলবার পেজ ও ব্রিন নিজেদের ব্লগ পোস্টে ঘোষণা করেন, 'দীর্ঘদিন ধরে কোম্পানির ম্যানেজমেন্টের সঙ্গে জড়িয়ে থাকতে পেরে ভাগ্যবান মনে করছিঊ আমাদের মনে হয়, এবার গর্বিত বাবা-মা'র ভূমিকা পালন করার সময় এসেছেঊ' পেজ ও ব্রিনের এই ঘোষণার পরই সুন্দর পিচাইকে অ্যালফাবেটের সিইও পদে অভিষিক্ত করেছে টেক জায়ান্ট গুগলঊ এবার সুন্দর পিচাইয়ের হাতেই গুগলের নয়া অবতার 'অ্যালফাবেট'।

স্বল্পবাসনা মহিলাদের সঙ্গে পুলিশের নাচ : অভিযোগ

কলকাতা,৪ ডিসেম্বর (হি.স): স্বল্প পোশাকের মহিলাদের সঙ্গে নাচের অভিযোগ উঠল কলকাতা পুলিশের কর্মীদের বিরুদ্ধে। অভিযোগ করেছেন, তৃণমূলের প্রাক্তন সাংসদ তথা বর্তমান বিজেপি নেতা অনুপম হাজরা। তাঁর অভিযোগ, গায়ে উর্দি চাপিয়ে সুন্দর মিউজিকের সঙ্গে মহিলাদের সঙ্গে নাচ করছেন কলকাতা পুলিশের বেশ কয়েকজন কর্মী। সোমবার রাতের দিকে নিজের ফেসবুকের দেওয়ালে এমনই ছবি পোস্ট করেছেন তৃণমূল কংগ্রেসের প্রাক্তন সাংসদ তথা বর্তমান বিজেপি নেতা অধ্যাপক অনুপম হাজরা। একটি ভিডিও পোস্ট করেও রাজ্যের শাসক তৃণমূল কংগ্রেসকে আক্রমণ করেছেন বোলপুর কেন্দ্রের প্রাক্তন সাংসদ। ফেসবুকের দেওয়ালে ভিডিওটি পোস্ট করে অনুপম হাজরা লিখেছেন, 'আহা কি আনন্দ আকাশে-বাতাসে!!!' অস্কার জয়ী চলচ্চিত্র পরিচালক সত্যজিৎ রায়ের বিখ্যাত হীরক রাজার দেশে ছবির এই গানের লাইন ছড়াও আরও একটি লাইন লিখছেন অধ্যাপক অনুপম। আর সেখানেই সরাসরি আক্রমণ করেছেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে। পরের লাইনে তিনি লেখেন, 'কোনো এক অজানা কারনে যখন খুবই আনন্দিত দিদি'র অনুগত কোলকাতা পুলিশ।' এই ভিডিও ঘিরেই শুরু হয়েছে নয়া বিতর্ক। উর্দি গায়ে চাপিয়ে স্বল্প বাসনা মহিলাদের সঙ্গে নাচানাচি করা কতটা নীতিসঙ্গত তা নিয়েও উঠছে প্রশ্ন।

প্রদেশ

● **প্রথম পাতার পর**

বরাদ্দ অর্থ উত্তর-পূর্বাঞ্চলের বাকি রাজ্যগুলি খরচ করেছে।

সংসদে প্রদত্ত জবাবে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী জানিয়েছেন, নির্ভয়া তহবিলে শুধু মাত্র ওয়ান স্টপ সেন্টার প্রকল্পে উত্তর-পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলি বরাদ্দ অর্থ খরচ করেছে। তবে, প্রচুর টাকা এখনও অব্যয়িত রয়েছে।

সাময়িক

● **প্রথম পাতার পর**

কৈলাসহরের শিপ্রা মেডিকেল হল আগামী ১৬ ডিসেম্বর থেকে ২০ ডিসেম্বর পর্যন্ত বন্ধ থাকবে।

গ্রামোন্নয়নের

● **প্রথম পাতার পর**

উপ-অধিকর্তা জীবনকৃষ্ণ আচার্য। অনুষ্ঠানে বক্তব্য পেশ করেছেন পঞ্চায়েত দফতরের অধিকর্তা আরকে নোয়াতিয়া। পাঁচদিনব্যাপী এই প্রশিক্ষণে ই-পঞ্চায়েত ব্যবস্থা, ডিজিটাল লেনদেন, বিভিন্ন প্রকল্পের পরিকল্পনা, জেলা পরিষদের বিভিন্ন স্থায়ী কমিটি এবং এর কার্যপ্রণালী, তথ্য জানার অধিকার আইন-২০০৫, ত্রিপুরা লোকায়ুক্ত আইন-২০০৮, বিভিন্ন প্রকল্পের তহবিল, পঞ্চায়েতের নিজস্ব তহবিল, সরকারি দফতরগুলির জনকল্যাণমূলক বিভিন্ন প্রকল্প তৈরি ইত্যাদি নিয়ে আলোচনা করা হবে।

জরুরী পরিষেবা

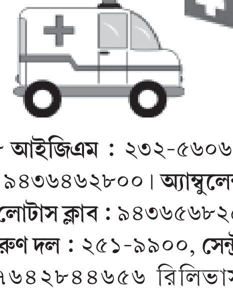

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ (**টোলফ্রি :** ২৪ ঘন্টা)। **ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ (**পি বি এক্স**), **আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

নিহত তিন

● **প্রথম পাতার পর**

গুরুতর আহত হন লরি চালক ও লরির মালিক যথাক্রমে আসাদুর রহমান (৩৫) ও আজির উদ্দিন (৩৬)। উভয়ের বাড়ি কৈলাসহরে।

মৃতদেহ করিমগঞ্জে ময়না তদন্তের জন্য প্রেরণের পাশাপাশি আহত দুজনকে জেলা সদরের সরকারি হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য প্রেরণের পাশাপাশি আহত দুজনকে জেলা সদরের সরকারি হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য প্রেরণ করা হয়েছে। তাদের অবস্থা সংকটজনক বলে খবর পাওয়া গেছে। এদিকে ঘটনার পর মৃত সহ-চালকের পরিবারের লোকেরা ও মৃতের ভাই জয়নুল হক অকুস্থলে পৌঁছে মৃতদেহ চিহ্নিত করে কান্নায় ভেঙে পড়েন।

এদিকে অপর ঘটনাটি ঘটেছে এদিন সকাল সাতটায়। মোট সাতজন রোগী নিয়ে এএস, এসি(দুই আট আট চার) নম্বরের একটি অটো রিক্সা ত্রিপুরা চোরাইবাড়ি থেকে মাকুন্দা লেপ্রসী কাম জেনারেল হসপিট্যালে পৌঁছার পথে লোয়াইরপোয়া মোটর স্ট্যান্ড সংলগ্ন স্থানের আট নং জাতীয় সড়কের উপর দুর্ঘটনাটি ঘটে। গুয়াহাটি থেকে ত্রিপুরার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হওয়া দ্রুত গামি এনএল (শূন্য এক কিউ (সাত নয় তিন চার) নম্বরের কন্টেইনার গাড়ি অর্তকিতে যাত্রী বোঝাই অটোটিকে ধাক্কা দিলে যাত্রী বোঝাই অটোটি সড়কে পাল্টি খেয়ে গড়িয়ে পড়ে। এতে স্থানীয়রা এগিয়ে গিয়ে আহতদের তড়িঘড়ি মাকুন্দা হাসপাতালে ভর্তি করলে চিকিৎসকরা দুজনকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। এদের মধ্যে রয়েছেন অটো চালক আব্দুল মতিন (২২) পিতার নাম রমজান আলী। বাড়ি কাঁঠালতলির বালুরবন্দ গ্রামে। অন্য মৃতের নাম রিয়াজ আলী (৪৫) পিতার নাম আলা উদ্দিন। বাড়ি উঃ ত্রিপুরার দক্ষিণ ফুলবাড়ি গ্রামে। উক্ত ঘটনায় অন্য আহত পাঁচ যাত্রীদের নাম জানা যায়নি। তবে তারা প্রত্যেকে বর্তমানে স্থানীয় মাকুন্দা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন।

অনুমোদন

● **প্রথম পাতার পর**

মন্ত্রিসভা জনজাতিদের আর্থসামাজিক মানোন্নয়ন, ভাষা, কৃষি, সংস্কৃতিগত উন্নয়নেও গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিয়েছে। জনজাতি এলাকায় সঠিক উন্নয়নে রাজ্য সরকার ৮৮০২ কোটি ৭৪ লক্ষ টাকার একটি বিশেষ প্যাকেজ কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে পাঠানোর জন্যও মন্ত্রিসভা অনুমোদন দিয়েছে। প্রসঙ্গক্রমে তিনি বলেন জনজাতিদের আর্থসামাজিক, ভাষা, ক'ষ্টি-সংস্ক'তির উন্নয়নে রাজ্য মন্ত্রিসভা ১ জানুয়ারী ২০১৯-এ এইরূপ একটি স্পেশাল প্যাকেজ তৈরি করে। সেটি ছিল ৮৩৮৯ কোটি টাকার। রাজ্য সরকার ১৪ জানুয়ারী ২০১৯ এ কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে যথারীতি এই প্রকল্পটি অনুমোদনের জন্য পাঠায়। পরবর্তীতে কেন্দ্রীয় সরকার প্রকল্পটি পরীক্ষা নিরীক্ষা করে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রকে পাঠায়। সংশ্লিষ্ট মন্ত্রকও বিষয়টি পরীক্ষা নিরীক্ষা করে। পরে উক্ত প্রকল্পটি খতিয়ে দেখার জন্য কেন্দ্রীয় সরকার একটি হাইপাওয়ার টিম গঠন করে রাজ্য সরকারের কাছে এ সম্পর্কিত বিভিন্ন বিষয় জানতে চায়। এই হাইপাওয়ার কমিটি রাজ্যের জনজাতি এলাকা পরিদর্শন করেন এবং রাজ্য সরকারকে বিভিন্ন পরামর্শ দেন।

জনজাতি এলাকায় সঠিক উন্নয়নে বিভিন্ন ক্ষেত্রগুলিও নির্বাচন করা হয়। এই হাইপাওয়ার কমিটিতে রাজ্য সরকারেরও চারজন প্রতিনিধি রয়েছেন। রাজ্য সরকার এই হাইপাওয়ার কমিটির সুপারিশ মেনে পুনরায় ৮৮০২ কোটি ৭৪ লক্ষ টাকার প্রকল্প তৈরী করে যা আজকের মন্ত্রিসভায় অনুমোদিত হয় কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে পাঠানোর জন্য। মন্ত্রী শ্রীনাথ কোন কোন ক্ষেত্রে কত টাকার প্রকল্প নেওয়া হয়েছে তাও উল্লেখ করেন।

তিনি জানান, ফিশারীতে ৬৭ কোটি টাকা, মাধ্যমিক শিক্ষায় ৪০০ কোটি ৬৪ লক্ষ, প্রাণীসম্পদ বিকাশে ৫৭ কোটি ৬২ লক্ষ, স্বাস্থ্যে ৯৪৯ কোটি ৪৮ লক্ষ, জলসম্পদে ৭৫ কোটি, ক'ষিতে ৬০৩ কোটি ১৩ লক্ষ টাকা, হস্ততাত হস্তকারু ও রেশম শিল্পে ১০৭ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা, ককবরক ও অন্যান্য সংখ্যালঘু ভাষা উন্নয়নে ৫৫ কোটি, জনজাতি কল্যাণে ৪৮৪৮ কোটি ৭৩ লক্ষ, প'ায়েতে ১০ কোটি ৫১ লক্ষ, শিল্প ও বাণিজ্যে ৩১৭ কোটি ১৬ লক্ষ টাকা, উচ্চশিক্ষায় ১৭০ কোটি টাকা, পূর্ত (প্রধানমন্ত্রী গ্রামীণ সড়ক যোজনা ব্যাতীত) ৯৯৫ কোটি ৬৫ লক্ষ টাকা, যুব বিষয়ক ও ক্রীড়ায় ৬০ কোটি ৩২ লক্ষ টাকা, পর্যটনে ৮৫ কোটি টাকা ধরা হয়েছে।

গণঅবস্থান

● **প্রথম পাতার পর**

বার পর্যুদস্ত হয়ে ব্রিটিশ শক্তি বাঙালীকে শায়েস্তা করবার জন্যে বিপ্লবীদের ফাঁসীতে ঝুলিয়ে, দ্বীপান্তরে পাঠিয়ে যখন নিজেদেরকে নিরাপদ মনে করতে পারল না তখন তারা 'হাতে মারি না তো ভাতে মারি' কৌশলের অঙ্গ হিসেবে বৃহত্তর বাংলার খনিজসমৃদ্ধ ও কৃষিসমৃদ্ধ বিভিন্ন অঞ্চলকে বিহার, উড়িষ্যা ও অসম প্রদেশের সঙ্গে জুড়ে দেয়।

শেষ প্রতিহিংসা চরিতার্থ করতে বঙ্গবঙ্গ তথা দেশভাগের মাধ্যমে এরা বাঙালী জাতির চরম সর্বনাশ করে। স্বাধীনতা তথা দেশের জন্য সর্বস্ব বিলিয়ে দিয়ে বাঙালীদের ভাগ্যের একী মির্মম পরিণতি। যদি আর একটা জাতির উপর এই অবিচার নেমে আসত এতদিনে কুরুক্ষেত্র হয়ে যেত সারা দেশে। কিন্তু শুধু রাজনীতিই হয়েছে এতকাল, হতভাগ্য বাঙালীর পাশে আজ পর্যন্ত কেউ দাঁড়ায়নি-না কংগ্রেস, না সিপিএম, না বিজেপি।

বাঙালী বিরোধী শক্তির এখন সর্বশেষ সংযোজন হল এনআরসির মাধ্যমে বিদেশি তথা রাষ্ট্রহীন বানিয়ে বাঙালী জাতি সত্ত্বাকে সমূলে ধ্বংস করে দেওয়া। এরই প্রতিবাদে এনআরসির অজুহাতে বাঙালীকে রাষ্ট্রহীন করার প্রতিবাদে আগামী ১৪ই ডিসেম্বর রাজধানী আগরতলায় এক বিক্ষোভ সমাবেশের আয়োজন করেছে আমরা বাঙালী দল। বুধবার এক সাংবাদিক সম্মেলনে আমরা বাঙালী দলের পক্ষ থেকে একথা জানানো হয়েছে।

কেজরিওয়ালের

পাচের পাতার পর

হাজার ওয়াইফাই হটস্পট ইনস্টল করা হবে, বুধবার সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে এ কথা জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়ালঊ সাংবাদিক সম্মেলনে অরবিন্দ কেজরিওয়াল জানিয়েছেন, '১১ হাজার হটস্পট বসানো হবে, বাসস্টপে ৪ হাজার, মার্কেটে ৭ হাজার প্রভৃতিঊ প্রথম ১০০টি হটস্পট বসানো হবে আগামী ১৬ ডিসেম্বরঊ এ জন্য ব্যয় হবে ১০০ কোটি টাকাঊ' কেজরিওয়াল আরও জানিয়েছেন, 'পরবর্তীকালে, প্রতি সপ্তাহে ৫০০ ওয়াইফাই হটস্পট বসানো হবে এবং ৬ মাসের মধ্যে ১১ হাজার হটস্পট বসানোর কাজ সম্পন্ন হবেঊ' কেজরিওয়ালের কথায়, হটস্পট নেটওয়ার্কের মাধ্যমে প্রতি মাসে ১৫ জিবি ডেটা পাবেন দিল্লিবাসীঊ

রৌপ্যপদক

তিনের পাতার পর

তিনি এই পদক জয় করেন। সঞ্জীব যাদব ডিসিপি স্পেশাল সেল হিসাবে দায়িত্বে রয়েছেন। বহু দুষ্কৃতী ও সন্ত্রাসীদের লড়াইয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে সঞ্জীব যাদব গৌরব পদকও পেয়েছেন। দক্ষিণ এশিয়ান গেমসে রৌপ্যপদক জিতেছেন

দিল্লি পুলিশের অতিরিক্ত মুখপাত্র অনিল মিত্তালের মতে, দক্ষিণ এশিয়ান গেমস গত মার্চ মাসে অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা ছিল। এখন ১ থেকে ১০ ডিসেম্বর পর্যন্ত দক্ষিণ এশিয়ান গেমস নেপালের কাঠমান্ডু এবং পোখারা অঞ্চলে অনুষ্ঠিত হয়। এতে ডিসিপি সঞ্জীব যাদব ৩ থেকে ৮ ডিসেম্বর অনুষ্ঠিত শ্যুটিং প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করেন। মঙ্গলবার ২৫ মিটার শুটিং প্রতিযোগিতায় ডিসিপি সঞ্জীব যাদব রৌপ্য পদক জয় করেন।

দাবি মুকুলের

তিনের পাতার পর

ফেলা হচ্ছেঊ মেয়েদের শৌচাগার দুরমুশ করে দেওয়া হচ্ছেঊ না দেখলে বিশ্বাস করা যায় নাঊ বৃহস্পতিবার ২ টোয় আমরা ওখানে সমাবেশ করবঊ

বীরবাহাদুর সিংকে হত্যার চেষ্টার প্রতিবাদে মঙ্গলবার জাতীয়তাবাদীদের জোড়া মিছিল বার হয়। তাঁকে যে বা যারা হত্যার চেষ্টা করেছে, গতকাল রাতে তাদের ২৪ ঘন্টার মধ্যে গ্রেফতারের দাবি জানিয়েছেন বিজেপির সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক কৈলাস বিজয়বর্গীয়।

মেটিয়াবুরুজের গার্ডেনরিচ থানার অন্তর্গত এলাকায় বীরবাহাদুর সিংকে প্রকাশ্যে গুলি চালিয়ে হত্যার চেষ্টার চক্রান্তের বিরুদ্ধে এদিন প্রতিবাদ মিছিল বার হয়ঊ হিন্দু জাগরণ মঞ্চের তরফে ঘোষণা করা হয়, মেটিয়াবুরুজ হিন্দুস্থান, কোনো মিনি পাকিস্তান নয়।

বিপর্যয় মোকাবিলায় অসামরিক প্রতিরক্ষা বাহিনী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৪ ডিসেম্বর।। অসামরিক প্রতিরক্ষা বাহিনী একটি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা। সারা ভারতবর্ষে এ বাহিনীর সদস্য সদস্যারা যুদ্ধ, বন্যা, ভূমিকম্প, ঘূর্ণিঝড়, আগুন নেভানো, সন্ত্রাসবাদী হামলা বা অন্য কোন বিপর্যয়ে জরুরী প্রয়োজনে প্রশাসনকে সাহায্য করে থাকে। এ বাহিনীর সদস্যরা ব্যক্তিগতভাবে সমাজের বিভিন্ন পেশায় নিয়োজিত। স্বেচ্ছায় সামাজিক কর্তব্যবোধ থেকে বাহিনীভূক্ত হন এবং প্রয়োজনের মূহুর্তে এগিয়ে আসেন।

আমাদের দেশ ভারতবর্ষ। মোট আয়তন প্রায় ৩২,৮৭,২৯০ বর্গকিলোমিটার। দেশের ৮৫ ভাগ এলাকাই কোন না কোন বিপর্যয়ের সম্মখীন। বিশেষ'দের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী ভূ-প্রাক'তিকগত কিছু কারণে দেশের ৫৮ শতাংশ এলাকা ভূমিকম্প প্রবণ। ১২ শতাংশ এলাকা বন্যা, ৬৮ ভাগ খরা প্রবণ, ৮ শতাংশ এলাকা ঘূর্ণিঝড় ও সুনামি এবং ১৫-২০ শতাংশ এলাকা ভূমিধস প্রবণ। ৭৬.৫ বর্গকিলোমিটার নিয়ে রাজধানী শহর আগরতলার বর্তমান লোকসংখ্যা প্রায় ৪ লক্ষ ৩৮ হাজার (২০১৩ হিসাব অনুযায়ী)। প্রতি বর্গকিলোমিটারে লোকসংখ্যার ঘনত্ব প্রায় ৫,৭২৫ জন। ৯০,০০০ এর উপর ঘরবাড়ি। ত্রিপুরা রাজ্যের প্রায় তিন দিক দিয়েই বেস্টন করে আছে প্রতিবেশী রাষ্ট্র এবং এই আন্তর্জাতিক সীমানার জন্য এই অ'লে এই বাহিনীর ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। ত্রিপুরা রাজ্যের সমগ্র এলাকা অতিমাত্রায় ভূমিকম্প প্রবণ (জোন-৫) এবং ঘূর্ণিঝড় প্রবণ। সমতল এলাকার তিন ভাগ এলাকা বন্যা প্রবণ এবং পাহাড় বা টিলা এলাকার অর্ধেকেরও বেশি ভূমিধস প্রবণ। অন্যান্য আকমিক ঘটনা তো রয়েছেই।

মানুষ্যসৃষ্ট বা প্রাক'তিক বিপর্যয় যাই হউক না কেন, বেশি সংখ্যায় জীবনহানি ঘটতে পারে, আহত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে, সম্পত্তিহানি ঘটে, সরকারি বেসরকারি পরিকাঠামো ও পরিষেবা ব্যবস্থা বিপর্যস্ত হতে পারে। মানুষ বেরোজগার হতে পারে, উৎপাদন ব্যবস্থা বিঘিত হতে পারে। দালান কোঠাঘরবাড়ি পুরোপুরি বা আংশিকভাবে ভেঙ্গে পরতে পারে। এ সকল পরিস্থিতিতে জীবনহানি ও সম্পত্তি ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ কমানোর উদ্দেশ্যে এলাকার জনসাধারণকে বিপদ সম্পর্কে সঠিকভাবে অবগত করিয়ে, জনসচেতনতা কার্যসূচী গ্রহণ করে, বিপর্যয়কে মোকাবিলা করার জন্য স্থানীয়স্তরে যুবক-যুবতীদেরকে নিয়ে, স্কুল কলেজের ছাত্র-ছাত্রী, শিক্ষক-শিক্ষিকাদেরকে নিয়ে অসামরিক প্রতিরক্ষা দপ্তর বিভিন্ন প্রশিক্ষণ কর্মসূচি/ কর্মশালা/ আলোচনাচক্র ও মহড়া পরিচালনা করে থাকে। অতীতে অসামরিক প্রতিরক্ষা সংগঠনের সদস্যরা এ রাজ্যে দুর্যোগকালীন পরিস্থিতিতে, রাজ্য সরকার ও প্রশাসনের ডাকে সাড়া দিয়ে নিষ্ঠা ও শৃঙ্খলার সঙ্গে কাজ করার অনেক উল্লেখযোগ্য নজির স্থাপন করেছে।

১৯৭১ সনে ভারত পাকিস্থান যুদ্ধের সময় আগরতলা শহরে রাত্রিকালীন সময়ে ক্ষীণ প্রদীপ ও নিপ্রদীপ ব্যবস্থা যাহাতে শত্রু পক্ষ সঠিক নিশানায় আক্রমণ না করতে পারে তার ব্যবস্থা আরোপ করা হয়েছিল। শত্রুপক্ষের বিমান আক্রমনের সংকেত সাইরেন বাজিয়ে পূর্বেই সাধারণ মানুষকে জানিয়ে আক্রমণের ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ কমানোর চেষ্টা করেছে।

আহত মানুষদেরকে উদ্ধার, প্রাথমিক শুশ্রষা, তৎক্ষনাৎ হাসপাতালে পাঠানো, ত্রাণ শিবির পরিচালনা ও দেখভালের দায়িত্বও পালন করেছে ত্রিপুরা রাজ্যের অসামরিক প্রতিরক্ষা দপ্তর। ১৯৭৬ সনে আগরতলা শহরের সন্নিকটে বাধারঘাটের মাত'পল্লী এলাকায় প্রবল ঘূর্ণিঝড়ের সময় এ দপ্তর উদ্ধার ও ত্রাণ কার্যে অংশগ্রহণ করেছে। ১৯৮০ সনের জন মাসে জাতিগত বিরোধের সময় শান্তি সম্পীতি রক্ষায় এবং শহরের বিভিন্ন ত্রাণ শিবিরে পরিচালনায় দায়িত্ব পালন করে অসামরিক প্রতিরক্ষা দপ্তর যথেষ্ট সুনাম অর্জন করেছেন।

আগরতলা শহরে জি বি এবং আই জি এম হাসপাতালে অসামরিক প্রতিরক্ষার ৫২ জন স্বেচ্ছাসেবক ও স্বেচ্ছাসেবীকা রোগীর প্রাথমিক সেবা শুশ্রষা সম্পর্কে প্রশিক্ষণ নিয়েছে এবং গত ১৫ বছর যাবত কর্মরত ডাক্তারদের পরামর্শ অনুযায়ী রাত দিন সবসময় রোগীর পাশে থেকে রোগীর সেবা শুশ্রষা করে জনসাধারণ ও স্বাস্থ্য দপ্তরের যথেষ্ট প্রশংসা ও সুনাম অর্জন করেছে এবং তাদেরকে ত্রিপুরা সরকার ডি আর ডব্লিউ হিসাবে গণ্য করেছে। স্থানীয়স্তরে বিপর্যয় মোকাবিলার উদ্দেশ্যে এ দপ্তর গত পাঁচ বছরে মোট ১৫টি প্রশিক্ষণ শিবির পরিচালনা করে মোট ৩০০ জন ছাত্র-ছাত্রী, যুবক-যুবতী, শিক্ষক-শিক্ষিকা ও অন্যান্য পেশায় নিযুক্তদেরকে প্রশিক্ষণ প্রদান করেছে। তাছাড়া প্রতিবছর বন্যা পরিস্থিতি মোকাবিলায় প্রশাসনকে প্রয়োজনীয়ও সাহায্য করা হচ্ছে। রাজ্যে প্রতিবছর ভয়াবহ বন্যায় অসামরিক প্রতিরক্ষা দপ্তরের স্বেচ্ছাসেবকরা নিজের জীবনকে বাজি রেখে বহু মানুষের জীবন ও সম্পত্তি রক্ষায় এক বলিষ্ঠ ভূমিকা করা ছাড়াও পুলিশ প্রশাসনকে সাহায্য করার কাজে নিয়জিত থাকে। আগামী ২০২০ সনেও এ দপ্তর অনেক নতুন নতুন শিবির সংগঠিত করে আরও যুবক-যুবতীকে প্রশিক্ষণ দেবার আয়োজন করবে।

ত্রিপুরা রাজ্যে অসামরিক প্রতিরক্ষা দপ্তরের কাজকর্ম শুধু পশ্চিম ত্রিপুরা জেলাতেই সীমাবদ্ধ ছিল কিন্তু বর্তমানে রাজ্য সরকার স্বরাষ্ট্র দপ্তরের অতিরিক্ত সচিবকে অধিকর্তা করে এ দফতরের কাজকর্ম সমগ্র ত্রিপুরা রাজ্যে প্রসারিত করার উদ্দেশ্যে নতুনভাবে কাজ শুরু করেছে। রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট প্রস্তাব পাঠানো হয়েছে। আমরা আশাবাদী যে খুব সহসায় কেন্দ্রীয় সরকারের অনুমোদন পাওয়া যাবে। কেন্দ্রীয় প্রকল্পের আর্থিক সহায়তায় বিশালগড় মহকুমার পূর্ব গকুলনগরে সিভিল ডিফেন্স এর জন্য একটি ট্রেনিং ইনস্টিটিউট এর নির্মাণ কাজ সম্পর্ণ হয়েছে এবং স্বেচ্ছাসেবক ও স্বেচ্ছাসেবিকাদের প্রশিক্ষণের কাজও শুরু হয়েছে। প্রতি বছর ৬ই ডিসেম্বর তারিখটি সারা ভারতবর্ষে অসামরিক প্রতিরক্ষা ও গৃহরক্ষী বাহিনীর স্থাপনা দিবস হিসাবে পালন করা হয়। সারা দেশের সঙ্গে ত্রিপুরা রাজ্যেও এ বছর এ দিনটি ৫৭তম অসামরিক প্রতিরক্ষা ও গৃহরক্ষী বাহিনী দিবস হিসাবে আমরা যথাযথ মর্যাদার সঙ্গে পালন করতে যাচ্ছি। অসামরিক প্রতিরক্ষা বাহিনীর সদস্য হয়ে প্রশিক্ষণ নিয়ে দেশের সংকট মোচনে আত্মনিয়োগ করুন। নিজে বাচঁন অপরকেও বাচাঁতে এগিয়ে আসুন।

এসডিএম

● **প্রথম পাতার পর**

পেঁয়াজ বিক্রি করেছেন। কিন্তু, ফঁড়েদের কারণে ক্রেতারা অনেক বেশি দাম দিয়ে পেঁয়াজ কিনছেন। তাঁর দাবি, অন্তত চারটি হাত বদল হয়ে পাইকারি বাজার থেকে পেঁয়াজ গৃহস্থের ঘড়ে পৌছাচ্ছে। স্বাভাবিক ভাবেই মূল্য বৃদ্ধি সাধারণ মানুষকে দিশেহারা করে ফেলেছে।

সদর মহকুমা শাসক বলেন, আপাতত রাজ্যের পাইকারী ব্যবসায়ীরা গুয়াহাটি থেকে পেঁয়াজ করছেন। ব্যবসায়ীদের দাবি অনুযায়ী, তাঁদের চড়া দামে পেঁয়াজ কিনতে হচ্ছে। ফলে, পেঁয়াজের মূল্য নিয়ন্ত্রণে আসছে না। সদর মহকুমা শাসক জানান, বাজার গুলিতে নজরদারী জারি রয়েছে। বেআইনী মজুতদারদের বিরুদ্ধেও ব্যবস্থা নেওয়ার নির্দেশ আছে। তিনি আশা প্রকাশ করে বলেন, আগামী কিছু দিনের মধ্যে পেঁয়াজের মূল্য স্বাভাবিক হতে পারে।

পেঁয়াজের মূল্য বৃদ্ধি নিয়ে খাদ্যমন্ত্রী মনোজ কান্তি দেব বলেন, রাজ্যে গণবন্টন ব্যবস্থায় পেঁয়াজ সরবরাহের পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছিল। কিন্তু, নানা জটিলতার কারণে তা সম্ভব হয়নি। তিনি বলেন, নাসিক থেকে নাফেডের মাধ্যমে ১৫.৭০ পয়সা কেজি দরে ১৮৫০ মেট্রিকটন পেঁয়াজ রাজ্যের জন্য ব্যবস্থা হয়েছিল। কিন্তু, পরিবহন জটিলতার কারণে ওই পেঁয়াজ রাজ্যে আনা সম্ভব হয়নি। তিনি বলেন, ওই পেঁয়াজ রেলের মাধ্যমে আনতে চেয়েছিলাম। কিন্তু, ৮ ঘন্টায় পেঁয়াজ কনটেইনারে লোড করার রেলওয়ের শর্ত মানেনি নাফেড। তাই, বিকল্প ব্যবস্থা হিসেবে সড়ক পথে পেঁয়াজ আনার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছিল। কিন্তু, তাতেও গুয়াহাটি দিয়ে রাজ্যে পেঁয়াজ আনার ক্ষেত্রে প্রচুর পরিবহন ব্যয় হচ্ছে। তাই, সেই পথেও পেঁয়াজ আনা যায়নি। তাঁর দাবি, রাজ্যে ব্যবসায়ীদের সাথে ঘনঘন পেঁয়াজের মূল্য বৃদ্ধি নিয়ে আলোচনা করা হচ্ছে। তাছাড়া, বেআইনি মজুতদারদের বিরুদ্ধে প্রশাসন কঠোর পদক্ষেপ নিচ্ছে। এই ভাবেই পেঁয়াজের মূল্য স্বাভাবিক রাখার চেষ্টা চলছে, দাবি করেন খাদ্য মন্ত্রী।

এদিকে, রাজ্যের দ্রব্যমূল্যের ক্রমাগত উর্দ্ধগতি, নারীনির্যাতন, হত্যা, ইত্যাদির প্রতিবাদ করে নিজ বাসভবনে সাংবাদিক সম্মেলনের আয়োজন করলেন প্রাক্তন পিসিসি সভাপতি গোপাল রায়, রাজ্যে ক্রমাগত দ্রব্যমূল্যের উর্দ্ধগতি নারী নির্যাতন, হত্যা, বিশ্ব দিব্যাঙ্গন দিবসে দিব্যাঙ্গন মেয়েকে পুড়িয়ে হত্যা, এক কথায় এক অস্বাভাবিক পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে দিন অতিবাহিত হচ্ছে সাধারণ মানুষের অথচ মুখ্যমন্ত্রীর সেই দিকে কোন দৃষ্টিপাত নাই। জনসভায় শুধু একের পর এক উল্টা পাল্টা মন্তব্য করে চলেছেন। রাজ্যে যে সরকারটা চলছে সেটা হচ্ছে জুমলা সরকার।

জনসাধারণের জন্য কাজ করার কথা অঙ্গীকার করলেও কোন কাজই করেনি ২০ মাসের এই সরকার। নির্বাচনের পূর্বে ভিষণ ডকুমেন্ট নিয়ে বলেছিল সরকার আসলে ১০৩২৩ শিক্ষকদের ব্যাপারটি মানবিকতার দৃষ্টিতে দেখে ব্যবস্থা করবে কিন্তু এখন যখন তার চাকরীচ্যুত হতে যাচ্ছে তখন কিন্তু সরকার নীরব দর্শক। বুধবার আগরতলায় নিজ বাসভবনে এক সাংবাদিক সম্মেলনে এই তথ্যগুলি তোলে ধরে সরকারে সমালোচনা করেন। প্রাক্তন বিধায়ক কংগ্রেস নেতা গোপাল রায়। গোপাল বাবু বলেন দেশের সঙ্গে তাল মিলিয়ে রাজ্যেও বেকার বৃদ্ধি পাচ্ছে। দ্রব্যমূল্য মানষের হাতের নাগালের বাইরে চলে গেছে এ যেন এক অস্বস্তিকর অবস্থা।

তিনি বলেন সারা দেশে মোদি সরকার এর আমলে এমন একটা পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে দেশের মানুষ কোনদিন ভাবতে পারেনি এমন পরিস্থিতির মুখো মুখি হতে হবে।

রাজ্যে ক্রমাগত দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির প্রতিবাদে কোন রাজনৈতিক দল মাঠে না নামলেও গোপাল বাবু পেঁয়াজের মালা গলায় পড়ে সাংবাদিক সম্মেলনে প্রতিবাদ জানালেন।

চুড়াইবাড়ি

● **প্রথম পাতার পর**

একজন কনস্টেবল সামান্য মাইনা পেয়ে প্রতিমাসে ৩০ থেকে ৪০ হাজার টাকা ধার দিয়ে থাকেন অন্যান্য সহকর্মীদের মধ্যে। তাহলে কি বাঁকা পথে উনার কোন দুনম্বরী রোজগার রয়েছে ? আর থাকবে নাই বা কেন, সিনিয়র কনস্টেবল বলে কথা।

এমনকি ঐ গুনধর সিনিয়র কনস্টেবল কিছুদিন চুড়াইবাড়ি থানার ডিউটি বাটার দায়িত্বে ছিলেন।আর সেই সময় অন্যান্য পুলিশকর্মীদের সুবিধা পাইয়ে দিতেন রঙিন বোতলের বিনিময়ে, এমনটাও অভিযোগ রয়েছে। আর সেই বিষয়ে জেলার পুলিশ সুপারের হস্তক্ষেপ কামনা করছেন সকলে। এখন দেখার বিষয় উর্দতন কর্তৃপক্ষ এই বিষয়টির দিকে কতটুকু দৃষ্টিপাত করেন।

আইএনপিটির

● **প্রথম পাতার পর**

জানান, তাদের জন্য থাকা ও খাওয়ার বন্দোবস্ত করা হয়েছে। কাল সকাল হতেই অবরোধে নেমে পড়ব আমরা, বলেন তিনি। তাঁর দাবি, আগামীকাল জাতীয় সড়ক ও রেল অবরোধে প্রায় ২,০০০ আইএনপিটি সমর্থক অংশ নেবেন।

এদিকে, আহূত অবরোধকে ঘিরে পুলিশি ব্যবস্থা জোরদার করা হয়েছে। ত্রিপুরায় আইন-শৃঙ্খলা বজায় রাখার জন্য অবরোধস্থলে পর্যাপ্ত পুলিশ ও টিএসএআর মোতায়েন করা হবে। তবে, তাঁরা শান্তিপূর্ণ গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে অবরোধ কর্মসূচি পালন করবেন বলে জানিয়েছেন জগদীশ দেববর্মা। আগামীকাল রেল পরিষেবা এই অবরোধের জেরে ব্যাহত হতে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। তবে রেলের তরফে ট্রেন সূচিতে কোনও পরিবর্তন এখনও আনা হয়নি।

পূর্বোত্তর সীমান্ত রেলওয়ে মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক শুভানন চন্দ জানিয়েছেন, অবরোধের কারণে ট্রেনসূচিতে কোনও বদল হয়নি। তবে, আইন-শৃঙ্খলার অবনতি হলে ট্রেন চালানো হবে না। তিনি বলেন, আইন-শৃঙ্খলার বিষয় ত্রিপুরা সরকারের এক্তিয়ারে। ফলে, সমস্ত কিছু রাজ্য সরকারের উপর নির্ভর করছে।

মঞ্জুর

● **প্রথম পাতার পর**

নষ্ট এবং সাক্ষীদের প্রভাবিত করতে পারবেন না তিনি। এখানেই শেষ নয়, আইএনএক্স মিডিয়া মামলায় প্রেস সাক্ষাতার অথবা প্রকাশ্যে বিবৃতি দিতে পারবেন না তিনি।

আইএনএক্স মিডিয়া অর্থ তছরুপের দায়ে সিবিআই-এর দায়ের করা মামলায় আগেই জামিন পেয়েছিলেন পি চিদম্বরম। বুধবার ইডি-র মামলাতেও জামিন মঞ্জুর হল পি চিদম্বরমের। আইএনএক্স মিডিয়া অর্থ তছরুপ মামলায় প্রবীণ কংগ্রেস নেতা পি চিদম্বরমকে প্রথমে গ্রেফতার করেছিল সেন্ট্রাল ব্যুরো অফ ইনভেস্টিগেশন (সিবিআই)। গত ২১ আগস্ট পি চিদম্বরমকে গ্রেফতার করেছিল সিবিআই। ২২ অক্টোবর সিবিআই-এর মামলায় সুপ্রিম কোর্টে জামিন পান পি চিদম্বরম। এরপর গত ১৬ অক্টোবর পি চিদম্বরমকে গ্রেফতার করেছিল এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি)। বহু দিন দিল্লির তিহাড় জেলে বন্দি থাকার পর এবার ইডি-র মামলাতেও জামিন পেলেন পি চিদম্বরম।

নিখোঁজ বিজ্ঞপ্তি

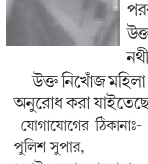

সর্বধারণের অবগতির জন্য জানানো যাইচেছে যে, উপরোক্ত ছবিতে দেওয়া মহিলার নাম শ্রীমতি রত্না গোয়ালা, বয়স ৩২ বঠসর, স্বামী শ্রী মহেশ আরীহক, গ্রামঃ ছোটসুরমা কমলপুর থানা- কমলপুর, জেলাঃ ঝখধলাই, ৫ ফুট, গায়ের রঙঃ-ফর্সা, পরনে লাল রং এর শাড়ি, উক্ত মহিলা গত ২৩/১০/২০১৯ ইং তারিখে নিজ বাড়ি হইতে বেরিয়ে যায়, এখন পর্যন্ত সে বাড়িতে আর ফিরিয়া আসে নাই। পরবর্তী সময়ে অনেক খোঁজা-খুঁজির পরও তাহাকে খোঁজিয়া পাওয়া যায় নাই। উক্ত বিষয়ে কমলপুর থানায় গত ২৫/১০/২০১৯ ইং তারিখে একটি জেনারেল ডায়েরি নথীভুক্ত করা হইয়াছে, যাহার নং ২৬। উক্ত বিষয়ে তদন্ত প্রক্রিয়া শুরু হইয়াছে।

উক্ত নিখোঁজ মহিলা সম্বন্ধে কাহারো কোন তথ্য জানা থাকিলে নিম্নোক্ত ঠিকানায় জানানোর জন্য অনুরোধ করা যাইতেছে।

যোগাযোগের ঠিকানাঃ-
পুলিশ সুপার,
ধলাই জেলা, আমবাসা
দুরাভাষ নম্বর
০৩৮-২৬-২৬৭২৫৯ (পুলিশ কন্ট্রোল, ধলাই)
০৩৮ ২৬-২৬৭২৫৮ (অফিস)
৯৪৩৬৯৭২৬৮০ (মোবাইল)
৮৭৩১৮০০৪৭৭ (মোহাইল)

স্বাক্ষর অস্পষ্ট
পুলিশ সুপার
ধলাই জেলা, অমবাসা

ICA-D/1356/19-20

সন্ধান চাই

Ref : Airpory PS GDE NO- 21 dt 26-11-2019

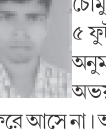

পাশের ছবিটি শ্রী সুশান্ত দেবনাথ, পিতা- শ্রী উদ্ধব দেবনাথ, সাং- খাস চৌমুহনি, থানা- মেলাঘর, জেলা সিপাহীজলা, বয়স ২৩ বছর উচ্চতা, ৫ ফুট ৫ ইঞ্চি গায়ের রং শ্যামলা। গত ২১-১১-২০১৯ ইং সকাল অনুমানিক ৬টা ৩০ মিঃ গান্ধি গ্রাম তার ভারা বাড়ি হয়তো আগতলা অভয়নগর যাওয়ার উদ্দেশ্যে বাহির হইয়া যায়। কিন্তু আর বাড়ি ফিরে আসে না। অনেক খোঁজা খুঁজে করার পরও তাহার কোন সন্ধান পাওয়া যায় নি।

উপরে উল্লেখিত ব্যক্তির সম্বন্ধে কাহার ও কোন তথ্য জানা থাকিলে নিম্ন লিখিত ঠিকা নায় ও ফোন নম্বরে যোগা যোগ করার জন্য অনুরোধ রাইল

১) পুলিশ সুপার (পশ্চিম ত্রিপুরা)- ০৩৮১-২৩২ ৩৫৮৬
২) সিটি কন্ট্রোল- ০৩৮১-১২১-৫৭৮৪/১০০
৩) এয়ার পোর্ট থানা- ০৩৮১-২৩৪-২২৫৮

স্বাক্ষর অস্পষ্ট
পুলিশ সুপার
পশ্চিম ত্রিপুরা

ICA/D/1358/19-20

াঙ্গন

কোথায় কখন দেখবেন ইস্টবেঙ্গল বনাম রিয়াল কাশ্মীর ম্যাচ

বুধবারেই আইলিগ অভিযান শুরু করছে ইস্টবেঙ্গল। কল্যাণীতে প্রথম ম্যাচে লাল-হলুদের প্রতিপক্ষ রিয়াল কাশ্মীর এফসি। গত মরশুমে অল্পের জন্য খেতাব হাতছাড়া হয়েছিল ইস্টবেঙ্গলের। শেষদিনে গোকুলম কেরালাকে হারালেও চেন্নাই সিটি এফসি-র কাছে এক পয়েন্টে পিছিয়ে পড়ে।গত মরশুমে আলেহান্দ্রো মেনেন্ডেজের কোচিংয়েই ঘরের মাঠে ড্র করেছিল কাশ্মীরের বিপক্ষে। তবে শ্রীনগরে অ্যাওয়ে ম্যাচে ৩ পয়েন্ট পকেটে পুরেছিল। সেটাই আপাতত নতুন মরশুমে কাশ্মীরের বিরুদ্ধে খেলতে নামার আগে মানসিকভাবে এগিয়ে রাখছে ইস্টবেঙ্গলকে।ডার্বি বাদে এবার কল্যাণীতেই হোম ম্যাচ খেলতে হবে কলকাতার দুই প্রধানকে। সেই ম্যাচেই প্রতিদ্বন্দ্বিতা শুরুর আগে ইস্টবেঙ্গল বস আলেহান্দ্রো বলছিলেন, "রিয়াল কাশ্মীর কঠিন প্রতিপক্ষ। ওদের রক্ষণ ভাঙা ভীষণ মুশকিল। আমরা প্রত্যেকেই জানি, মাঠে রিয়াল কাশ্মীর কতটা প্রতিদ্বন্দ্বিতা ছুড়ে দিতে পারে। ভাল খেলতে আমরা মুখিয়ে। মাঠে নেমে নিঁখুত ফুটবল উপহার দেওয়ার পাশাপাশি সুযোগের সদ্ব্যবহার করতে হবে আমাদের।"কাশ্মীরের রক্ষণ ভাঙতে আলেহান্দ্রোর ভরসা উইং প্লেপাশাপাশি তিনি আরও জানান, "আইলিগে এবার ট্রফি জিততে হলে হোম ম্যাচ থেকে পুরো পয়েন্ট ঘরে তুলতেই হবে। নাহলে লিগের শেষদিকে সমসায় পড়তে হতে পারে। আমার বিশ্বাস ম্যাচে হাড্ডাহাড্ডি লড়াই হবে।"রিয়াল কাশ্মীর গত মরশুমে স্বপ্নের ফুটবল উপহার দিয়েছে। প্রথমবার আইলিগে কোনও কাশ্মীরের দল হিসেবে খেলতে নেমেই তৃতীয় স্থান অর্জন করে। একসময় ইস্টবেঙ্গল, চেন্নাই সিটি এফসির সঙ্গে খেতাব জয়ের বিষয়ে অন্যতম দাবিদার ছিল রিয়াল কাশ্মীর এফসি। ২০ ম্যাচে ৩৭ পয়েন্ট নিয়ে রিয়াল কাশ্মীর প্রথম আইলিগ অভিযান শেষ করেছিল।রিয়াল কাশ্মীরের হয়ে এবারেও ফুল ফোটাতে পারেন কোচ ডেভিড রবার্টসনের পুত্র ম্যাসন রবার্টসন। যেকোনও পজিশনে খেলতে দক্ষ ম্যাসন। গতবার বেশ কিছু ম্যাচ তিনি একাই কাশ্মীরকে জিতিয়েছিলেন। পাশাপাশি, কোচ রবার্টসনকে ভরসা জোগাতে থাকছেন নেরোকা এফসি-র প্রাক্তন স্ট্রাইকার সুভাষ সিং, উইঙ্গার ক্যালাম মিচেল হিগিনবোথাম। স্কটিশ চ্যাম্পিয়নশিপ দল ডানফারমিলনে অ্যাথলেটিক ক্লাব থেকে যিনি সদ্য কাশ্মীরে যোগ দিয়েছেন শতবর্ষের চমক! মাঞ্চেস্টার ইউনাইটেডের সঙ্গে খেলতে পারে ইস্টবেঙ্গলইস্টবেঙ্গল বনাম রিয়াল কাশ্মীর ম্যাচ কখন?ইস্টবেঙ্গল বনাম রিয়াল কাশ্মীর ম্যাচটি বুধবার ৪ ডিসেম্বর খেলা হবে।ইস্টবেঙ্গল বনাম রিয়াল কাশ্মীর ম্যাচ শুরু হচ্ছে কখন?ইস্টবেঙ্গল বনাম রিয়াল কাশ্মীর ম্যাচ বিকাল ৫টায় শুরু হবে।ইস্টবেঙ্গল বনাম রিয়াল কাশ্মীর ম্যাচ কোথায় খেলা হচ্ছে?ইস্টবেঙ্গল বনাম রিয়াল কাশ্মীর ম্যাচ বিকাল ৫টায় কল্যাণী পুরসভার কল্যাণী স্টেডিয়ামে আয়োজিত হবে।ইস্টবেঙ্গল বনাম রিয়াল কাশ্মীর ম্যাচ কোন চ্যানেলে সম্প্রচারিত হবে?স্টবেঙ্গল বনাম রিয়াল কাশ্মীর ম্যাচ ডি স্পোর্টসে সম্প্রচারিত হবে।ইস্টবেঙ্গল বনাম রিয়াল কাশ্মীর ম্যাচ লাইভ স্ট্রিমিং দেখবেন কীভাবে?ইস্টবেঙ্গল বনাম রিয়াল কাশ্মীর ম্যাচটি জিও টিভি ও এয়ারটেল টিভিতে লাইভ স্ট্রিমিং দেখা যাবে।

একদিন নিশ্চই লারার রেকর্ড ভাঙার সুযোগ পাব, আক্ষেপের সুর ওয়ার্নারের গলায়

ডেভিড ওয়ার্নার অ্যাডিলেডে মার্ক টেলর ও ডন ব্র্যাডম্যানের রেকর্ড ভেঙে যখন এগিয়ে চলেছিলেন তখন কেউ ভাবতে পারেননি তাঁকে লারার চারশো রানের রেকর্ড ভাঙার সুযোগটাই দেওয়া হবে না। ওয়ার্নার ৩৩৫ রানের অপরাজিত থাকার সময় ইনিংস ছেড়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়ার পর অস্ট্রেলিয়ার ক্রিকেট মহল থেকে শুরু করে গোটা ক্রিকেট বিশ্ব সমালোচনা করেছিল অস্ট্রেলিয়ার অধিনায়ক টিম পাইনের। তারপর পাকিস্তানের বিরুদ্ধে ম্যাচ যখন তিন দিনে শেষ হয়ে গেল তখন সেই সমালোচনার সুর আরও চড়াও হয়েছে। এতদিন এই নিয়ে তেমন কিছু মন্তব্য না করলেও এবার ওয়ার্নারের গলা থেকে বেড়িয়ে এল আক্ষেপের সুরটা। একদিন নিশ্চই লারার রেকর্ড ভাঙার সুযোগ পাব।বুধবার ডেভিড ওয়ার্নারের সঙ্গে দেখা করেছেন ব্রায়ান লারা। ওয়ার্নার যেদিন মাঠে নেমে ৩৩৫ রানের ইনিংস খেলছিলেন সেদিন অ্যাডিলেডেই ছিলেন ব্রায়ান। রেডিওতে কমেন্টি শুনছিলেন আর মাঠে যাওয়ার জন্য তৈরিও হচ্ছিলেন তিনি। সামনে থেকে ওয়ার্নারকে শুভেচ্ছা জানাতে চলেছিলেন ক্রিকেটার রাজপুত্র। কিন্তু টিম পাইন যেমন ওয়ার্নাকরে সুযোগ দেননি। তেমনই লারাকেও সুযোগ দেননি। অস্ট্রেলিয়ার টিম ম্যানেজমেন্টের সিদ্ধান্ত মেনে নিতে পারেননি লারাও। কিছুটা ক্ষোভের সুরেই বলেছিলেন, একটা সুযোগ দেওয়া যেত। অনন্ত টি পর্যন্ত। বুধবার যখন দুই তারকার দেখা হল তখন ছবি তুলে নিজের সোশ্যাল মিডিয়া অ্যাকাউন্টে পোস্ট করলেন লারা। লিখলেন এককফ্রেমে অপরাজিত ৭৩৫। লারা করেছিলেন অপরাজিত ৪০০, ওয়ার্নারের সংগ্রহ অপরাজিত ৩৩৫।কই ছবি নিজের সোশ্যাল মিডিয়া অ্যাকাউন্টে পোস্ট করেছেন ডেভিড ওয়ার্নারও। সেখানেই তিনি লেখেন, "এক লেজেন্ডের সঙ্গে দেখা করে গর্বিত। আশা আরও একবার ৪০০ রান করার সুযোগ পাব। এই পোস্ট দেখেই ক্রিকেট মহল মনে করছে সেদিন ক্ষোভ প্রকাশ না করলেও, ডেভিড ওয়ার্নারও কিছুটা হলেও ক্ষুব্ধ এত কাছে এসেও টেস্টে ব্যক্তিগত সর্বোচ্চ রানের নতুন রেকর্ড গড়ার সুযোগ না পেয়ে।

ভারতীয় পেসারদের সাফল্যের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন কপিল, দাবি বিশপের

ভারতীয় পেসারদের সাফল্যের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন কপিল, দাবি বিশপেরজসপ্রীত বুমরা, মহম্মদ শামি, ইশান্ত শর্মা ও উমেশ যাদব সম্বলিত ভারতের বোলিং আক্রমণকে এই মুহূর্তে বিশ্বের অন্যতম সেরা হিসেবে দেখা হচ্ছে। টিম ইন্ডিয়ার বর্তমান বোলিং বিভাগকে দেশের মধ্যে সর্বকালের সেরা হিসেবেও দেখছেন অনেকে। সেই দলেই রয়েছেন ওয়েস্ট ইন্ডিজের ফাস্ট বোলিং লেজেন্ড ইয়ান বিশপও। তবে তাঁর মতে, ভারতীয় লেজেন্ড কপিল দেব যে ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেছিলেন, তার ফসল বুমরা-শামি-ইশান্তরা।শুরুটা করেন কপিলএকটা সময় ছিল যখন ভারতকে ব্যাটসম্যানের দেশ হিসেবে গণ্য করত বিশ্ব। ভারতের স্পিন অ্যাটাক ছিল বিশ্বের অন্যতম সেরা। কিন্তু ভারতীয় লেজেন্ড কপিল দেব প্রথম সেই ধারণায় পরিবর্তন ঘটিয়েছিলেন বলে দাবি ওয়েস্ট ইন্ডিজের কিংবদন্তী ইয়ান বিশপের। ভারত থেকেও যে দক্ষ ফাস্ট বোলাররা উঠে আসতে পারেন, কপিলই তা প্রথম দেখিয়েছিলেন বলে দাবি ক্যারিবিয়ান লেজেন্ডের।কপিলের পদাঙ্ক অনুসরণ করেলেজেন্ড কপিল দেবের পদাঙ্ক অনুসরণ করে ভারতীয় ক্রিকেটে জভাগাল শ্রীনাথ, জাহির খান, মুনাফ প্যাটেল, শ্রীশান্তরা ভারতীয় দলের পেস বিভাগরে সম্বৃদ্ধ করেছেন বলে দাবি ইয়ান বিশপের। তাঁর কথায়, কপিল দেবের তৈরি জমিতেই বুমরা-শামি-ইশান্তরা ফুল ফোটাচ্ছেন।বিরাট কোহলির প্রশংসাঅধিনায়ক হিসেবে বিরাট কোহলি যেভাবে ভারতের ফাস্ট বোলারদের বিকশিত হওয়ার সুযোগ দিচ্ছেন, তা দেখে মুগ্ধ হয়েছেন ইয়ান বিশপ। তাঁর কথায়, অধিনায়ক পাশে না দাঁড়ালে জসপ্রীত বুমরার মতো বিরল প্রতিভার বিকাশ হয়তো ঘটতো না। একই সঙ্গে ফাস্ট বোলার হিসেবে মহম্মদ শামি ও ইশান্ত শর্মার উত্তরণেও বিরাট কোহলির বড় ভূমিকা আছে বলে বিশ্বাস করেন ক্যারিবিয়ান লেজেন্ড।ভরত অরুণের প্রশংসাজসপ্রীত বুমরা, মহম্মদ শামি, ইশান্ত শর্মা ও উমেশ যাদব সম্বলিত ভারতের বোলিং আক্রমণকে এই মুহূর্তে বিশ্বের অন্যতম সেরা হিসেবে দেখা হচ্ছে। এই সাফল্যের পিছনে টিম ইন্ডিয়ার বোলিং কোচ ভরত অরুণের বড় ভূমিকা আছে বলে মনে করেন ইয়ান বিশপ।আগামীজসপ্রীত বুমরা, মহম্মদ শামি-দের পর ভারতের পরবর্তী ফাস্ট বোলিং প্রজন্ম তৈরি বলে মনে করেন ইয়ান বিশপ। উত্তরপ্রদেশের ২১ বছরের শিবম মাভি ও রাজস্থানের কমলেশ নাগারকোটির জোরে বোলিং তাঁর পছন্দের বলে জানিয়েছেন ওয়েস্ট ইন্ডিজ লেজেন্ড।

কোপা আমেরিকায় আর্জেন্তিনার গ্রুপে অস্ট্রেলিয়া

বুয়েনস এয়ার্স: আসন্ন কোপা আমেরিকার গ্রুপ লিগে আর্জেন্তিনার সঙ্গে লড়াই চালাতে হবে অস্ট্রেলিয়াকে। কাতার প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবে ডিফেন্ডিং চ্যাম্পিয়ন ব্রাজিলের সঙ্গে।২০২০ সালে যৌথভাবে কোপা আমেরিকা আয়োজন করবে আর্জেন্তিনা ও কলম্বিয়া। ১২ দলের টুর্নামেন্টে দক্ষিণ আমেরিকার ১০টি দল অংশ নেবে। অতিথি দল হিসাবে এবার কোপায় খেলতে নামবে অস্ট্রেলিয়া ও কাতার। ১২টি দলকে দু"টি গ্রুপে ভাঙা হয়েছে। প্রতিটি গ্রুপে ৬টি করে দল পরস্পরের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবে। অস্ট্রেলিয়া অন্যতম আয়োজক আর্জেন্তিনার সঙ্গে "এ" গ্রুপে জায়গা পেয়েছে। ২০২২ ফিফা বিশ্বকাপের আয়োজক কাতার "বি" গ্রুপে স্থান পেয়েছে গতবারের চ্যাম্পিয়ন ব্রাজিলের সঙ্গে।আর্জেন্তিনা ছাড়াও "এ" গ্রুপে অস্ট্রেলিয়া খেববে অস্ট্রেলিয়া, বলিভিয়া, উরুগুয়ে, চিলি ও প্যারাগুয়ের সঙ্গে। এশিয়ান চ্যাম্পিয়ন কাতার "বি" গ্রুপে ব্রাজিল ছাড়াও মাঠে নামবে ভেনেজুয়েলা, ইকুয়েডর, পেরু ও অপর আয়োজক কলম্বিয়ার বিরুদ্ধে।এই প্রথমবার কোপা আমেরিকায় আমন্ত্রিত দল হিসাবে খেলতে নামবে অস্ট্রেলিয়া। কাতার গতবারও কোপা আমেরিকায় অংশ নিয়েছিল। দু"টি গ্রুপ থেকে চারটি করে দল কোয়ার্টার ফাইনালে জায়গা করে নেবে। ঘরের মাঠে উদ্বোধনী ম্যাচে আর্জেন্তিনা মুখোমুখি হবে চিলির। বুয়েনস এয়ার্সের মনুমেন্টাল স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত হবে উদ্বোধনী ম্যাচ। ফাইনাল ম্যাচটি খেলা হবে কলম্বিয়ায়। নতুন বছরের ১২ জুন শুধু হবে পরবর্তী কোপা আমেরিকা। চলবে ১২ জুলাই পর্যন্ত।গ্রুপ-এ: আর্জেন্তিনা, অস্ট্রেলিয়া, বলিভিয়া, উরুগুয়ে, চিলি ও প্যারাগুয়ে।গ্রুপ-বি: কলম্বিয়া, ব্রাজিল, কাতার, ভেনেজুয়েলা, ইকুয়েডর ও পেরু।বিশ্বমানের বাঁক খাওয়ানো গোলে ভাইরাল জেসুস, ৪-১ জয় সিটিরইংলিশ প্রিমিয়র লিগের ম্যাচে বার্নলে এফসিকে ৪-১ গোলে হারাল ম্যাঞ্চেস্টার সিটি। ব্লু-ব্রিগেডের হয়ে ম্যাচের দুই অর্ধে দুটি গোল গ্যাব্রিয়েল জেসুসের। ২৪ ও ৫০ মিনিটে গোল করেন জেসুস।২৪ মিনিটে বার্নলের বক্সের ভিতর ডান পায়ের বাঁক খাওয়ো শটে গোলকিপারকে পরাস্ত করে পোস্টের বাঁ-দিকের জাল কাঁপিয়ে দলকে এগিয়ে দেন জেসুস।দর্শনীয় গোলে ফুটবল দুনিয়ার মন ভরিয়েছেন ব্রাজিল ফুটবলার। দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতেই এরপর পা ঠেকিয়ে নিজের দ্বিতীয় গোলটি করেন জেসুস।দলের হয়ে দ্বিতীয়ার্ধে অন্য দুটি গোল রদ্রি ও রিয়াদ মাহারেজের। নির্ধারিত সময়ের ১ মিনিট আগে বার্নলের হয়ে(৮৯মি) রবার্ট ব্র্যাডি গোল করে ব্যবধান কমান। সব মিলিয়ে ৩ গোলের ব্যবধানে সিটি ম্যাচ জিতে নেয়। এই নিয়ে লিগে ১৫ ম্যাচ খেলে ১০টিতে জয় সিটির। পেপ গুয়ার্দিওয়ালার দল ২টি ড্র ও ৩টি ম্যাচ হেরেছে। ১৫ ম্যাচ শেষে ৩২ পয়েন্ট নিয়ে এই মুহূর্তে দল লিগের দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে।১৪ ম্যাচের মধ্যে ১৩টিতে জিতে ৪০ পয়েন্ট নিয়ে লিগের শীর্ষস্থানে রয়েছে লিভারপুল। দ্যি রেডসদের থেকে এই মুহূর্তে ম্যাঞ্চেস্টার সিটি ৮ পয়েন্টে পিছিয়ে রয়েছে। অন্যদিকে লিগে এবার দারুণ খেলে ১৪ ম্যাচের ১০টিতে জয় , ২টি ড্র ও ২টি হারের পর ৩২ পয়েন্ট নিয়ে লেস্টার সিটি তিন নম্বরে উঠে এসেছে। তবে ১০ ম্যাচ শেষে মাত্র ৪টিতে জিতে ১৮ পয়েন্ট নিয়ে দশ নম্বরে নেমে এসেছে ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেড।

টি-২০ সিরিজ শুরু হওয়ার আগে কায়রন পোলার্ড দিলেন বিরাট অ্যান্ড কোম্পানিকে বড়ো হুঁশিয়ারি

আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে টি-২০ সিরিজ হেরে আসা ওয়েস্টইন্ডিজের দল এখন ভারতের বিরুদ্ধে ভারতের মাটিতে টি-২০ সিরিজ খেলবে। অন্যদিকে ভারতীয় দল নিজেদের দেশে বাংলাদেশ আর দক্ষিণ আফ্রিকাকে হারিয়েছে। এখন টি-২০ সিরিজ শুরুর আগে ওয়েস্টইন্ডিজের অধিনায়ক কায়রন পোলার্ড ভারতীয় দলকে হুঁশিয়ারি দিয়েছেন।কায়রন পোলার্ড দিলেন ভারতীয় দলকে হুঁশিয়ারিহায়দ্রাবাদে টি-২০ সিরিজের শুরুর আগেই ওয়েস্টইন্ডিজ অধিনায়ক কায়রন পোলার্ড অনেক বড়ো বয়ান দিয়েছেন। তিনি ইএসপিএন ক্রিকইনফোর সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে বলেছেন যে,'আমরা একটা মজবুত বিপক্ষ দলের বিরুদ্ধে খেলতে আসছি। আমরা ওখানে কমজুরি দেখাব, যা সঠিকও, কিন্তু যদি আমরা নিজেদের ক্ষমতা আর স্কিলের উপর বিশ্বাস করি তো সিরিজের ফলাফল যা খুশি হতে পারে। এখনো কিছু জায়গা রয়েছে যেখানে আমাদের উন্নতি করতে হবে'।তিনি আগে বলেন যে,'যদি আমরা সেটা করতে সফল হই তো বেশিরভাগ সময় ফলাফল আপনার পক্ষেই থাকে। আপনাদের এই বিষয়ের প্রশংসা করা উচিত যে ওরা আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে কেমন প্রদর্শন করেছে, এটা অবিশ্বসনীয় ছিল আর এটা ভবিষ্যতে যাওয়ার সঙ্গেই আমাদের জন্য ভালো হয়ে গিয়েছে'।ওয়েস্টইন্ডিজের হয়ে কিছু সময় খেলতে না পারা নিয়েও বলেন পোলার্ডমাঝের ৩ থেকে ৪ বছর আন্তর্জাতিক ক্রিকেট থেকে বাইরে থাকা পোলার্ড সেই সময়ের ব্যাপারে বলতে গিয়ে বলেছেন যে, 'সফলতা খানিকটা বোরিং কারণ আপনাকে লাগাতার এটা পাওয়ার জন্য বারবার একই কাজ করতে হবে আর এটা এমন কিছু যার উপর কাজ করার জন্য আমাদের খেলোয়াড়রা তৈরি। আমি অনেক বছর ধরে ক্রিকেট খেলছি। মাঝের ৩ থেকে ৪ বছর খেলি নি। এতে কারো কাছেই কিছু লুকোনো নেই যে সেই সময় আমার আর বোর্ডের কেমন সম্পর্ক ছিল'।দলের অধিনায়ক হওয়া নিয়েও বললেন এই অলরাউন্ডারবর্তমান সময়ে দলের অধিনায়কত্ব সামলানো নিয়ে বলতে গিয়ে কায়রন পোলার্ড বলেছেন যে,'আপনি ওয়েস্টইন্ডিজের হয়ে খেলার স্বপ্ন দেখেন কিন্তু তার অধিনায়ক হওয়ার নয়। কিন্তু তারপর যদি আপনি সেটা পান তো সেই দায়িত্ব আপনার নেওয়া উচিত। আমি এটা থেকে পালাতে পারতাম না। এই দলের তরুণ খেলোয়াড়দের কিছু অভিজ্ঞ খেলোয়াড়দের সঙ্গও চাই যারা তাদের দিশা দেখাতে পারেন। এই দলে আমার কাজও তাই'।

বুমরাকে শাসন করতাম: আবদুল রজ্জাক

তাঁকে মোকাবিলা করতে সমস্যায় পড়েন বিশ্বের তাবড় তাবড় ব্যাটসম্যানরা। বিশ্বের অন্যতম সেরা বোলার বলতেই জসপ্রীত বুমরার নাম ভেসে ওঠে ক্রিকেট সার্কিটে। সেই বুমরাকেই নাকি অনায়াসে সামলে দিতেন। এমনটাই দাবি করলেন পাকিস্তানের প্রাক্তন অলরাউন্ডার আবদুল রাজ্জাক। তিনি সরাসরি বলে দিচ্ছেন, তিনি ক্রিকেটার হিসেবে সক্রিয় থাকলে বুমরাকে রীতিমতো শাসন করতেন ব্যাট হাতে।পাকিস্তানের এক প্রচারমাধ্যমে সাক্ষাতকার দেওয়ার সময়ে রাজ্জাক জানিয়ে দেন, তাঁর সময়ে বুমরার থেকে অনেক ভাল বোলার বিশ্ব ক্রিকেটে পাওয়া যেত। "নিজের সময়ে বিশ্বমানের সমস্ত বোলারদের মুখোমুখি হয়েছি। তাই বুমরার মতো কোনও বোলারকে খেলতে আমার অন্তত কোনও সমস্যাই হত না। আমি খেললে বরং বুমরার উপরেই চাপ থাকত।" সাফ জানাচ্ছেন তারকা অলরাউন্ডার।মুম্বইয়ে অনুশীলন শুরু করলেন বুমরাএখানেই না থেমে পাক অলরাউন্ডারের আরও দাবি, "আমাদের সময়ে ওয়াসিম আক্রাম, গ্লেন ম্যাকগ্রাথদের মতো গ্রেট বোলারদের বিরুদ্ধে ব্যাট করেছি। তাই বুমরা আমার সামনে বাচ্চা বোলার। ও বল করলে আক্রমণ করে শাসন করতাম রীতিমতো।"রাজ্জাক ১৯৯৬ থেকে ২০১১ সাল পর্যন্ত জাতীয় দলের জার্সিতে ওয়ানডে খেলেছেন। নিজের সেরা সময়ে ২০০২ সালে আইসিসি-র ওয়ানডে-র অলরাউন্ডারদের তালিকায় দ্বিতীয় স্থানেও ছিলেন তিনি।মুদ্রস্নানের ছবি পোস্ট করলেন বুমরা, কবে ফিরছেন টিম ইন্ডিয়ার স্টার বোলার?তবে বর্তমানে বিশ্বের একনম্বর ওয়ান ডে বোলার বুমরার বিষয়ে বলতে গিয়ে রাজ্জাক অকপট, "বুমরা দারুণ বল করছে। কোনও সন্দেহ নেই ও অনেক উন্নতিও করেছে। ও বোলিং অ্যাকশনটা একটু অদ্ভূত। এই কারণে ও এত বেশি সাফল্য পেয়েছে।"পাশাপাশি তিনি আরও জানিয়েছেন, খেলা ছেড়ে দেওয়ার পরে পিসিবির কাছে দেশের অনুর্ধ-১৯ দলকে কোচিংয়ের প্রস্তাব দিয়েছিলেন। তবে পিসিবি তাঁকে কোচ হিসেবে নিয়োগ করেনি।বিশ্বকাপের সময় হার্দিক পাণ্ড্যিয়াকে নিয়ে মন্তব্য করে শিরোনামে উঠে এসেছিলেন রাজ্জাক। সেই সময় তিনি বলেছিলেন, হার্দিকের মধ্যে প্রতিশ্রুতি রয়েছে। তবে ওর কিছু দুর্বলতাও রয়েছে। সেই ঘাটতি পূরণ করতে হবে। রাজ্জাক আরও জানিয়েছিলেন, তিনি হার্দিককে কোচিং করালে বিশ্বের সেরা অলরাউন্ডার বানাতে পারেন হার্দিককে।

স্মিথকে টপকে ফের এক নম্বরে বিরাট, আইসিসি টেস্ট র‍্যাঙ্কিংয়ে প্রথম দশে তিন ভারতীয়

স্টিভ স্মিথকে টপকে বিরাট কোহালি আবার টেস্টের বিশ্বসেরা ব্যাটসম্যান। সদ্য প্রকাশিত আইসিসি-র প্রকাশিত ক্রমতালিকায় ৯২৮ পয়েন্ট পেয়ে ভারত অধিনায়ক এখন শীর্ষস্থানে। অজি তারকা স্মিথ পাঁচ পয়েন্ট কম পেয়ে ক্রমতালিকায় দু" নম্বরে। প্রথম দশে রয়েছেন ভারতের তিন-তারকা।দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে ডাবল সেঞ্চুরি এবং ইডেন গার্ডেন্সে অনুষ্ঠিত দিন-রাতের টেস্টে বাংলাদেশের বিরুদ্ধে সেঞ্চুরি করায় কোহালি অজি তারকা স্মিথকে টপকে পৌঁছে যান এক নম্বরে।বল বিকৃতি কাণ্ডে নির্বাসন কাটিয়ে ফেরার পর থেকেই স্মিথের ব্যাট কথা বলছে। অ্যাশেজের চারটি টেস্টে ৭৭৪ রান করে স্মিথ এর আগে এক নম্বরে চলে গিয়েছিলেন। কিন্তু, পাকিস্তানের বিরুদ্ধে দু"ম্যাচের টেস্ট সিরিজে স্মিথ নিজের নামের প্রতি সুবিচার করতে পারেননি। নখদন্তহীন পাক আক্রমণের বিরুদ্ধে যথাক্রমে ৪ ও ৩৬ রান করেন স্মিথ। ব্যাটে রান না পাওয়ায় এক নম্বরের জায়গা টলে যায় স্মিথের।অ্যাডিলেড অবশ্য মনে রাখবে ডেভিড ওয়ার্নারকে। সিরিজের দ্বিতীয় টেস্টে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে ডেভিড ওয়ার্নার অপরাজিত ৩৩৫ রানের ইনিংস খেলেন। এই ইনিংসের জন্য বাঁ হাতি ওপেনার ১২ ধাপ উপরে উঠে এসেছেন। ওয়ার্নার এখন রয়েছেন পাঁচে। মার্নাস লাবুশানের ব্যাটও কথা বলেছে টেস্ট সিরিজে।লাবুশানে উঠে এসেছেন আট নম্বরে। আইসিসির প্রকাশিত ক্রমতালিকায় চার নম্বরে রয়েছেন ভারতের চেতেশ্বর পূজারা। এক ধাপ নেমে অজিঙ্কে রাহানে এখন ছ"নম্বরে। নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে ডাবল সেঞ্চুরি করায় জো রুট ঢুকে পড়েছেন প্রথম দশে। রুট এখন সাতে। ৮৭৭ পয়েন্ট পেয়ে কিউয়ি অধিনায়ক কেন উইলিয়ামসন রয়েছেন তিন নম্বরে। শ্রীলঙ্কার অধিনায়ক দিমুথ করুণারত্নে রয়েছেন দশে।মায়ের মৃত্যু, তীব্র অনটন, দেশের অনূর্ধ ১৯ ক্যাপ্টেন যেন জীবনকে হারিয়ে দেওয়া ক্রিকেটার

ভারতের প্রত্যেক টেস্ট সিরিজে একটি করে গোলাপি বলে দিন-রাতের ম্যাচ চান সৌরভ

কলকাতা: তাঁর উদ্যোগেই ভারতের মাটিতে প্রথম গোলাপি বলে নৈশালোকের টেস্ট ম্যাচ অনুষ্ঠিত হয়েছে। ইডেনে ভারত-বাংলাদেশের সেই ম্যাচ দেখতে উপচে পড়েছিল গ্যালারি। এবার সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় জানিয়ে দিলেন, প্রত্যেক টেস্ট সিরিজে ভারতের অন্তত একটা করে দিন-রাতের টেস্ট ম্যাচ খেলা উচিত।একটি জাতীয় সংবাদমাধ্যমকে ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের প্রেসিডেন্ট সৌরভ বলেছেন, "আমি এটা নিয়ে বেশ আশাবাদী। আমার মনে হয় এটাই টেস্ট ক্রিকেটকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার রাস্তা। সব টেস্ট নৈশালোকের না হোক, প্রত্যেক সিরিজে অন্তত একটি করে ম্যাচ গোলাপি বলে ও দিনরাতের ফর্ম্যাটে খেলা উচিত ভারতের।"সৌরভ নিজে সিএবি প্রেসিডেন্ট ছিলেন। নিজের সংস্থায় দেশের প্রথম পিঙ্ক বল টেস্ট আয়োজন করেছিলেন। সেই অভিজ্ঞতা অন্য সংস্থার সঙ্গে ভাগ করে নিতে চান তিনি। সৌরভ বলেছেন, "বোর্ডে আমার অভিজ্ঞতা জানাব এবং অন্যান্য সংস্থাতেও গোলাপি বলে ম্যাচ করার চেষ্টা করব। এবার থেকে সব দেশই তৈরি থাকবে। কেউই ৫ হাজার দর্শকের সামনে টেস্ট ম্যাচ খেলতে চায় না।"দেশের মাটিতে প্রথম গোলাপি বলে নৈশালোকের টেস্ট ম্যাচে বাংলাদেশকে ইনিংস ও ৪৬ রানে হারিয়েছিল বিরাট কোহলির ভারত।

PNIT NO: ePT20/EE/RD/KCP/DIV/2019-20 Dt. 02/12/2019

The Executive Engineer, R.D Kanchanpur Division, Kanchanpur, North Tripura invites tender for 02 (Two) Nos. construction projects from eligible bidders up to 5.00 PM of 17/12/2019. For detailed information kindly visit https:// tripuratenders.qov.in. Any subsequent corrigendum will be made available at the website only.

ICA/C-1825/2019-20

জীবন ও সমাজের সুস্থতার জন্য নেশার বিরুদ্ধে হোক সম্মিলিত যুদ্ধ।

Executive Engineer
RD Kanchanpur Division
Kanchanpur, North Tripura.

Press Notice Inviting e -tender NO. 08/ EE/NH-DIV/ PWD (NI-1]/KGT/2019-20 Dt. 26/11/2019

The Executive Engineer, PWD(NH), NH Division, Kumarghat, Unokoti, Tripura invites on behalf of the 'Governor of Tripura' sealed **item rate e-tender** from the Central & State public sector undertaking / enterprise and eligible Contractors / Firms/Agencies of appropriate class registered with PWD/ TTAADC/MES/CPWD/Railway/Other State PWD up to 15.00Hrs. on **17.12.2019** for the following work:-

Sl No.	Name of the work	Estimated Cost	Earnest Money	Time for completion
1.	DNIT No : 19/EE/PWD(NH)/NH-DIV/KGT/2019-20	3,39,200.00	3,392.00	365(three hundred sixty five) days
2.	DNIT No : 20/EE/PWD(NH)/NH-DIV/KGT/2019-20	2,79,984.00	2.800.00	365(three hundred sixty five) days
3.	DNIT No : 21/EE/PWD(NH)/NH-DIV/KGT/2019-20	2,79,972.00	2800.00	365(three hundred sixty five) days

The last date and time for documents downloading and bidding is on **17.12.2019 up to 15:OOHrs.** The bids will be opened on **17.12.2019 at 16:00 Hrs.** if possible.
For details please visit: https://tripuratenders.gov.in
NB:- i) Publication for 4(four) Nos. Local leading Newspapers published daily.

ICA/C-1828/ 2019-20

সকলের অঙ্গীকার - করবো না ক্ষতিকর প্লাস্টিকের ব্যবহার।

(Er. A.Kr. Das)
Executive Eineer
NH Division PWD(NH)
Kumarghat, Unakoti Tripura

CMYK

জাগরণ 5 December, 2019, Thursday আগরতলা ৫ ডিসেম্বর, ২০১৯ ইং, ■ ১৮ অগ্রহায়ণ, ১৪২৬ বঙ্গাব্দ, বৃহস্পতিবার ■ Phone : 0381- 2384984, e-mail : jagarandaily@gmail.com ■ Postal Regd. No. AGT/NE-928/2018- 2020

দেশদ্রোহিতা মামলা ভিত্তিহীন সুবিচারই হয়নি : পারভেজ মুশারফ

দুবাই, ৪ ডিসেম্বর (হি.স.): দেশের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা মামলায় অভিযুক্ত পাকিস্তানের প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট জেনারেল (অবসরপ্রাপ্ত) পারভেজ মুশারফ। যদিও, দেশদ্রোহিতা মামলাকে "ভিত্তিহীন" আখ্যা দিলেন প্রাক্তন পাক প্রেসিডেন্ট পারভেজ মুশারফ। তাঁর মতে, আইনজীবীর কোনও কথাই শোনা হয়নি। সুবিচারই হয়নি। গুরুতর অসুস্থ অবস্থায় দুবাইয়ের আমেরিকান হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন পারভেজ মুশারফ। রক্তচাপ সংক্রান্ত সমস্যার পাশাপাশি হার্টের সমস্যাতেও ভুগছেন তিনি। হাসপাতাল থেকে ভিডিও বার্তায় নিজের শারীরিক অবস্থা সম্পর্কে প্রাক্তন পাক প্রেসিডেন্ট পারভেজ মুশারফ জানিয়েছেন, "আমি ভীষণ অসুস্থ। বহুদিন ধরেই আমি অসুস্থ, চিকিৎসার জন্য নিয়মিত হাসপাতালে আসতে হচ্ছে।"

এরপরই দেশদ্রোহিতা মামলাকে "ভিত্তিহীন" আখ্যা দিয়ে প্রাক্তন পাক প্রেসিডেন্ট পারভেজ মুশারফ জানিয়েছেন, "আমার আইনজীবী সলমন সফদারের কোনও কথাই আদালতে শোনা হয়নি। আমি পাকিস্তানের জন্য যুদ্ধ করেছি এবং ১০ বছর দেশের জন্য কাজ করেছি।" দেশদ্রোহিতা মামলায় সুবিচারের আশা রেখে মুশারফ বলেছেন, "আমার মতে, কমিশন এখানে আসতে পারে। আমি তাঁদের বিবৃতি দিতে পারি। তাঁরা এখানে এসে আমার কথা শুনতে পারেন। আমার শারীরিক অবস্থা দেখে সিদ্ধান্ত নিতে পারেন, তাঁরা ফিরে যাওয়ার পর নিজেদের সিদ্ধান্ত জানাতে পারেন। আদালতে আমার আইনজীবীর কথাও শোনা হবে, আমার বিশ্বাস সুবিচার পাব।"

চিকিৎসার জন্য ২০১৬ সাল থেকে দুবাইয়ে স্বেচ্ছা-নির্বাসনে রয়েছেন পাকিস্তানের প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট জেনারেল (অবসরপ্রাপ্ত) পারভেজ মুশারফউ ২০১৬ সাল থেকে এযাবৎ পাকিস্তানে ফেরেননি পারভেজ মুশারফউ ২০০৭ সালের ৩ নভেম্বর পাকিস্তানে জরুরি অবস্থা জারি করা নিয়ে মুশারফের বিরুদ্ধে দেশদ্রোহিতা মামলা দায়ের হয়।

বুধবার পঞ্চায়েত এবং জিলা পরিষদের অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন উপমুখ্যমন্ত্রী যীষ্ণু দেববর্মা। ছবি- নিজস্ব।

এম এল দে স্টেট ইলেকশন কমিশনার হিসাবে নিযুক্ত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৪ ডিসেম্বর।। রাজ্যের স্টেট ইলেকশন কমিশনার হিসাবে দায়িত্বভার গ্রহণ করেছেন এম এল দে, আই এ এস, (অবসরপ্রাপ্ত)। আজই তিনি তাঁর দায়িত্বে থাকা তথ্য ও সংস্ক'তি দপ্তরের সচিব হিসাবে অব্যাহতি নিয়েছেন। তিনি বর্তমান স্টেট ইলেকশন কমিশনার জি কামেশ্বর রাও এর স্থলাভিষিক্ত হলেন।

কৈলাসহর পুর পরিষদ উদ্যোগ নিল উন্নয়নমূলক কাজের

নিজস্ব প্রতিনিধি, কৈলাসহর, ৪ ডিসেম্বর ।। কৈলাসহর পুর এলাকার বেশ কয়েকটি উন্নয়নমূলক কাজ বাস্তবায়নে জটিলতা নিরসনে ও কয়েকটি অভিযোগ খতিয়ে দেখতে পিডব্লিউডি দপ্তর ও বিদ্যুৎ আধিকারিকদের নিয়ে মাঠে নামলেন কৈলাসহর পুর পরিষদের মুখ্য কার্যনির্বাহী আধিকারিক তথা কৈলাসহর মহকুমা শাসক ডঃ বিশাল কুমার। কৈলাসহর পুর পরিষদ শাসক দল বিজেপি'র দখলে যাওয়ার পর পুর এলাকার উন্নয়নে বেশকিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়। পুরাতন ডিভাইডার ভেঙে নতুন ডিভাইডার বসিয়ে রাস্তার পাশে দাঁড়ানোর পাশাপাশি এলইডি লাইট বসানোর কাজ শুরু হয়। বেশ কিছু জায়গায় কাজ সমাপ্ত হয়ে গেলেও কয়েকটি স্থানে এলইডি লাইট বসানোর ক্ষেত্রে রাস্তা সরু হওয়ায় কিছু আপত্তি উঠেছে স্থানীয়দের তরফ থেকে। পাশাপাশি স্থানীয়দের তরফ থেকে রাস্তা সংস্কারের দাবি জানানো হয় সমস্ত খুঁটিনাটি বিষয় খতিয়ে দেখেন মহকুমা শাসক বিশাল কুমার এবং সমস্যা সমাধানে উন্নয়নকাজ বাস্তবায়নে বিদ্যুৎ অধিকারী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশ দেন। কৈলাসহর থানা চত্বর থেকে বাইতুর বাজার হয় বিদ্যানগর স্কুল মাঠ পর্যন্ত বিস্তীর্ণ এলাকা নিজের আধিকারিকদের নিয়ে পায়ে হেঁটে সমস্ত বিষয় খতিয়ে দেখেন মহকুমা শাসক।

আগরতলা পুর নিগম ভিত্তিক লোকসংস্কৃতি উৎসব অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৪ ডিসেম্বর।। মুক্তধারা প্রেক্ষাগৃহে আগরতলা পুর নিগম এবং তথ্য ও সংস্ক'তি দপ্তরের যৌথ উদ্যোগে আজ আগরতলা পুর নিগম ভিত্তিক লোকসংস্ক'তি উৎসব-২০১৯ অনুষ্ঠিত হয়। আগরতলা পুর নিগমের মেয়র ড. প্রফুল্লজিৎ সিনহা অনুষ্ঠানের সূচনা করেন। অনুষ্ঠানে স্বাগত ভাষণ রাখেন তথ্য ও সংস্ক'তি দপ্তরের সহ অধিকর্তা বিপুল দেববর্মা। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন আগরতলা পুর নিগমের ডেপুটি মেয়র সমর চক্রবর্তী। অনুষ্ঠানে আগরতলা পুর নিগমের মেয়র ড. প্রফুল্লজিৎ সিনহা বলেন, লোকসংস্ক'তি মানুষের ঐতিহ্যের ধারক ও বাহক। সাংস্ক'তিক ঐতিহ্য ও মাত'ভাষা দুটোই হচ্ছে জাতির ভিত্তি। এগুলিকে কেন্দ্র করেই যেকোন জাতির উন্নয়ন হয়। ত্রিপুরা রাজ্যে গ্রাম থেকে শুরু করে শহর পর্যন্ত এক উন্নত সংস্ক'তির ধারা প্রবহমান। জনজাতি, বাঙালী, মণিপুরী, মুসলিম প্রভ'তি অংশের মানুষের লোকসংস্ক'তি মিলিয়ে আমাদের রাজ্যে মিশ্র সংস্ক'তি গড়ে উঠেছে।

আগরতলা পুর নিগমের মিউনিসিপ্যাল কমিশনার ড. শৈলেশ কুমার যাদব বলেন, লোকসংস্ক'তি হচ্ছে যেকোন মানব সভ্যতার এক মৌলিক ভিত। যেকোন ধর্মের বা জাতির শিকড়ই হচ্ছে তার নিজ নিজ সংস্ক'তি। এই ছোট রাজ্য ত্রিপুরায় সংস্ক'তির প্রসার খুবই বেশী। ত্রিপুরায় ১৯টি জনজাতি গোষ্ঠী এবং বাঙালীদের চিরাচরিত সংস্ক'তি দেশ ও দেশের বাইরে সুনাম অর্জন করেছে। লোকসংস্ক'তি উৎসবের মূল উদ্দেশ্যেই হচ্ছে লোকসংস্ক'তিকে আরও সমৃদ্ধ করে তোলা এবং ছোট থেকে বড় সকল ধরণের শিল্পীদের মধ্যে উৎসাহ বাড়িয়ে বিশ্বের মধ্যে খ্যাতি অর্জন করা। এছাড়া বিশিষ্ট সংগীত শিল্পী অমর ঘোষ এবং আগরতলা পুর নিগমের ডেপুটি মেয়র সমর চক্রবর্তীও আলোচনা করেন। অনুষ্ঠানে আড়ালিয়া লোক র'ন শাখার শিল্পীরা কাওয়ালী পরিবেশন করেন। এছাড়া তথ্য ও সংস্ক'তি দপ্তরের শিল্পীগণ এবং বিভিন্ন সাংস্ক'তিক সংস্থার শিল্পীরা গাজন নৃত্য, পালা কীর্ত্তন, মণিপুরী নৃত্য, গড়িয়া নৃত্য, ধামাইল নৃত্য, লোকগান, লোকনৃত্য এবং একক সংগীত পরিবেশন করেন।

প্রিয়াঙ্কা ও বীরবাহাদুর স্মরণে বুধবার কলকাতায় জোড়া মিছিল

কলকাতা, ৪ ডিসেম্বর (হি.স.): হায়দরাবাদে প্রিয়াঙ্কা রেড্ডিকে ধর্ষণ-খুন এবং কলকাতায় বীরবাহাদুর সিংকে হত্যার প্রতিবাদে বুধবার জাতীয়তাবাদীদের জোড়া মিছিল বার হবে। গতকাল রাতে বীরবাহাদুরের হত্যাকারীকে ২৪ ঘন্টার মধ্যে গ্রেফতারের দাবি জানিয়েছেন বিজেপির সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক কৈলাশ বিজয়বর্গীয়। মেটিয়াবুরুজের গার্ডেনরিচ থানার অন্তর্গত এলাকায় বীরবাহাদুর সিংকে প্রকাশ্যে গুলি চালিয়ে হত্যার চক্রান্তের বিরুদ্ধে সকল হিন্দু এই প্রতিবাদ মিছিলে স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ করবে।

এ খবর জানিয়ে হিন্দু জাগরণ মঞ্চের তরফে ঘোষণা করা হয়েছে, মেটিয়াবুরুজ হিন্দুস্থান, কোনও মিনি পাকিস্তান নয়। তাদের ডাকে সকল হিন্দু একত্রিত হবে। দুপুরে শিয়ালদহ স্টেশনে সমবেত হয়ে মিছিল যাবে রানী রাসমণি রোড পর্যন্ত। উল্লেখ করা যেতে পারে, গতকাল রাতে বিজেপির কৈলাশ বিজয়বর্গীয়, দলের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক (সংগঠন) শিবপ্রকাশ সিং, মুকুল রায় প্রমুখ লিচুবাগানে বীরবাহাদুর সিংয়ের বাড়িতে যান। অন্যদিকে, প্রিয়াঙ্কা রেড্ডিকে ধর্ষণ করে নৃশংসভাবে খুন তথা রাজ্যের সর্বত্র নারী নির্যাতন ও নৈরাজ্যের বিরুদ্ধে কলকাতা দক্ষিণ শহরতলী জেলা বিজেপির উদ্যোগে প্রতিবাদে আজ সন্ধ্যায় প্রতিবাদ মিছিলে সামিল হবেন অনেকে। মিছিলের যাত্রাপথ হবে বাঘাযতীন আই-ব্লক থেকে বাঘাযতীন স্টেট জেনেরাল হসপিটাল হয়ে সুলেখা মোড়ে সমাপ্তি।

মিছিলের নেতৃত্বে কৈলাশ বিজয়বর্গীয়, তুষার কান্তি ঘোষ, তনুজা চক্রবর্তী-সহ বিজেপির প্রাদেশিক কিছু নেতানেত্রীর থাকার কথা।

দিল্লিতে গাড়ি থেকে উদ্ধার দু'জন চিকিতকের মৃতদেহ, তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ

নয়াদিল্লি, ৪ ডিসেম্বর (হি.স.): রাজধানী দিল্লিতে গাড়ি থেকে উদ্ধার জোড়া মৃতদেহউ বুধবার সকালে উত্তর-পশ্চিম দিল্লির রোহিণীতে একটি গাড়ির ভিতর থেকে রক্তাক্ত জোড়া মৃতদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশউ পুলিশ সূত্রের খবর, দু'জনই পেশায় চিকিতকউ মৃতদের নাম হল-ডা. কুকরেজা এবং ডা. সুদীপ্তা মুখোপাধ্যায়উ ডা. কুকরেজা রোহিণীর সেক্টর ১৩ এলাকায় অবস্থিত নির্বানা হাসপাতালের ফিজিশিয়ান এবং ডা. সুদীপ্তা মুখোপাধ্যায় নির্বানা হাসপাতালে এমডি হিসেবে কর্মরত ছিলেনউ রক্তাক্ত মৃতদেহ দু'টি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠিয়েছে পুলিশউ

রোহিণী-র ডিসিপি এস ডি মিশ্র জানিয়েছেন, বুধবার সকাল সাতটা নাগাদ রোহিণীতে গাড়ির ভিতর থেকে উদ্ধার করা হয় মহিলা ও পুরুষের রক্তাক্ত মৃতদেহউ প্রাথমিকভাবে পুলিশের অনুমান, ওই মহিলাকে নিজের লাইসেন্সপ্রাপ্ত বন্দুক থেকে গুলি করে হত্যা করার পর ওই পুরুষও আত্মঘাতী হয়েছেউ তদন্ত শুরু হয়েছে।

বিল অনুমোদন নিয়ে রাজ্যপালের ট্যুইটে ক্ষোভ প্রকাশ প্রশাসনের বিরুদ্ধে

কলকাতা, ৪ ডিসেম্বর (হি. স.) : রাজ্যপালের সঙ্গে রাজ্য সরকারের সংঘাত উত্তরোত্তর বাড়ছে। পারস্পরিক তিক্ততা পৌঁছাচ্ছে চরমসীমায়। বুধবার রাজ্যপালের এক ট্যুইট বিভিন্ন মহলের নজর কেড়েছে। রাজ্যপাল লিখেছেন, "আমি কোনও রবার স্ট্যাম্প বা পোস্ট অফিস নই। যে যা বলবে তা কোন কিছু না বুঝে শুনেই সংবিধান না মেনেই আমি করে দেবো।' বিলে অনুমোদন দিতে দেরি করছেন রাজ্যপাল। রাজ্য বিধানসভার অধ্যক্ষ বিমান বন্দোপাধ্যায়ের এই মন্তব্যের পাল্টা ও কড়া প্রতিক্রিয়া এ ভাবেই দিলেন রাজ্যপাল জগদীপ ধনখর।

আজ এবং আগামীকাল বিধানসভা স্থগিত রাখা হয়েছে। অধ্যক্ষ এ ব্যাপারে রাজ্যপালের অনুমোদিত বিল না আসায় কার্যসূচি মেনে অধিবেশন চালানো যাচ্ছে না বলে গতকাল মন্তব্য করেছেন। এরপর রাজভবন বিবৃতি দিয়ে জানিয়ে দিয়েছিল অনুমোদনের ক্ষেত্রে কি সমস্যা হয়েছে। সেখানে সরকারের গাফিলতিতেই দায়ী করা হয়েছে। বুধবার ফের টুইট করেন রাজ্যপাল। টুইটারেও গাফিলতির জন্য সরাসরি সরকারের বিরুদ্ধে তোপ দেগেছেন তিনি। রাজ্যপাল লিখেছেন, "একজন রাজ্যপাল সংবিধানের লিখনি এবং সারমর্ম মেনে চলতে হবে এবং অন্ধভাবে সবকিছুকে আমি অনুমতি দিতে পারিনা। আমি রবার স্ট্যাম্প বা পোস্ট অফিস নই। এটা আমার দায়বদ্ধতা সংবিধানের প্রতি। কোনও বিল সম্পর্কে খুঁটিনাটি খোঁজখবর নেওয়া এবং কোনও ধরনের দেরি না করে তাতে অনুমোদন দেওয়া রাজ্যপালের কর্তব্য।'

সরকারই এই গাফিলতির জন্য দায়ী বলে টুইটে সমালোচনা করেছেন রাজ্যপাল।

মঙ্গলবার রাজভবন থেকে বিবৃতি দিয়ে জানানো হয়েছিল এসসি এবং এসটি কমিশন সংক্রান্ত বিল রাজভবনে পৌঁছায় ২৯ নভেম্বর পরে ৩০ নভেম্বর এবং ১ ডিসেম্বর ছুটি থাকার কারণে সরকারি কাজ হয়নি। ২ ডিসেম্বর অর্থাৎ সোমবারই রাজভবনের তরফে সংশ্লিষ্ট দফতরের কাছে বিল নিয়ে খুঁটিনাটি জবাব চেয়েছিল রাজভবন। কিন্তু সরকারের তরফে কোনও উত্তর আসেনি। সেই কারণেই অন্ধভাবে বিলে অনুমোদন দেওয়া সম্ভব হয়নি। তাই অধ্যক্ষ রাজভবনে বিরুদ্ধে যে দোষারোপ করেছেন তা ভিত্তিহীন। বুধবার সকালেও ফের কড়া প্রতিক্রিয়া জানিয়ে টুইট করলেন রাজ্যপাল। যদিও মঙ্গলবার সন্ধ্যার পর থেকে রাজভবনের প্রতিক্রিয়ার পাল্টা প্রতিক্রিয়া এখনও পর্যন্ত শাসক দল বা রাজ্য বিধানসভার তরফে দেওয়া হয়নি।

ছত্তিশগড়ে বেনজির সংঘর্ষ, পাঁচজন সহকর্মীকে গুলি করে হত্যা করে আত্মঘাতী আইটিবিপি জওয়ান

রায়পুর, ৪ ডিসেম্বর (হি.স.): ইন্দো-তিবেতান বর্ডার পুলিশ (আইটিবিপি)-এর জওয়ানদের মধ্যে সংঘর্ষে বেনজির ঘটনার সাক্ষী থাকল ছত্তিশগড়ের নারায়ণপুর জেলা।

নিজেদের মধ্যে গুলির লড়াইয়ে প্রাণ হারিয়েছেন ৬ জন আইটিবিপি জওয়ানউ এছাড়াও আরও দু'জন আইটিবিপি জওয়ান গুরুতর জখম হয়েছেনউ বুধবার মর্মান্তিক ঘটনাটি ঘটেছে নারায়ণপুর জেলার কাদেনার ক্যাম্পেউ প্রাথমিকভাবে মনে করা হচ্ছে, পাঁচজন সহকর্মীকে গুলি করে হত্যা করে আত্মঘাতী হয়েছে একজন আইটিবিপি জওয়ান।

ছত্তিশগড়ের রাজধানী রায়পুর থেকে প্রায় ৩৫০ কিলোমিটার দূরে কাদেনার এলাকায় আইটিবিপি জওয়ানদের ক্যাম্প রয়েছেউ সেখানে রয়েছে আইটিবিপি-র ৪৫ নম্বর ব্যাটেলিয়ন।

পুলিশ সূত্রের খবর, কোনও একটি বিষয়ে বাগবিতণ্ডায় জড়িয়ে পড়েন আইটিবিপি জওয়ানরা।

এরপর নিজেদের মধ্যেই শুরু হয় গুলির লড়াই।

নারায়ণপুর-এর পুলিশ সুপার মোহিত গর্গ জানিয়েছেন, আইটিবিপি জওয়ানদের মধ্যে গুলি বিনিময়ে মৃত্যু হয়েছে ৬ জন জওয়ানের।

জখম হয়েছেন আরও দু'জন জওয়ানউ বস্তার রেঞ্জের আইজি সুন্দররাজ পি জানিয়েছে, 'একজন আইটিবিপি জওয়ান তাঁর সার্ভিস রাইফেল থেকে অপর জওয়ানকে লক্ষ্য করে গুলি চালানউ পরে ওই জওয়ানকে লক্ষ্য করে গুলি চালানো হয়ছ।

কী কারণে আইটিবিপি জওয়ানদের মধ্যে গণ্ডগোলের সূত্রপাত, তা তদন্ত করে দেখা হচ্ছে।

সুদানে সেরামিক কারখানায় বিস্ফোরণ-আগুন, মৃত্যু কমপক্ষে ২৩ জনের

খার্তুম (সুদান), ৪ ডিসেম্বর (হি.স.): সুদানের রাজধানী খার্তুমে সেরামিক কারখানায় বিস্ফোরণ ও অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় প্রাণ হারালেন কমপক্ষে ২৩ জনউ এছাড়াও গুরুতর আহত হয়েছেন অন্ততপক্ষে ৪৫ জনউ আহত ৪৫ জনের মধ্যে ৬ জনের শারীরিক অবস্থা অত্যন্ত আশঙ্কাজনকউ মঙ্গলবার গ্যাস ট্যাঙ্কারে বিস্ফোরণের জেরে সেরামিক কারখানায় আগুন ধরে যায়উ উত্তর খার্তুম বাহরি জেলার পুলিশ অধিকর্তা ব্রিগেডিয়ার জেনারেল হাসান আবদুল্লাহ জানিয়েছেন, গ্যাস ট্যাঙ্কার বিস্ফোরণের জেরে দ্রুত আগুন ধরে যায়উ

বিস্ফোরণ ও অগ্নিকাণ্ডে ২৩ জনের মৃত্যু হয়েছেউ এছাড়াও অন্ততপক্ষে ৪৫ জনউ তাঁদের মধ্যে ৬ জনের শারীরিক অবস্থা অত্যন্ত আশঙ্কাজনকউ গ্যাস ট্যাঙ্কারে বিস্ফোরণের জেরে দাউদাউ করে জ্বলতে থাকে আগুনউ মুহূর্তের মধ্যেই কারখানায় ছড়িয়ে পড়ে আগুনউ গোটা এলাকা কালো ধোঁয়ায় ঢেকে যায়উ পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে গোটা এলাকা ঘিরে ফেলেউ দ্রুত আহতদের উদ্ধার করে স্থানীয় হাসপাতালে ভর্তি করা হয়উ বিস্ফোরণের প্রকৃত কারণ তদন্ত করে দেখা হচ্ছে।

জম্মু-কাশ্মীরের তাঙধারে তুষারধস, নিখোঁজ ৩ জন সেনা জওয়ান

শ্রীনগর, ৪ নভেম্বর (হি.স.): ফের তুষারধসের কবলে ভারতীয় সেনাবাহিনীর জওয়ানরা! এবার জম্মু ও কাশ্মীরের কুপওয়ারা জেলার তাঙধারে বরফের নীচে চাপা পড়ে নিখোঁজ হয়ে গেলেন ৩ জন সেনা জওয়ান। মঙ্গলবার কুপওয়ারা জেলার তাঙধার এলাকায় ভারতীয় সেনাবাহিনীর ছাউনিতে বড়সড় তুষারধস নামে। তারপর থেকেই নিখোঁজ ৩ জন সেনা জওয়ান। তবে, বেশ কয়েকজন সেনা জওয়ানকে উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে।

মঙ্গলবার থেকে বুধবার সকাল, দীর্ঘ সময় অতিক্রান্ত, এখনও খোঁজ পাওয়া যায়নি ওই ৩ জন সেনা জওয়ানকে। ভারতীয় সেনাবাহিনীর পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, মঙ্গলবার কুপওয়ারা জেলার তাঙধার এলাকায় সেনা ছাউনিতে তুষারধস নামে। তারপর থেকেই নিখোঁজ ৩ জন সেনা জওয়ান।

উত্তর কাশ্মীরে এলওসি-র কাছে তুষারধস, মৃত্যু ৪ জন সেনা জওয়ানের

শ্রীনগর, ৪ ডিসেম্বর (হি.স.): আশঙ্কাই সত্যি হল! দীর্ঘ সময় নিখোঁজ থাকার পর উত্তর কাশ্মীরের কুপওয়ারা জেলার তাঙধার এলাকায় বরফের নীচ থেকে উদ্ধার হল ৩ জন সেনা জওয়ানের দেহউ এছাড়াও জম্মু ও কাশ্মীরের বান্দিপোরা জেলার গুরেজ সেক্টরে তুষারধসের কবলে পড়ে মৃত্যু হয়েছে একজন সেনা জওয়ানেরউ সেনাবাহিনী সূত্রের খবর, বিগত ২৪ ঘন্টায় উত্তর কাশ্মীরে নিয়ন্ত্রণরেখার (এলওসি) কাছে তুষারধসে মৃত্যু হয়েছে ৪ জন সেনা জওয়ানের।

সেনাবাহিনীর পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, মঙ্গলবার বিকেলে উত্তর কাশ্মীরের কুপওয়ারা জেলার তাঙধার এলাকায় ভারতীয় সেনাবাহিনীর ছাউনিতে তুষারধস নামেউ বেশ কয়েকজন সেনা জওয়ানকে উদ্ধার করা সম্ভব হলেও, খোঁজ পাওয়া যায়নি ৩ জন সেনা জওয়ানেরউ রাতভর বরফের নীচে চাপা থাকার পর বুধবার ওই ৩ জন জওয়ানের দেহ উদ্ধার করা হয়েছে।

অপর ঘটনাটি ঘটেছে বান্দিপোরা জেলার গুরেজ সেক্টরেউ সেনাবাহিনীর পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, মঙ্গলবার গুরেজ সেক্টরের দাওয়ার এলাকায় তুষারধসের কবলে পড়ে সেনাবাহিনীর পেট্রোলিং পার্টিউ বরফের নীচে চাপা পড়ে মৃত্যু হয়েছে একজন সেনা জওয়ানেরউ সৌভাগ্যবশত একজন সেনা জওয়ানকে জীবিত উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে।

কলকাতায় বাড়ছে মেট্রো-সফরের খরচ, আজ থেকেই কার্যকর

কলকাতা, ৪ ডিসেম্বর (হি.স.): দীর্ঘ ছ'বছর পরে কলকাতায় ফের বাড়ছে পাতাল-সফরের খরচ। নতুন তথা বর্ধিত ভাড়া কার্যকর হবে ৫ ডিসেম্বর, বৃহস্পতিবার থেকেই। পাতাল-সফরে এবার বাড়তি ভাড়া গুনতে হবে যাত্রীদের। বুধবার, ৪ ডিসেম্বর পর্যন্ত পাঁচ কিলোমিটার পর্যন্ত যেতে খরচ হয়েছে পাঁচ টাকা। কিন্তু, ৫ ডিসেম্বর থেকে পাঁচ টাকায় দুই কিলোমিটারের বেশি যাওয়া যাবে না। গুনতে হবে অতিরিক্ত টাকা।

মেট্রো সূত্রের খবর, ৫ ডিসেম্বর থেকে ২-৫ কিলোমিটার দূরত্বের জন্য ভাড়া দিতে হবে ১০ টাকা। ৫-১০ কিলোমিটার দূরত্বের জন্য ১৫ টাকা দিতে হবে। ১০ থেকে ২০ কিলোমিটারের জন্য ২০ টাকা দিতে হবে। তার বেশি দূরত্ব সফর করলে গুনতে হবে ২৫ টাকা। দীর্ঘদিন ধরেই মেট্রো-সফরে ভাড়া বাড়ানোর দাবি উঠছিল। অবশেষে ৫ ডিসেম্বর থেকেই অতিরিক্ত টাকা গুনতে হবে যাত্রীদের। এর আগে মেট্রো-সফরে শেষ বার ভাড়া বেড়েছিল ২০১৩ সালের নভেম্বরে।

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেনবো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।